Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সালাফদের চোখে রমযান

সংকলন
আহমাদ ইউসুফ শরীফ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বই : সালাফদের চোখে কবর
সংকলন : আহমাদ ইউসুফ শরীফ
প্রকাশনা : শব্দতরু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সালাফদের চোখে কবর

সংকলন

আহমাদ ইউসুফ শরীফ

শব্দতরু
শব্দের বুননে চেতনার উন্মেষ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সালাফদের চোখে কবর

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
শাওয়াল ১৪৪১ হিজরি / জুন ২০২০ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com - ruhamashop.com
Sijdah.com - wafilife.com
alfurqanshop.com - boibazar.com

মূল্য : ১৬৭৮

শব্দতরু

৪৫ কম্পিউটার মার্কেট, ৩য় তলা, দোকান নং ৩০৯,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৮৬৬ ০৫১১৪০

Salafder Chokhe Kabar
A Compilation by Ahmad Yousuf Shareef
Published by Shobdotoru
shobdotoru@gmail.com
www.facebook.com/shobdotoru.bd
www.shobdotoru.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উৎসর্গ

আব্বাজান মরহুম মোতাহের হোসেন।

সত্যিকারের এক বটবৃক্ষ। তিনি তার উত্তম আখলাক, দাওয়াতি মেজাজ, সাদাসিধা জীবনযাপন, উলামায়ে কেরামের সাথে সুসম্পর্ক আর সৎ ও পরিচ্ছন্ন জীবন দিয়ে পরিচিতজনদের হৃদয়ে স্থায়ীভাবে জায়গা করে নিয়েছেন। তিনি চলে গেছেন। পরিবারের জন্য রেখে গেছেন মজবুত এক দ্বীনী পরিবেশ। যার নির্মল ছায়ায় বেড়ে উঠছে এক নববী কাফেলা।

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাঁর বান্দার ঈমান ও আমলকে নিজ শান অনুযায়ী বৃদ্ধি করে কবুল ফরমান। মাগফিরাতের চাদরে জড়িয়ে হাউজে কাউসারের নুরানী কাফেলায় শামিল ফরমান। আমীন!

তার কবরের পাশে পাঠ করা একটি কবিতা–

সমাধি!

আমাদের অশ্রুভেজা সুখের অতীত
আমরা সঁপেছি তোমার আঁধার ঠোঁটে।
পোড়া বিলাপের শুভ্র কাফনে মুড়ে
রেখেছি তোমার তিমির অধিকারে।

তুমি তাই ধরে রেখো তাকে
ছায়ামেলা জননীর মায়া নিয়ে।
সুখে রেখো আমাদের হাহাকার
শীতল নিদ্রামাখা আলিঙ্গনে।

আমরা বয়ে যাব তার বিরহ-বিষাদ
সময়-অসময়ের নানা অভিঘাতে।

০১-০৬-২০১৪ রবিবার।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সংকলকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا مُوَافِيًا لِنِعَمِهِ، مُكَافِيًا لِمَزِيْدِهِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের পাক দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া যে, তিনি তাঁর সীমাহীন দয়া ও মেহেরবানি দ্বারা এই অনভিজ্ঞ, অধম ও অযোগ্য বান্দাকে তাঁর দ্বীনের খিদমত করার সুযোগ দিয়েছেন।

মানবজীবনে মৃত্যুকে অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। একজন মুমিন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এই বিশ্বাস লালন করে যে, মৃত্যুর পর আলমে বরযখ বা কবরজগৎ নামে একটি জগৎ রয়েছে। যেখানে তার তাওহীদ, রিসালাত ও দ্বীন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতেই তার কবরজগতের শান্তি কিংবা শাস্তির ফয়সালা হবে। হাশরের ময়দানে পুনরুত্থানের আগ পর্যন্ত কবরই তার ঠিকানা। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে কবর, কবরের বিভিন্ন অবস্থার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। সালাফগণ কবরের কথা মনে পড়লেই শিউরে উঠতেন। দিনমান কবরের প্রস্তুতিতে লেগে থাকতেন। মানুষকে কবরের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আখিরাতমুখী জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ করতেন। মৃত্যু, জানাযা ও কবর ইত্যাদির স্মরণ ও আলোচনা তাদের মধ্যে ভয়, আতঙ্ক, উদাসীনতা সৃষ্টি করত। দুনিয়াবিমুখ জীবনের প্রতি সাহস জোগাত।

বর্তমান চরম দুনিয়ামুখী জীবনের ব্যস্ততায় আমরা দ্বীনের অন্য অনেক বিষয়ের মতোই কবরের ব্যাপারেও খুব বেশি উদাসীন হয়ে পড়েছি। প্রতিদিন এত এত মৃত্যুর ঘটনা আমাদের খানিকটা ছুঁয়ে গেলেও অন্তরে তার প্রভাব খুবই ক্ষণস্থায়ী। এমন উদাসী অবেলায় মুখলিস সালাফের জবানে ও অভিজ্ঞতায় কবরের আলোচনা হয়তো আমাদের একটু নাড়া দেবে। জাগিয়ে তুলবে। গা-ঝাড়া দিয়ে আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণে রসদ জোগাবে। এই ভাবনা থেকেই সালাফের চোখে কবর বইটির সংকলন ও অনুবাদ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখানে আমরা কবর-বিষয়ক কিছু বর্ণনা পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

ইতিপূর্বে আল্লামা হাফিজ ইবনু আবিদ দুনিয়া ﵀-এর কিতাবুল কুবুরের অনুবাদ অধমের দুর্বল হাতে সমাপ্ত হয়েছে। ইবনু আবিদ দুনিয়া ﵀ সংকলিত কিতাবুল কুবুরে বেশ কিছু বর্ণনা তিনি জমা করেছেন। সেটি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। তাহকীক ও তাখরীজে সমৃদ্ধ ২৭০টিরও বেশি রিওয়ায়াতে সাজানো গ্রন্থ। কিতাবুল কুবুরের অনুবাদটি 'দারুল কালাম' প্রকাশনী হতে প্রকাশ হয়ে আসছে...।

কিন্তু এই গ্রন্থে আমরা বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় কবর ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সালাফের বাণী, অভিজ্ঞতা ও ঘটনা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বইটিতে মোট ২৪০টি বর্ণনা রয়েছে। বর্ণনাগুলোর সনদ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে বইয়ের কলেবর অনেক বেড়ে যাবে। তাই সাধারণ বর্ণনাগুলোতে তাহকীক ও তাখরীজ সংযোজন করা হয়নি। শুধু রাসুল ﷺ-এর হাদিস ও আসহাবুর রাসুলের বাণীসমূহের তাহকীক সংযোজন করা হয়েছে। পাশাপাশি কবিতার ক্ষেত্রেও শাব্দিক অনুবাদের ধারা ছেড়ে ভাবানুবাদ করা হয়েছে।

অধিকাংশ তথ্যসূত্রই মাকতাবাতুশ শামিলা থেকে নেওয়া হয়েছে। যার কারণে মূল বইয়ের সাথে তথ্যসূত্রে কিছুটা ভিন্নতা দেখা দিতে পারে।

সংকলন ও অনুবাদের ক্ষেত্রে যাবতীয় ভুলত্রুটির দায় একান্তই আমার। তাই কোনোরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি চোখে পড়লে অধমকে তা অবহিত করলে পরবর্তী সময়ে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের দুনিয়া ও আখিরাত সুন্দর করে দিন। আমীন!

আহমাদ ইউসুফ শরীফ

মাস্টারপাড়া, উত্তরখান, ঢাকা-১২৩০।
১৪ রজব ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক
২৬ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ। রোজ মঙ্গলবার।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সূচিপত্র

কুরআন ও হাদিসের আলোকে কবর । ১১
আখিরাতের প্রথম ঘাঁটি কবর । ১৩
কবরের প্রথম প্রহর । ১৪
কবর : এক অন্ধকার জগৎ । ১৭
কবর : অতি সংকীর্ণ এক ঠিকানা । ১৭
কবরের আযাব : এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা । ১৮
কাফন-দাফনের সময় সালাফের বিভিন্ন নসীহাহ । ২০
জানাযায় উপস্থিত হয়ে হাসি-তামাশা নিন্দনীয় । ২৪
জানাযায় উপস্থিত সালাফদের হালত । ২৫
জিয়ারত ও জানাযায় উপস্থিত হয়ে সালাফদের উপলব্ধি । ২৭
জানাযায় আবৃত্তি করা সালাফের কবিতা । ৩১
কবর থেকে ভেসে আসা উপদেশমালা । ৩৫
কবর হতে ভেসে আসা পঙ্‌ক্তিমালা । ৩৬
সালাফের দৃষ্টিতে কবর । ৪৩
পার্থিব জীবনের অসারতা, মৃত্যু ও কবর বিষয়ে সালাফের কবিতা । ৫৪
সালাফের দেখা কবরের আযাব । ৭৫
সালাফের দেখা কবরের বিভিন্ন অবস্থা । ৮৬
বাদশাহ যুলকারনাইন ও বিভিন্ন জাতির লোকজন । ৮৮
জন্ম হয়েছে কবরে! । ৯১
প্রাচীন কবর হতে উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন উপদেশ । ৯২
সমাধিস্তম্ভে উপদেশমূলক বাক্য লেখার অসিয়ত । ৯৯
সমাধিস্তম্ভে খোদাই করা পঙ্‌ক্তিমালা । ১০১
বিভিন্ন প্রাসাদ ও ভবনের গায়ে লিপিবদ্ধ উপদেশমালা । ১১৩
একটি পরিবারের তাওবা ও মৃত্যুর ঘটনা । ১১৬
সালাফের দৃষ্টিতে পুনরুত্থান । ১২২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কুরআন ও হাদিসের আলোকে কবর

কবর, জমিনের বুক থেকে আখিরাতের যাত্রাপথে প্রথম ঘাঁটি। মানুষের জীবনচক্র নিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿١٧﴾ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿١٩﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ﴾

মানুষ ধ্বংস হোক, সে কতই-না অকৃতজ্ঞ! তিনি (আল্লাহ) তাকে কোন বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন? শুক্রবিন্দু থেকে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সুগঠিত করেছেন। তারপর তিনি তার পথ সহজ করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন। অতঃপর যখন তিনি চাইবেন তাকে আবার জীবিত করবেন।[১]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে কবরস্থ করার ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী ﵀ লেখেন, 'এর অর্থ হলো দাফন করা।'[২]

আল্লামা ইবনুল কাসীর ﵀ বলেন, এর অর্থ হলো, 'আল্লাহ তাআলা তাকে কবরবাসী বানিয়ে দেবেন।'[৩]

কবরজগৎকে বারযাখও বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، كَلَّا، إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾

যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার রব, আমাকে আবার ফেরত পাঠান। যেন আমি সৎকাজ করতে পারি, যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম।' কখনো নয়, এটি একটি কথামাত্র, যা সে বলবে। যেদিন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে সেদিনের আগ পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ।[৪]

---

১. সুরা আবাসা, (৮০) : ১৭-২২

২. সহিহ বুখারী, জানাযা অধ্যায়। রাসুল ﷺ আবু বকর ও উমর ﵄-এর কবর-সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের ভূমিকায়।

৩. তাফসীরু ইবনি কাসীর, ৮/৩২৩। উল্লেখিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায়।

৪. সুরা মুমিনুন, (২৩) : ৯৯, ১০০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বরযখের ব্যাখ্যায় ইমাম মুজাহিদ ﵀ বলেন, বরযখ হলো দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী একটি আড়াল। মুহাম্মাদ বিন কাআব ﵀ বলেন, বরযখ হলো দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী একটি সময় ও স্থান। এখানে অবস্থানকারী ব্যক্তি দুনিয়াবাসীর মতো পানাহার করতে পারে না। আবার আখিরাতবাসীর মতো নিজ আমলের বিনিময়ও লাভ করে না। আবু সখরা ﵀ বলেন, বরযখ হলো কবরের জীবন। এটা দুনিয়ার অংশ নয়। আবার আখিরাতেরও অংশ নয়।[৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রা. বলেন,

اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ القَلِيبِ، فَقَالَ: وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَقِيلَ لَهُ: تَدْعُو أَمْوَاتًا؟ فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ، وَلَكِنْ لاَ يُجِيبُونَ

রাসূল সা. বদর প্রান্তরে নিহত মুশরিকদের দাফন করা গর্তের দিকে ঝুঁকে বললেন, وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা ঠিকমতো পেয়েছ তো?[৬] এ সময় তাকে বলা হলো, আপনি মৃতদের ডাকছেন? তিনি বললেন, 'তোমরা তাদের চেয়ে বেশি শোনো না। তবে তারা কথার জবাব দিতে পারে না।'[৭]

আসমা বিনতু আবু বকর রা. বলেন,

قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ القَبْرِ الَّتِي يُفْتَتَنُ فِيهَا المَرْءُ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ المُسْلِمُونَ ضَجَّةً

রাসূল সা. একবার দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। খুতবায় তিনি কবরের মধ্যে মানুষ যে ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। তার আলোচনায় মুসলমানগণ ভয়ে-আতঙ্কে আর্তনাদ শুরু করেন।[৮]

---

৫. তাফসীর ইবনি কাসীর, ৫/৪৩০। উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায়।
৬. সুরা আ'রাফ, (৭) : ৪৪
৭. সহিহ বুখারী, ১৩৭০, জানাযা অধ্যায়।
৮. সহিহ বুখারী, ১৩৭৩, জানাযা অধ্যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরেক বর্ণনায় আসমা বিনতু আবু বকর রা. বলেন,

قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ الَّتِي يُفْتَنُ بِهَا الْمَرْءُ فِي قَبْرِهِ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَفْهَمَ كَلَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَكَنَتْ ضَجَّتُهُمْ قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبٍ مِنِّي: أَيْ بَارَكَ اللهُ لَكَ، مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ قَوْلِهِ؟ قَالَ: قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

একবার রাসুলুল্লাহ সা. কবরে লোকজন যে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে দাঁড়িয়ে তার উল্লেখ করতে থাকলে মুসলমানগণ এমন উঁচু স্বরে কাঁদতে লাগলেন যে, তাদের আওয়াজ আমার জন্য রাসুলুল্লাহ সা. এর কথা শোনার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। যখন কান্নাকাটি থেমে গেল তখন আমি আমার নিকটবর্তী এক ব্যক্তিকে বললাম, আল্লাহ তা'আলা আপনার মাঝে বরকত করুন, রাসুলুল্লাহ সা. তার কথার শেষে কী বলেছিলেন? তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, আমার নিকট ওহী এসেছে যে, তোমরা দাজ্জালের ফিতনার ন্যায় কবরে ফিতনার সম্মুখীন হবে।[৯]

আখিরাতের প্রথম ঘাঁটি কবর

উসমান ﵁-এর আযাদকৃত গোলাম হানী ﵀ বলেন,

كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى، حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلا تَبْكِي، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْقَبْرُ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ . قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ

উসমান ﵁ যখন কোনো কবরের নিকট দাঁড়াতেন, কাঁদতে কাঁদতে দাড়ি ভিজে যেত। একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ হলে আপনি এত কাঁদেন না। অথচ এখানে (কবরস্থানে) এভাবে কাঁদছেন?

৯. সুনানু নাসাঈ, ২০৬২, জানাযা অধ্যায়। সনদ সহিহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উত্তরে তিনি বললেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, আখিরাতের ঘাঁটিসমূহের মধ্যে কবর হলো প্রথম ঘাঁটি। কেউ যদি এ ঘাঁটিতে মুক্তি পেয়ে যায়, তাহলে পরের ঘাঁটিসমূহ অতিক্রম করা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এ ঘাঁটিতে মুক্তি লাভ করতে পারল না, তার জন্য পরবর্তী ঘাঁটিসমূহ আরও কঠিন হয়ে পড়বে। অতঃপর তিনি বলেন, রাসুল ﷺ এটাও বলেছেন যে, কবরের চেয়ে ভয়ংকর কোনো জায়গা আমি কক্ষনো দেখিনি।[১০]

কবরের প্রথম প্রহর

দুজন ফিরিশতা, তিনটি প্রশ্ন। মুমিন ও কাফিরের অবস্থা হবে ভিন্ন।

বারা বিন আযিব ﷺ বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرُ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا - زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ هَا هُنَا - وَقَالَ : وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ : يَا هَذَا مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ. قَالَ هَنَّادٌ قَالَ : وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ : رَبِّيَ اللهُ . فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَا دِينُكَ فَيَقُولُ : دِينِي الإِسْلاَمُ . فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ قَالَ فَيَقُولُ : هُوَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم . فَيَقُولاَنِ : وَمَا يُدْرِيكَ فَيَقُولُ : قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ. زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ : فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ { يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا } . الآيَةَ . ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَ : فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ . قَالَ : فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا . قَالَ : وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ. قَالَ : وَإِنَّ الْكَافِرَ . فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ : وَتُعَادُ رُوحُهُ

১০. মুসনাদু আহমাদ, ৪৫৪। সনদ সহিহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولاَنِ : مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ : هَاهْ هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِي . فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَا دِينُكَ فَيَقُولُ : هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِي . فَيَقُولاَنِ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ : هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِي . فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ . قَالَ : فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا. قَالَ : وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلاَعُهُ . زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ : ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَمُ مَعَهُ مِرْزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ، لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا . قَالَ : فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا .

আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আনসার গোত্রের এক ব্যক্তির জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য রওনা হয়ে কবরের নিকট গেলাম। কিন্তু তখনো কবর খনন শেষ হয়নি। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ বসলেন এবং আমরাও তাঁর চারিদিকে নীরবে তাঁকে ঘিরে বসে পড়লাম, যেন আমাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। তখন তাঁর হাতে ছিল একটি লাঠি, তা দিয়ে তিনি মাটিতে আঁচড় কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা তুলে দুই বা তিনবার বললেন, তোমরা আল্লাহর নিকট কবরের আযাব হতে আশ্রয় চাও। বর্ণনাকারী জারীর ﷺ বলেন, তিনি আরও উল্লেখ করেন, রাসুল ﷺ বলেন, মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায় যখন তারা ফিরে যেতে থাকে, আর তখনই তাকে বলা হয়, হে অমুক, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী এবং তোমার নবী ﷺ কে? হান্নাদ ﷺ বলেন, তিনি ﷺ বলেছেন, অতঃপর তার নিকট দুজন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে উভয়ে প্রশ্ন করে, তোমার রব কে? তখন সে বলে, আমার রব আল্লাহ। তাঁরা উভয়ে তাকে প্রশ্ন করে, তোমার দ্বীন কী? সে বলে, আমার দ্বীন হলো ইসলাম। তারা প্রশ্ন করে, এ লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? তিনি বলেন, সে বলে, তিনি আল্লাহর রাসুল ﷺ। তারপর তারা উভয়ে আবার বলে, তুমি কীভাবে জানতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং সত্য বলে স্বীকার করেছি। জারীর বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, এটাই হলো আল্লাহর এ বাণীর অর্থ : "যারা এ শাশ্বত বাণীতে ঈমান এনেছে, তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।" (সুরা ইবরাহীম : ১১:২৭)। এরপর বর্ণনাকারী জারীর ও হান্নাদ উভয়ে একইরূপ বর্ণনা করেন। নবী ﷺ বলেছেন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অতঃপর আকাশ হতে একজন ঘোষক ঘোষণা করেন, আমার বান্দা যথাযথ বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। এ ছাড়া তার জন্য জান্নাতের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। তিনি ﷺ বলেন, সুতরাং তার দিকে জান্নাতের হাওয়া ও তার সুগন্ধী বইতে থাকে। তিনি আরও বলেন, ওই দরজা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করা হয়। অতঃপর নবী ﷺ কাফিরদের মৃত্যু প্রসঙ্গে বলেন, তার রূহকে তার শরীরে ফিরিয়ে আনা হয় এবং দুজন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করে, তোমার রব কে? সে উত্তর দেয়, হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর তারা প্রশ্ন করেন, তোমার দ্বীন কী? সে বলে, হায়! আমি কিছুই জানি না। তারা প্রশ্ন করে, এ লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে, হায়! আমি তো জানি না। তখন আকাশের দিক হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের একটি বিছানা এনে বিছিয়ে দাও এবং তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও, আর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। তিনি বলেন, অতঃপর তার দিকে জাহান্নামের উত্তপ্ত বাতাস আসতে থাকে। এ ছাড়া তার জন্য তার কবরকে সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়, ফলে তার এক দিকের পাঁজর অপর দিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যায়। বর্ণনাকারী জারীর বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, তিনি ﷺ বলেন, অতঃপর তার জন্য এক অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়, যার সঙ্গে একটি লোহার হাতুড়ি থাকবে, যদি এ দ্বারা পাহাড়কে আঘাত করা হয় তাহলে তা ধুলায় পরিণত হয়ে যাবে। নবী ﷺ বলেন, তারপর সে তাকে হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করতে থাকে, এতে সে বিকট শব্দে চিৎকার করতে থাকে যা মানুষ ও জিন ছাড়া পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সকল সৃষ্ট জীবই শুনতে পায়। আঘাতের ফলে সে মাটিতে মিশে যায়। তিনি বলেন, অতঃপর (শাস্তি অব্যাহত রাখার জন্য) পুনরায় তাতে রূহ ফেরত দেওয়া হয়।[১১]

১১. সুনানু আবি দাউদ, ৪৭৫৩। সুন্নাহ অধ্যায়। সনদ সহিহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কবর : এক অন্ধকার জগৎ

আবু হুরায়রা ﵁ বলেন,

أَنَّ امْرَأَةً، سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ - أَوْ شَابًّا - فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عَنْهَا - أَوْ عَنْهُ - فَقَالُوا مَاتَ . قَالَ : أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي . قَالَ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا - أَوْ أَمْرَهُ - فَقَالَ : دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ . فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ.

একটি কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা অথবা যুবক মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দিত। রাসুল ﷺ কিছুদিন তাকে না দেখে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ বললেন, সে তো মারা গেছে। রাসুল ﷺ বললেন, তোমরা আমাকে খবর দিলে না কেন? বর্ণনাকারী বলেন, খুব সম্ভব তারা বিষয়টিকে গুরুত্বহীন মনে করেছিলেন। রাসুল ﷺ বললেন, আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। তারা তাঁকে কবর দেখিয়ে দিলে তিনি কবরের ওপর জানাযার নামায আদায় করলেন। অতঃপর তিনি ﷺ বললেন, এই কবর অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। আমার জানাযার নামাযের দরুন আল্লাহ আযযা ওয়া যাল্লা তা আলোকিত করে দেন।[১২]

কবর : অতি সংকীর্ণ এক ঠিকানা

জাবির বিন আবদুল্লাহ আনসারি ﵁ বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِينَ تُوُفِّيَ، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَسُوِّيَ عَلَيْهِ، سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَبَّحْنَا طَوِيلًا، ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرْنَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ سَبَّحْتَ؟ ثُمَّ كَبَّرْتَ؟ قَالَ: لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَرَّجَهُ اللهُ عَنْهُ.

---

১২. সহিহ মুসলিম, ৯৫৬। জানাযা অধ্যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাদ ইবনু মুআয ﵁ যখন ইন্তিকাল করেন, তখন আমরা রাসুল ﷺ-এর সাথে তাঁর জানাযায় হাজির হলাম। জানাযার নামায আদায় করে তাকে যখন কবরে রাখা হলো ও মাটি সমান করে দেওয়া হলো, তখন রাসুল ﷺ সেখানে (দীর্ঘক্ষণ) তাসবীহ পাঠ করলেন। আমরাও তাঁর সাথে অনেক সময় তাসবীহ পড়লাম। তারপর রাসুল ﷺ তাকবীর বললেন। আমরাও (তাঁর সাথে) তাকবীর বললাম। অতঃপর রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কেন এভাবে তাসবীহ পড়লেন ও তাকবীর বললেন? তিনি বললেন, এ নেক ব্যক্তির কবর খুব সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল (তাই আমি তাসবীহ ও তাকবীর পড়লাম)। এতে আল্লাহ তাআলা তার কবরকে প্রশস্ত করে দিলেন।[১৩]

কবরের আযাব : এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾

আর আপনি যদি দেখতেন, যখন যালিমরা মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর থাকবে আর ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের করে দাও, আজ তোমাদের অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে।[১৪]

এর ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী ﵀ মৃত্যুর পর পর শাস্তির ঘোষণাকে কবরের আযাব বলে উল্লেখ করেছেন।

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾

অচিরেই তাদের আমি দুইবার (বারবার) শাস্তি দেব। পরে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে মহা শাস্তির দিকে।[১৫]

---

১৩. মুসনাদু আহমাদ, ১৪৮৭৩। সনদ হাসান।
১৪. সুরা আনআম, (৬) : ৯৩।
১৫. সুরা তাওবা, (৯) : ১০১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখানে দুইবার শাস্তির ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী ﵀ বলেন, প্রথম বার হলো কবরের আযাব।[১৬]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

আর নিকৃষ্ট (কঠিন) শাস্তি ফেরআউন গোষ্ঠীকে ঘিরে ফেলল, সকাল সন্ধ্যায় তাদের উপস্থিত করা হয় জাহান্নামের সামনে, আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে (সেদিন বলা হবে) ফেরআউন গোষ্ঠীকে কঠিন শাস্তিতে প্রবিষ্ট করো।[১৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল কাসির ﵀ বলেন, এই আয়াতটি আলমে বরযখ তথা কবরজগতে শাস্তির প্রমাণ বহন করে।[১৮]

আম্মাজান আয়িশা ﵂ হতে বর্ণিত,

أَنَّ يَهُودِيَّةً، دَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ، فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ : نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ. قَالَتْ عَائِشَةُ ـ رضى الله عنها ـ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ صَلَّى صَلاَةً إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. زَادَ غُنْدَرٌ، عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ.

এক ইয়াহুদী স্ত্রীলোক আয়িশা ﵂-এর কাছে এসে কবরের আযাব সম্পর্কে আলোচনা করে তাঁকে (দুআ করে) বলল, আল্লাহ আপনাকে কবরের আযাব হতে রক্ষা করুন! পরে আয়িশা ﵂ কবরের আযাব সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, হাঁ, কবরের আযাব (সত্য)। আয়িশা ﵂ বলেন, এরপর থেকে নবী ﷺ-কে এমন কোনো সালাত আদায় করতে দেখিনি, যাতে তিনি কবরের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেননি।

---

১৬. সহিহ বুখারী, জানাযা অধ্যায়। কবরের আযাব-সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের ভূমিকা।

১৭. সুরা মুমিন/গাফির, (৪০) : ৪৫, ৪৬

১৮. তাফসীরু ইবনি কাসীর, ৭/১৩৩। উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই হাদিসের বর্ণনায় গুনদার ﷺ অধিক উল্লেখ করেছেন যে, 'কবরের আযাব একেবারে বাস্তব।'[১৯]

কাফন-দাফনের সময় সালাফের বিভিন্ন নসীহাহ

১. উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ বর্ণনা করেন। রাসুল ﷺ বলেছেন,

مَا مِن ميِّتٍ يُوضَعُ على سَرِيرِهِ فيُخطى به ثلاثَ خُطًى إلَّا تَكلَّمَ بكلامٍ يسمَعُه مَن شاءَ اللهُ إلا الثَّقلَينِ الجنَّ والإنسَ، يقولُ: يا إخْوتاهُ، ويا حَمَلةَ نَعْشَاهُ، لا تَغُرَّنَّكمُ الدُّنيا كما غَرَّتْنِي، ولا يَلعَبَنَّ بكمُ الزَّمانُ كما لعِبَ بِي، خَلَفْتُ مَا تَرَكْتُ لِوَرَثَتِي وَالدَّيَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحَاسِبِي وَأَنْتُمْ تُشَيِّعُونِي وَتَوَدَّعُونِي

মৃত ব্যক্তিকে খাটিয়াতে রেখে তিন কদম যাওয়ার আগেই মৃত ব্যক্তি এমন ভাষায় কিছু কথা বলে, যা মানুষ ও জীন ব্যতীত আল্লাহ তাআলা যাকে শোনাতে চান সে শোনে। মৃত ব্যক্তি বলে, হে আমার ভাইয়েরা, আমাকে বহনকারী বন্ধুগণ, সাবধান! দুনিয়া আমাকে যেমন ধোঁকায় ফেলেছিল। তোমাদের যেন তেমন ধোঁকা দিতে না পারে। সময় আমাকে নিয়ে যে খেলা খেলেছে। তা যেন তোমাদের সাথে না খেলে। আমি যা অর্জন করেছি, আজ তা উত্তরাধিকারীদের হাতে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কিয়ামতের দিন হিসাবের দায়ভার আমাকেই নিতে হবে। তোমরা তো সামান্য সময়ের জন্য পেছনে চলে বিদায় দিতে আসছ![২০]

২. আবু হুরায়রা ﷺ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে তার সম্মুখ দিয়ে দিনের আলোয় কোনো জানাযা অতিবাহিত হলে তিনি বলতেন, তুমি দিনের আলোয় যাও, আমরা রাতে আসছি। আর রাতে গেলে বলতেন, তুমি রাতে যাও, আমরা দিনে আসছি।[২১]

১৯. সহিহ বুখারী, ১৩৭২। জানাযা অধ্যায়।
২০. মুসনাদু ফারুক, ১/২৩৫। সনদ মুনকাতি। তবে সমার্থক বর্ণনা পাওয়া যায়।
২১. মুসান্নাফু আবদুর রাজ্জাক, ৩/৫৪৯। বর্ণনা নং ৬৬৬১। তা ছাড়া আবু দারদা ﷺ-এর ব্যাপারেও এ রকম বর্ণনা রয়েছে। উয়ুনুল আখবার, ২/৩৩১। সনদ মুরসাল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩. তাবিঈ আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ আল-হানী ﵀ বলেন, একবার আমি সাহাবী আবু উমামা বাহিলী ﵁ এর সাথে জানাযার সালাত আদায় করি। দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি বললেন, পুনরুত্থানের আগ পর্যন্ত এটাই আলমে বরযখ (কবরজগৎ)।[২২]

৪. আলী বিন যুফার আস সাআদী ﵀ বর্ণনা করেন। সাহাবী আহনাফ বিন কাইস ﵁ এর সামনে দিয়ে একটি জানাযা গেল। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যিনি এমন দিনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।[২৩]

৫. মালিক বিন দীনার ﵀ বলেন। আমরা হাসান বসরী ﵀-এর সাথে এক জানাযায় শরীক ছিলাম। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন একজন আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করছে, কার জানাযা হচ্ছে? হাসান ﵀ বললেন, "আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। এই লাশটি হলাম আমি আর তুমি।

তোমরা পূর্ববর্তীদের আলোচনা নিয়ে পড়ে আছ। আর এভাবেই আমাদের পরবর্তী লোকজন পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত হবে (অন্যের আলোচনা করতে করতে মৃত্যু চলে আসবে)।"[২৪]

৬. কিতরি আল খাশশাব ﵀ বলেন, আমরা এক জানাযায় অংশগ্রহণ করলাম। সেখানে ইমাম শাবী ﵀-সহ কুফার গণ্যমান্য লোকজনও উপস্থিত ছিলেন। লাশ দাফনের পর ইমাম শাবী ﵀ বললেন, 'মৃত্যু হলো বান্দার পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তি।' তার কথায় উপস্থিত সকলে কান্নায় ভেঙে পড়ল।[২৫]

৭. সাওয়াদাহ বিন আবুল আসাদ ﵀ বলেন, আমার পিতা আবুল আসাদ ﵀-এর সম্মুখ দিয়ে কোনো জানাযা অতিক্রম করলে তিনি বলতেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হায়! এ দৃশ্য দেখে আমি যেন একেবারে নিঃস্ব সর্বহারা হয়ে গেলাম।[২৬]

---

২২. আহওয়ালুল কুবুর, ৬।
২৩. তারীখু দিমাশক, ২৪/৩২৬।
২৪. হায়াতুস সালাফি বাইনাল কওলি ওয়াল আমাল, ১/৬৯৯।
২৫. ফসলুল খুত্তাব, ২/২০০।
২৬. আয যুহদু লি আহমাদ বিন হাম্বল, ২১৮। বর্ণনা : ১৫২৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৮. দাউদ ইবনুল মুহাব্বার ﵀ বলেন, আমার পিতা মুহাব্বার বিন কাহযাম বিন সুলাইমান ﵀ বলেছেন, একবার আমরা একটি জানাযার খাটিয়া বহন করে রবী বিন বাররা ﵀-এর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আমাদের দেখে তিনি বললেন, এই অপরিচিত লোকটি কে?

আমরা বললাম, সে তো আমাদের অপরিচিত নয়; বরং খুব কাছের এবং আপন একজন মানুষ।

জবাব শুনে তিনি বললেন, জীবিত ব্যক্তিদের জন্য মৃত ব্যক্তির চেয়ে অচেনা অপরিচিত আর কে হতে পারে?

এ কথা বলেই তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। আল্লাহর শপথ! তার এই কথায় উপস্থিত সকলেই ডুকরে কেঁদে উঠল।[২৭]

৯. হাতিম বিন সুলাইমান তাঈ ﵀ বলেন, আমি আবদুল ওয়াহিদ বিন যায়িদ ﵀-এর সাথে হাওশাব ﵀-এর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি বললেন, হে আবু বিশর, আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহম করুন। এই দিনটির ব্যাপারে আপনি সদা সতর্ক ছিলেন। আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহম করুন। মৃত্যুর ব্যাপারে আপনি ছিলেন সদা শঙ্কিত। আল্লাহর শপথ! যদি সম্ভব হতো তাহলে আপনার মৃত্যুর পর আমার পা-দুটো আমাকে আর বয়ে বেড়াত না (সব ছেড়ে আমলে মশগুল হয়ে পড়তাম)।

বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা বলেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।[২৮]

১০. মুনকাদির বিন মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির ﵀ বলেন। আমরা সাফওয়ান বিন সুলাইম ﵀-এর সাথে এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। সেখানে আমার পিতা এবং ইমাম আবু হাযিম ﵀-ও উপস্থিত ছিলেন। লোকজন মৃত ব্যক্তিকে বিশিষ্ট একজন আবিদ বলে মন্তব্য করল। জানাযার পর সাফওয়ান ﵀ বললেন, এবার তার আমল করার সুযোগ শেষ। এখন থেকে সে জমিনবাসীর দুআর মুখাপেক্ষী। আল্লাহর শপথ! এ কথা শুনে উপস্থিত সবাই কাঁদতে শুরু করল।[২৯]

---

২৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ৬/২৯৭।

২৮. তারীখু দিমাশক, ৩৭/২২৫।

২৯. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/৬৬। সাফওয়ান বিন সুলাইম ﵀-এর জীবনীতে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১১. সাহল বিন আসলাম আদাওয়ি ﵀ বলেন। প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন যে, মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ বিন শিখখির ﵀ এক জানাযায় শরীক ছিলেন। দাফন শেষে যখন সুন্নাত অনুযায়ী কবরের মাটি সমান করে দেওয়া হলো, তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! এবার তার ইহকালীন যাত্রার ইতি ঘটল।[৩০]

১২. মুহাম্মাদ বিন খালফ ﵀ বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ বিন আলা তাইমী ﵀ উকবাহ বাযযার ﵀-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,"আমি একজন বেদুইনকে দেখলাম, সে একটি জানাযা দেখতেই এগিয়ে এসে বলল,"আহলান সাহলান! স্বাগতম!" আমি বললাম, "কী কারণে স্বাগত জানাচ্ছ?" লোকটি বলল, "এমন ব্যক্তিকে কেন স্বাগত জানাব না, যাকে এমন প্রতিবেশীর কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যার অনুগ্রহ প্রতিনিয়ত বর্ষিত হচ্ছে। যিনি সুমহান ক্ষমাশীল!"

তার কথায় আমার মনে হলো আমি যেন ব্যাপারটা তখনই জানতে পারলাম।[৩১]

১৩. মুহাম্মাদ বিন উআইনাহ ﵀ বলেন, আমি এক ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। সেখানে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কবরের মাটি সমান করে দেওয়ার পর তিনি বললেন, "হে অমুক, আজ তুমি সব দায় থেকে মুক্ত হলে, আর তোমাকেও মুক্ত করা হলো। আমরা তোমাকে রেখে ফিরে যাচ্ছি। অবশ্য আমরা তোমার পাশে থাকলেও তোমার কোনো লাভ হবে না। অতঃপর কবরের দিকে ফিরে আরও বললেন, হে কবরবাসী, তোমরা আজ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে আছ। অথচ বিষয়টি আমাদের কারওই নজর কাড়েনি।[৩২]

১৪. আবু বকর ইবনু আবিদ দুনিয়া ﵀ বলেন, এক জানাযায় আমি এক টুকরো কাগজ পেলাম, যাতে লেখা ছিল,

তোমরা তোমাদের ধ্যান-জ্ঞান সব দুনিয়ার জন্য ব্যয় করেছ। আর অত্যাসন্ন মৃত্যুকে বেমালুম ভুলে গেছ! আল্লাহর শপথ! অচিরেই এক আঁধার ছেয়ে আসা দিনে মৃত্যু তোমাদের জাপটে ধরবে। সেদিন তোমরা সমস্ত নিআমতের স্বাদ ভুলে যাবে আর চরম অপদস্থ হবে। কিন্তু সেদিনের অপমান তোমাদের কোনো উপকারে

---

৩০. তারীখু দিমাশক, ৫৮/৩৩৩।

৩১. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৭।

৩২. আল ইতিবারু ওয়া সিলওয়াতুল আরিফীন, ১/২৭২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আসবে না। সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!! আচমকা মৃত্যু চলে আসার আগে, পচে-গলে মিটে যাওয়া লোকজনের প্রতিবেশী হওয়ার আগে সতর্ক হও।[৩৩]

জানাযায় উপস্থিত হয়ে হাসি-তামাশা নিন্দনীয়

১. কাতাদাহ ﵀ বলেন, আমাদের নিকট খবর পৌঁছেছে যে, আবু দারদা ﵁ এক ব্যক্তিকে জানাযায় উপস্থিত হয়ে হাসতে দেখেন। তিনি তাকে বললেন, মৃত ব্যক্তির করুণ অবস্থা কি তোমার চোখে পড়ছে না? তারপরেও হাসছ কেন?[৩৪]

২. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার জনৈক ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত হয়ে একজনকে তিনি হাসতে দেখলেন। তাকে বললেন, 'জানাযায় উপস্থিত হয়েও তুমি হাসছ? আল্লাহর শপথ! আমি আর কখনোই তোমার সাথে কথা বলব না।'[৩৫]

৩. সাবিত বুনানী ﵀ বলেন, আমরা যখন কোনো জানাযায় অংশগ্রহণ করতাম তখন সকলের চেহারায় কাঁদোকাঁদো ভাব বা গভীর বিষাদের ছাপ দেখতে পেতাম। অথচ বর্তমানে তুমি যদি কোনো জানাযার দিকে তাকাও। দেখবে কারও-না-কারও ঠোঁটের কোণে হাসি লেগে আছে![৩৬]

৪. হাসান বসরী ﵀-এর সন্তানদের একজন বলেন, আমরা হাসান বসরী ﵀-এর সাথে এক জানাযায় শরীক হলাম। তিনি এক লোককে পাশের বন্ধুর সাথে হাসিমুখে কথা বলতে দেখলেন। এ অবস্থা দেখে তিনি বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ! এটা কি হেসে কাটানোর সময়?

তিনি আরও বলেন, মৃত ব্যক্তির পাশে উঁচু স্বরে কথা না বলে স্বর নামিয়ে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।[৩৭]

---

৩৩. হায়াতুস সালাফি বাইনাল কওলি ওয়াল আমাল, ১/৭০১।

৩৪. ফসলুল খুত্তাব, ২/২০০। সনদ মুরসাল। কাতাদা ﵀ আবু দারদা ﵁ হতে সরাসরি এই কথা শোনেননি।

৩৫. ফসলুল খুত্তাব, ২/২০০। সনদ দুর্বল।

৩৬. শু'আবুল ইমান লিল বাইহাকী, ১১/৪৬০। বর্ণনা নং ৮৮৩৪। সনদ মাকবুল।

৩৭. হায়াতুস সালাফি বাইনাল কওলি ওয়াল আমাল, ১/৭০৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৫. আইয়ুব সখতিয়ানী ﵀ বর্ণনা করেন, কোনো এক জানাযায় কথার আওয়াজ শুনতে পেয়ে আবু কিলাবা ﵀ বলেন, তারা পিনপতন নীরবতা বজায় রেখে মৃতদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন।[৩৮]

জানাযায় উপস্থিত সালাফদের হালত

১. আওন বিন আবদুল্লাহ ﵀ বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي جَنَازَةٍ عَلَتْهُ الْكَآبَةُ وَأَكْثَرَ حَدِيثُ النَّفْسِ وَأَقَلَّ الْكَلَامَ

রাসুল ﷺ যখন কোনো জানাযায় শরীক হতেন। তখন তিনি বিমর্ষচিত্ত হয়ে পড়তেন। বেশিরভাগ সময় আনমনে কথা বলতেন। অন্যের সাথে খুব কম কথা বলতেন।[৩৯]

২. ইবরাহীম নাখাঈ ﵀ বলেন, তাদের মধ্যে যখন কারও জানাযা পড়া হতো। উপস্থিত সকলের চেহারায় তিন দিন পর্যন্ত জানাযা ও মৃত্যুর স্পষ্ট ছাপ লক্ষ করা যেত।[৪০]

৩. হাসান বিন সালিহ ﵀ বলেন। আমি ইমাম আমাশ ﵀-কে বলতে শুনেছি, আমরা যখন কোনো জানাযায় অংশগ্রহণ করতাম তখন পুরো গোত্রে এমন কাউকে দেখতাম না, যার চেহারায় গভীর বিষাদের ছাপ নেই।[৪১]

৫. আমির বিন ইয়াসাফ ﵀ বলেন। ইয়াহইয়া বিন আবু কাসীর ﵀ যেদিন কোনো জানাযায় শরীক হতেন সেদিন রাতে তিনি ঘুমাতেন না। কবরের চিন্তায় সেদিন তিনি পরিবারের কারও সাথে কথাও বলতেন না।[৪২]

৬. আতা আযরাক ﵀ বলেন। মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﵀ একবার এক জানাযায়

---

৩৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ২/২৮৫।
৩৯. আল মারাসিল লি আবি দাউদ, ৪৩০। মুরসাল হাদিস। বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য।
৪০. মুসান্নাফু আবদির রাযযাক, ৩/৪৫৩। বর্ণনা নং ৬২৮৩। সনদ সহিহ।
৪১. মুসান্নাফু ইবনি আবী শাইবা, ৭/২৪১। বর্ণনা নং ৩৫৬৯০। সনদ সহিহ।
৪২. হায়াতুস সালাফি বাইনাল কওলি ওয়াল আমাল, ১/৭০৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শরীক হলেন। দাফন সম্পন্ন করে তিনি যখন ঘরে ফিরলেন তার সামনে মধ্যাহ্ন ভোজ পরিবেশন করা হলো। তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। বললেন, আজকের দিনটি আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটি দিন। এই বলে তিনি খানা খেতে অসম্মতি জানালেন।[৪৩]

৭. সালাম বিন আবু মুতী ﵀ বলেন। আমি কাতাদা ﵀-এর সাথে এক জানাযায় শরীক হলাম। দাফন শেষ করে ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি কোন কথা বলেননি। হারিরী ﵀-এর সাথে এক জানাযায় শরীক হলাম। তিনি লোকজন থেকে আলাদা হওয়ার আগ পর্যন্ত অনবরত চোখের পানি ফেলেছেন। আরেকবার মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﵀-এর সাথে এক জানাযায় গেলাম। তিনি তার দরজায় হাত রেখে মাথা ঢেকে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। একটুও নড়াচড়া করলেন না। একসময় লোকজন চলে গেলেও তিনি তা টের পেলেন না। আমি তার কাছে গেলাম। এবার তিনি এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলেন, কেউ নেই। অতঃপর কবরের সামনে গেলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে কিছু বললেন এবং চলে গেলেন।[৪৪]

৮. সালিহ মুররি ﵀ বলেন, হাসসান বিন আবু সিনান ﵀-এর কোনো প্রতিবেশী মারা গেলে মৃত ব্যক্তির ঘরের মতো তার ঘর হতেও শোক ও কান্নার আওয়াজ পাওয়া যেত। তিনি যখন জানাযায় শরীক হতেন, সেখান হতে ফিরে সে রাতে আর খাওয়া-দাওয়া করতেন না। আমি তার ছেলে ও ঘরের অন্যদের দেখেছি, প্রতিবেশীর মৃত্যুতেও কিছুদিনের জন্য তাদের মাঝে বাকহীন নীরবতা ও বিধ্বস্ত ভাব দেখা যেত।[৪৫]

৯. আবদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া বিন আবু কাছীর ﵀ যেদিন কোনো জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন সেদিন রাতের খাবার খেতেন না। অত্যধিক দুশ্চিন্তার দরুন পরিবারের কারও সাথে কথাও বলতেন না।[৪৬]

১০. ইমাম আমাশ ﵀ বলেন, আমি একদল লোকের সাক্ষাৎ লাভ করেছি, তাদের মাঝে কারও জানাযা উপস্থিত হলে তারা সেখানে জড়ো হয়। নির্বাক বসে

---

৪৩. তারীখু দিমাশক, ৫৬/১৭০।

৪৪. হায়াতুস সালাফি বাইনাল কওলি ওয়াল আমাল, ১/৭০৭। সনদ সহিহ।

৪৫. হায়াতুস সালাফি বাইনাল কওলি ওয়াল আমাল, ১/৭০৮।

৪৬. হায়াতুস সালাফি বাইনাল কওলি ওয়াল আমাল, ১/৭০৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রয়। কোনো রকম ফিসফাস করে না। মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয়, আমি তাদের প্রত্যেকের অন্তরে মৃত ব্যক্তির প্রতি এমন ভালোবাসা দেখতে পেয়েছি, যেন সে তাদের জন্মদাতা পিতা, সহোদর ভাই কিংবা ঔরসজাত সন্তান।[৪৭]

১১. সুওয়াইদ বিন আমর কালবী ﵀ বর্ণনা করেন, রবী বিন আবু রাশিদ ﵀-এর প্রতিবেশীদের কেউ মারা গেলে তার অবস্থা এমন হতো যে কিছুদিনের জন্য পরিবারের লোকজনও তাকে চিনতে পারত না।[৪৮]

১২. আবাহ বিন কুলাইব লাইসী ﵀ বর্ণনা করেন। মারছাদ বিন আমির হানাঈ ﵀ বলেন, জাবির বিন যায়িদ ﵀ তার মহল্লার জনৈক ব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণ করলেন। জানাযার নামাযের পর লোকেরা তাকে বলল, হে আবু শাসা, আপনি যদি তার কবরে নামতেন খুব ভালো হতো। তিনি লাশ নামানোর জন্য কবরে নামলেন। মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামিয়ে কবর হতে ওঠার আগেই তিনি মূর্ছা যান। লোকজন তাকে অচেতন অবস্থায় কবর হতে উঠিয়ে আনে।[৪৯]

১৩. সালিহ আল মুররি ﵀ বলেন, আমি বসরায় যুবক ও বৃদ্ধদের একটি দলকে দেখেছি। যারা একটি জানাযা ও দাফন শেষ করে ফিরছিল। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন এইমাত্র কবর হতে তাদের পুনরুত্থান ঘটেছে! আল্লাহর শপথ! পরবর্তী কিছুদিনও তাদের চেহারার সেই বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে চেনা যেত।[৫০]

জিয়ারত ও জানাযায় উপস্থিত হয়ে সালাফদের উপলব্ধি

১. আবদুল্লাহ বিন তালহা বিন মুহাম্মাদ আত-তাইমী ﵀ বলেন, একবার এক জানাযায় অংশ নেওয়ার সুবাদে সাঈদ ইবনুস সাইব আত-তইফী ﵀-কে বলতে শুনি, আল্লাহর শপথ! মৃত্যু মানুষের জন্য পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দের কিছু বয়ে আনে না। আল্লাহর শপথ! মৃত্যু সুপ্রশস্ত নিআমতের অধিকারী মুমিনের জন্য সংকুচিত হয়ে আসা দুনিয়াকে আরও সংকীর্ণ করে দেয়। আর তারা প্রফুল্লচিত্তে এই দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান করে যায়।

---

৪৭. হায়াতুস সালাফি বাইনাল কওলি ওয়াল আমাল, ১/৭০৭।
৪৮. হায়াতুস সালাফি বাইনাল কওলি ওয়াল আমাল, ১/৭০৮।
৪৯. হায়াতুস সালাফি বাইনাল কওলি ওয়াল আমাল, ১/৭০৯।
৫০. ফসলুল খুত্তাব, ২/২০০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ কথা বলে তিনি অশ্রুভরা নয়নে উঠে দাঁড়ালেন।[৫১]

২. সালমান বিন সালিহ ﵀ বলেন, একদিন হাসান বসরী ﵀-কে কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। সন্ধ্যায় যখন তার দেখা মিলল, সবাই জানতে চাইলেন, 'আপনি সারাদিন কোথায় ছিলেন?'

তিনি বললেন, এমন কিছু ভাইয়ের সান্নিধ্যে ছিলাম, যাদের আমি ভুলে গেলেও তারা আমায় স্মরণ রাখে। আমি তাদের দোষচর্চা করলেও তারা আমার নিন্দা করে বেড়ায় না।

এ কথা শুনে সবাই বলে উঠল, এরাই তো আমাদের আসল ভাই। হে আবু সাঈদ, আল্লাহর দোহাই! ব্যাপারটা একটু খোলাসা করুন। তারা কারা?

তিনি বললেন, তারা হলো কবরবাসী।'[৫২]

৩. মালিক বিন দীনার ﵀ বলেন, একবার আমি এবং হাসসান বিন আবি সিনান ﵀ এর সাথে কবর জিয়ারত করতে গেলাম। সেখানে গিয়ে তিনি কী যেনো ভাবলেন! অতঃপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে মালিক, মানুষের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতাগণ সমস্ত জীবিত ব্যক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। মানুষ যখন তার শিয়রে মালাকুল মাওতকে দেখতে পাবে, তখন সে ভয়ে-আতঙ্কে মুষড়ে পড়বে।' তাঁর মুখে এ কথা শুনে মালিক বিন দীনার ﵀ নিজের মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, আফসোস সেদিনের জন্য! হায় আফসোস সেদিনের জন্য![৫৩]

৪. আবু আসিম আল-হানাতী ﵀ বলেন, একবার আমি মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﵀ এর সাথে পথ চলছিলাম। পথিমধ্যে আমরা একটি কবরস্থানে এসে পৌঁছলাম। কবরস্থান দেখতেই তার দু-চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তিনি বললেন, হে আবু আসিম, কবরের ওপরিভাগের দৃশ্য যেন আপনাকে ধোঁকায় না রাখে, এর ভেতরের প্রতিটি দেহই আনন্দ কিংবা বেদনার দোলায় দুলছে।[৫৪]

---

৫১. ফসলুল খুত্তাব, ৫/৩৯৪।
৫২. আহওয়ালুল কুবুর, ১৩৮।
৫৩. তারীখু দিমাশক, ৫৬/৪২৩।
৫৪. আল মুখতারু মিন মানাকিবিল আখইয়ার, ১৭২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৫. আবু জাফর ফাররা ﵀ বলেন, হাসান বিন সালিহ ﵀ একবার ব্যক্তিগত ইবাদতখানায় পৌঁছে কবরবাসীকে (কবরস্থান) দেখতে পেলেন। সেদিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, কবর, তোমার ওপরিভাগের দৃশ্য কত সুন্দর! অথচ তোমার আঁধার গর্ভে লুকিয়ে আছে বিপদের ঘনঘটা![৫৫]

৬. হাজ্জাজ বিন আবু যিয়াদ ﵀ বলেন, একবার আমরা বসরার জুবান এলাকায় এক জানাযায় অংশগ্রহণ করলাম। দাফনের প্রস্তুতি চলাকালে আমি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম, আমি কবরবাসীদের একজন। অন্যান্য কবরবাসীর সাথে কবরে শুয়ে আছি। কবরগুলোর মাটিতে ফাটল দেখতে পেলাম। দেখলাম, কেউ মাটিতে শুয়ে আছে। কেউ সুদৃশ্য ঝালর টানা বিশেষ কামরায়। কেউ রেশমি পোশাকের আভিজাত্য জড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। কেউ রেশম কোমল বিছানায় শুয়ে আছে। কেউ রাইহান ফুলের জান্নাতি সুবাসে নিদ্রা-বিভোর। কারও মুখে মুচকি হাসির আভা। কারও শরীরে বাহারি রঙের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছে। কারও-বা আবার ক্ষণে ক্ষণে রং পাল্টে যাচ্ছে! মনকাড়া এসব দৃশ্য দেখে স্বপ্নেই আমি অশ্রুসিক্ত নয়নে বলে উঠলাম, 'ইয়া আল্লাহ, আপনি চাইলে তো সকলের মর্যাদা বরাবর করে দিতে পারেন!'

এমন সময় কবরস্থানের একপ্রান্ত হতে আওয়াজ ভেসে এল, হাজ্জাজ, কবর হলো আমলের বিনিময় লাভের ঘাঁটি। এ কথা শুনতেই আমার তন্দ্রা কেটে গেল।[৫৬]

৭. আবু সাঈদ সালাম বিন আবু মুতী ﵀ বলেন, একবার আমরা মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﵀-এর সাথে এক জানাযায় শরীক হলাম। লোকজন দ্রুতপদে এগিয়ে গেল। আমরা 'জুবান' পর্যন্ত তাদের পিছে পিছে চলে মূল জানাযার নাগাল পেলাম। তখনো অবশ্য সবাই এসে পৌঁছায়নি। কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই চলে আসলে আমরা জানাযার সালাত আদায় করে নিলাম। জানাযার পর আমি দাফনের কাজে অংশ নিলাম। দাফন সেরে মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﵀-এর নিকট ফিরে আসলাম। এসে দেখি তিনি তার পাশের জনকে কিছু বলছেন। কান পেতে শুনলাম তিনি বলছেন,

প্রতিদিনই আমাদের কেউ-না-কেউ নশ্বর এই জগতের মায়া ছেড়ে নির্জন কবরজগতে পাড়ি জমাচ্ছে। আর এভাবেই পরবর্তী লোকজন শীঘ্রই পূর্ববর্তীগণের সাথে মিলিত হবে।[৫৭]

---

৫৫. ফসলুল খুত্তাব, ৫/৩৯৩।
৫৬. ফসলুল খুত্তাব, ৫/৩৯৩।
৫৭. তারীখু দিমাশক, ৫৬/১৭০। সনদ হাসান।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৮. নাঈম আল ইজলী ﵀-এর নিকট বসরার এক লোক বর্ণনা করে বলেন, একবার এক জানাযার জামাতে হাসান বসরী ﵀-কে দেখতে পেলাম। লোকজন তার নিকট জড়ো হলো। তিনি উপস্থিত জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি দয়া ও মেহেরবানি করুন। তোমরা আজকের দিনের জন্য আমল করতে থাকো। আজকে তোমাদের এই ভাই আখিরাতের যাত্রায় তোমাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন। আর তোমরা তার উত্তরসূরি হিসেবে রয়ে গেছ।

যে ব্যক্তি তার ভাইকে দাফন করে নিজে তার উত্তরসূরি হয়েছে, তাকে বলছি শোনো, আগামীকাল অন্যদের পেছনে ফেলে তুমিও মৃত্যুর তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করবে। সেদিন এভাবেই অন্যরা তোমার পেছনে রয়ে যাবে। এভাবেই আগে-পরে করে একে একে যেতে থাকবে। একে একে সবাই একদিন একত্র হবে। মৃত্যু তোমাদের সকলকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দেবে। সকলকেই মৃত্যুর কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে । নিঃসন্দেহে সকলকে একদিন কবরবাসী হতে হবে। কিয়ামতের সূচনালগ্নে ঠিক সেখান থেকেই পুনরুত্থান হবে। আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত করা হবে । প্রত্যেককে তাঁর সম্মুখে একাকী হাজির হতে হবে। সেখানে সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে লুটিয়ে পড়বে।[৫৮]

১০. সাঈদ বিন আল জারিরী ﵀ তার কয়েকজন উস্তাদ হতে বর্ণনা করেন, আবু দারদা ﵁ এক জানাযায় শরীক হলেন। জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, মৃত ব্যক্তিটি কে? তিনি বললেন, এটি তুমি। আল্লাহ তাআলা বলেন, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ 'নিশ্চয় তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।' (সুরা যুমার ৩৯:৩০)[৫৯]

১০. ইয়াহইয়া বিন জাবির ﵀ বর্ণনা করেন। আবু দারদা ﵁ এক জানাযায় শরীক হতে বের হলেন। মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকজন তার শোকে কাঁদতে কাঁদতে আসল। এ দৃশ্য দেখে তিনি বললেন, হতভাগার দল! আগামীকাল মৃত্যুবরণকারী আজ যে মারা গেছে তার জন্য কান্নাকাটি করছে![৬০]

---

৫৮. ফসলুল খুত্তাব, ৫/৩৯৪।

৫৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ৬/২০১। সনদ গ্রহণযোগ্য।

৬০. কিতাবুয যুহদ (আবু দাউদ), ২১৫। বর্ণনা নং ২৪৯। সনদ বিচ্ছিন্ন। তবে বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জানাযায় আবৃত্তি করা সালাফের কবিতা

১. আবদুল ওয়াহিদ খাত্তাব ﵀ বলেন, আমি হাসান বসরী ﵀-এর সাথে আবু রজা উতারিদি ﵀-এর জানাযায় অংশগ্রহণ করলাম। কবর দেওয়া শেষ হলে তিনি হাত ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বললেন, আবু রজা, আপনি দুনিয়ার দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-কষ্ট হতে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলেন। আল্লাহ তাআলা আপনার মৃত্যুকে দীর্ঘ প্রশান্তির উপকরণ বানিয়ে দিন। অতঃপর ইমাম ফারাযদাক ﵀-এর দিকে ফিরে বললেন, আবু ফিরাস, এই লোকটির মতোই সচেতন থেকো। আমরা সকলেই মৃতদের উত্তরসূরি। এ কথা শুনে ফারাযদাক ﵀ কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন,

فلسنا بأنجا منهم غير أننا *** بقينا قليلا بعدهم وترحلوا

তাদের দাফন করে এসে আমরা যে দিব্যি বেঁচে থাকব, বিষয়টা এমন নয়,

কিছুদিন হয়তো থাকব, তারপর মোটেও নয়।[৬১]

২. জাফর বিন কিলাব ﵀ বর্ণনা করেন, মুসগাব ﵀ বলেছেন, ইসলামে দুটি স্থান (দুনিয়া ও কবর) ব্যতীত অন্যকিছুকে বাসস্থান বলা হয় না। এই বলে তিনি নিচের পঙ্‌ক্তিটি পাঠ করেন,

نجدد أحزانا لدى كل هالك *** ونسرع نسيانا ولم يأتنا أمن

فأنا ولا كفران لله ربنا *** كالبدن لا تدري متى يؤمها البدن

কবরজগতে প্রতিটি ধ্বংসশীল মানুষের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পায়

আর দুনিয়ায় তড়িঘড়ি সব ভুলে বসে, শান্তি পাওয়াই দায়

আমি তো প্রতিপালক আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত নই

দেহ যেমন নিজের বেড়ে চলার খবর রাখে না, আমি ঠিক তেমন নই।[৬২]

---

৬১. তারীখু দিমাশক, ৭৪/৬৫।

৬২. তারীখু দিমাশক, ৭১/২৬৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩. তাবেয়ী উরওয়াহ বিন উজাইনাহ ﵀ আবৃত্তি করেন,

نراع إذا الجنائز قابلتنا *** ونسكن حين تخفى ذاهبات

كروعة ثلة لمغار سبع *** فلما غاب عادت راتعات

জানাযার দৃশ্য আমাদের ভীত করে তোলে

প্রিয়হারা বিলাপ কেবল শঙ্কা জাগায়।

বিত্তের তৃপ্তি যখন ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায়

সাতমুখী আঘাতের ভয় চারিদিকে প্রলয় জাগায়।[৬৩]

৪. মুহাম্মাদ বিন খালফ তাইমী ﵀ বলেন, আমার পিতা খালফ বিন সালিহ বলেন, আমি আবু বকর নাহশালী ﵀-এর কাছে শুনেছি, তিনি এক জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার পরিবারের লোকজন কাঁদতে শুরু করল। আবু বকর নাহশালী ﵀ তখন মাটিতে দাগ কাটতে কাটতে বলতে লাগলেন,

ترى الميت يبكيه الذي مات قبله *** وموت الذي يبكي عليه قريب

আজ তুমি যার জন্য কাঁদছ , সেও তো একদিন অন্য কারও জন্য কেঁদেছিল,

আজ যারা কেঁদে কেটে একাকার হচ্ছে, তাদের মৃত্যুও খুব বেশি দূরে নয়![৬৪]

৫. মুহাম্মাদ বিন খালফ তাইমী ﵀ বলেন, আমার পিতার কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা এক ব্যক্তিকে দাফন করে ইবনু সাম্মাক ﵀-এর সাথে ফিরে আসছিলাম। এ সময় তিনি খানিকটা এগিয়ে এসে বললেন,

تمر أقاربي جنبات قبري *** كأن أقاربي لا يعرفوني

প্রিয়দের মাহফিল কবর ছেড়ে ক্রমশ দূরে সরতে শুরু করেছে,

পরিচিত এ মুখগুলো যেন একেবারেই চেনে না আমাকে। [৬৫]

---

৬৩. আত-তাবসিরাহ, ১/৩৪২; আল মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলমি, ৩/২৭৮।

৬৪. তারীখু দিমাশক, ৩১/২৫।

৬৫. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৬. হিশাম বিন আবদুল মালিক বাহিলী ﵀-এর আযাদকৃত গোলাম আবু হাফস ﵀ বলেন, আমি হিশাম ﵀-এর লেখা তার মুখে শুনেছি। তিনি বলেন,

وما سالم عما قليل بسالم *** ولو كثرت حراسه وكتابه

ومن يك ذا باب شديد وحاجب *** فعما قليل يهجر الباب حاجبه

ويصبح بعد الحجب للناس عبرة *** رهينة بيت لم يسير جوانبه

فما كان إلا الدفن حتى تحولت *** إلى غيره أجناده ومواكبه

وأصبح مسرورا به كل كاشح *** وأسلمه جيرانه وأقاربه

فنفسك أكسبها السعادة جاهدا *** فكل امرئ رهن بما هو كاسبه.

মৃত্যুর থাবা হতে নিরাপত্তা দেওয়ার মতো কিছু নেই,
ব্যাপক পাহারাদারি আর কূটকৌশল এখানে কোনো কাজের নয়।
কেউ যদি সুদৃঢ় বাধার দুয়ার তুলে আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করে,
মৃত্যুর সামনে সেই আড়াল সামান্য প্রতিরোধও দাঁড় করাতে পারবে না।
এত প্রতিরোধের পরও মানুষের জন্য শিক্ষার বিষয় হলো,
কবরের দখলে থাকা মানুষের কিছুই এখানে গোপন থাকে না।
দাফন শেষ হতেই দুনিয়ার সৈন্য-সামন্ত ও জনস্রোত
অন্যের সু-নজর লাভের আশায় ছুটে যায়।
শত্রুর মুখে ফুটে ওঠে নিশ্চিন্ত ক্রুর হাসি,
আর স্বজন ও প্রতিবেশীরা তার হাত থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।
মনে রেখো, সৌভাগ্য তোমাকেই সাধনা করে অর্জন করতে হবে,
মানুষ ভালো-মন্দ যা কামাই করে, তা-ই তার আমলনামায় জমা থাকে।"[৬৬]

৬৬. তারীখু দিমাশক, ২০/৮১ ও ৬৬/২৫৭; বাগিয়াতুত তলব ফি তারীখি হালব, ১০/৪৫৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৭. হিব্বান বিন ওয়াসিল ﵀ ইসহাক ইবনুল জাসসাস ﵀-কে বললেন, আবু আররার ইজলী হলেন বনু ইজল গোত্রের একজন খ্যাতিমান বেদুইন কবি। আমি একটি পঙ্‌ক্তি বলব, আপনি একটি পঙ্‌ক্তি বলবেন। অতঃপর তা লিখে তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে আবু আররার ইজলী ﵀-এর নিকট পাঠানো হবে। দেখি তিনি কী বলেন।

হিব্বান বিন ওয়াসিল ﵀ বললেন,

فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري *** إلى دير هندٍ كيف خطت مقابره

মৃত্যুর বাস্তবতা সম্পর্কে তোমার যদি ধারণা না থাকে,

দিয়ারু হিন্দের[৬৭] দিকে তাকাও; কত শত কবর সেখানে ছড়িয়ে আছে।

ইবনুল জাসসাস বললেন,

تري عجباً مما قضى الله فيهم *** رهائن حتفٍ أوجبته مقادره

"যুগ যুগ ধরে কবরের আঁধারে যাদের নিবাস,

বহুকাল ধরে যারা পড়ে আছে সেখানে,

তাদের সাথে আল্লাহ যা করেছেন তা দেখলে তুমি শিউড়ে উঠবে যাবে।"

তাদের পঙ্‌ক্তি দুটি লিখে বেদুইন কবির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তিনি তা পড়ে বললেন,

بيوت ترى أثقالها فوق أهلها *** ومجمع زورٍ لا يكلم زائره

কবর এমন এক ঘর, যেখানে একবার মাটির আড়াল সৃষ্টি করলে,

হাজার অনুমতি প্রার্থনা করেও ভেতরের কারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।[৬৮]

---

৬৭. দিয়ারু হিন্দ সিরিয়ার হীরা শহরের দুটি স্থাপনার নাম। একটি দিয়ারু হিন্দ সুগরা, অপরটি দিয়ারু হিন্দ কুবরা নামে পরিচিত। আদ দিয়ারাতু লিল ইসবাহানী, ২৭, ২৮।

৬৮. বাদাইউল বাদাই, ১১৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কবর থেকে ভেসে আসা উপদেশমালা

১. বিখ্যাত আবিদ ও যাহিদ সালিহ মুররি ﵀ বলেন, গ্রীষ্মের খরতাপ মাখা সময়ে একদিন আমি এক কবরস্থানে গেলাম। কবরগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি সেখানে নিঃশব্দ নীরবতা বিরাজ করছে। কবরবাসী যেন নীরবতার অনন্য উদাহরণ! তাদের এই অবস্থা দেখে আমি বলে উঠলাম,

আল্লাহ তায়ালা এক মহান পবিত্র সত্তা, যিনি তোমাদের দেহ থেকে প্রাণ হরণ করার পর আবার একদিন উভয়ের সম্মিলন ঘটাবেন। রোজ হাশরে তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন আর সুদীর্ঘ সময় পরে সকলকে আবার জড়ো করবেন।

আমার কথা শেষ না হতেই এক কবর হতে গম্ভীর কণ্ঠে ভেসে আসল, হে সালিহ,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, তাঁরই নির্দেশে আসমান ও জমিন স্থিতিশীল থাকে। তারপর তিনি যখন তোমাদের জমিন থেকে বের হয়ে আসার জন্য একবার আহ্বান করবেন তখনই তোমরা বের হয়ে আসবে।[৬৯]

সালিহ মুররি ﵀ বলেন, 'আল্লাহর শপথ! এ কথা শুনে আমি একদম চুপ হয়ে গেলাম। আর আমার চেহারায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল।'[৭০]

২. বিশর বিন মানসুর সালিমী ﵀ বলেন, আতা আযরাক ﵀ আমাকে বলেন, তুমি যখন কবরস্থানে যাবে, তখন তোমার মনের অবস্থা যেন এমন হয় যে, তুমি কবরের মধ্যে রয়েছ। এক রাতে আমি এক কবরস্থানে গিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নিজেকে কবরবাসীদের একজন ভাবছিলাম। এমন সময় একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম,

হে উদাসীন নিদ্রাকাতর, এখানে তুমি পরিপূর্ণ নিআমত কিংবা অপমানজনক ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির যেকোনো একটির সম্মুখীন হতে চলেছ।[৭১]

---

৬৯. সুরা রূম, (৩০) : ২৫।
৭০. হিলয়াতুল আওলিয়া, ৬/১৭০।
৭১. শরহুস সুদূর, ২১৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩. আবু আইয়ুব হাশিমী ﵀ বলেন, একবার ছাবিত বুনানী ﵀ এক কবরস্থানে ছিলেন। তিনি আপন মনে কিছু বলছিলেন। ইত্যবসরে কবর থেকে একটি আওয়াজ ভেসে আসল, তুমি যদি তাদের নীরবতার রহস্য উদ্ধার করতে পারতে তবে দেখতে, তাদের মধ্যে কত লোক ভীষণ দুশ্চিন্তায় সময় কাটাচ্ছে।[৭২]

৪. আবদুর রহমান বিন জুবাইর বিন নুফাইর ﵀ বর্ণনা করেন। ইয়াজিদ বিন শুরাইহ ﵀ একবার এক কবর হতে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। আওয়াজে বলা হয়, তোমরা যদি আজ আমাদের মতো দেখতে পেতে, তবে তো আমরাও তোমাদের মতোই হতাম। পার্থিব জীবনে আমরাও তোমাদের মতোই একে অন্যের ঘনিষ্ঠ ছিলাম। কিন্তু এই নির্জন প্রান্তর সেই আনন্দ কেড়ে নিয়েছে। আজ আমরা বদ্ধ ঘরে পড়ে আছি। তোমাদের নাগাল পাওয়ার কোনো সুযোগ আজ আর নেই। আমাদের কাতারে এসে দাঁড়ালে কেউ আর ফিরে যেতে পারে না। এখন এই সংকীর্ণ কুঠরিই আমাদের বাড়িঘর। আমাদের আসল ঠিকানা![৭৩]

কবর হতে ভেসে আসা পঙ্‌ক্তিমালা

১. সাঈদ বিন হাশিম সালামী ﵀ তার পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদের প্রতিবেশী এক যুবক জনৈকা কুমারী যুবতীকে বিয়ে করে ঘরে তুলল। নতুন বউ ঘরে তুলে সে আমোদ-ফুর্তিতে মজে রইল। কবরস্থানের একদম পাশেই ছিল তার বাড়িটি। এক রাতে সদ্য পরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে স্বভাবমাফিক আনন্দ-ফুর্তির মাঝেই ভয়ানক এক ঘটনা ঘটে গেল। নিকটস্থ কবরস্থান হতে কর্কশ কণ্ঠে ভীতিজাগানিয়া কিছু কথাবার্তা ভেসে এল। বজ্র-নিনাদের মতো বাজখাই কণ্ঠের আওয়াজ সে শুনতে পেল, কবর হতে কেউ একজন বলছে,

يَا أهل لَذَّة لَهو لَا تدوم لَهُم ••• إِن المنايا تبيد اللَّهْو واللعبا

كم قد رأيناه مَسْرُورا بلذته ••• أَمْسَى فريدا من الأهلين مغتربا

প্রাণসখার এ সুখ তোমার রইবে নাকো চিরকাল,

---

৭২. আল হাওয়াতিফ, বর্ণনা নং ৪৫।

৭৩. শরহুস সুদুর, ২১৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মৃত্যুবাণে ছিন্ন হবে স্বপ্ন-সুখের রঙিন জাল।
প্রিয়ার ঘ্রাণে মত্ত প্রেমে দেখেছি হায় কত জনে!
আজকে তারা হারিয়ে গেছে আঁধার গোরের নির্জনে।

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, এ ঘটনার তিন দিনের মধ্যেই নববিবাহিত তরুণের মৃত্যু ঘটে।[৭৪]

২. ইয়াহইয়া বিন সাঈদ কুরাইশী ﵀ তার পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে শারকী বিন কুতামী ﵀ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দুজন ব্যক্তির মাঝে ভ্রাতৃসম হৃদ্যতা ও সখ্য ছিল। একসময় একজন অপরজন হতে দূরে চলে গেলেন। একসময় তাদের একজনের মৃত্যু ঘটল। খবর পেয়ে অপরজন ছুটে এলেন। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হলো। দাফনের পর অন্যরা ফিরে গেলেও বন্ধুটি রয়ে গেলেন। বন্ধুটি নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে স্বাভাবিক হয়ে ফিরে আসতে উদ্যত হতেই কবরের ভেতর থেকে কিছু পঙ্‌ক্তি শুনতে পেলেন। যা ছিল—

أَجِدَّكَ تَطْوِي الدَّوْمَ لَيْلًا وَلَا تَرَى ••• عَلَيْكَ لِأَهْلِ الدَّوْمِ أَنْ تَتَكَلَّمَا
وَبِالدَّوْمِ ثَاوٍ لَوْ ثَوَيْتَ مَكَانَهُ ••• فَمَرَّ بِأَهْلِ الدَّوْمِ عَاجَ فَسَلَّمَا
تُجَدِّدُ صَرْمًا أَنْتَ كُنْتَ بَدَأْتَهُ ••• وَلَا أَنَا فِيهِ كُنْتُ أَسْوَا وَأَظْلَمَا

তুমি দেখছি রাতের আবর্তন গুটিয়ে ফিরে যাচ্ছ!
অথচ কবরের বাসিন্দাদের ব্যাপারে কিছুই ভাবছ না!
যেদিন তুমি স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস শুরু করবে,
সেদিন বুঝবে, এখানকার শান্তি ও স্থিতি কীভাবে মিটে গেছে।
শুরুতেই তুমি এখানে বিচ্ছিন্নতার তিক্ত স্বাদ অনুভব করবে,
দুনিয়ার বুকে আমি নিজেও খুব মন্দ বা অনাচারী ছিলাম না।[৭৫]

৭৪. শরহুস সুদূর, ২১৪।
৭৫. আল হাওয়াতিফ, ৫২। বর্ণনা নং ৪৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩. মুসআব হামদানী ﵀ বলেন, দুই ভাই কিংবা প্রতিবেশী ছিল, যাদের পারস্পরিক হৃদ্যতা ছিল তুলনাহীন। তাদের একজনের প্রতি অন্যজনের হৃদয়ে গভীর আন্তরিকতা ছিল। ঘটনাক্রমে বড় জন ছোট জনকে রেখে ইস্পাহান গেলেন। দীর্ঘ সফর শেষে ফিরে এসে শোনেন প্রাণপ্রিয় বন্ধুসম ভাইটির অকাল-মৃত্যু ঘটেছে। ভাইয়ের শোকে কাতর লোকটি নিয়মিত কবরস্থানে গিয়ে ভাইয়ের কবর জিয়ারত করে আসতেন। এভাবে প্রায় সাত মাস চলে গেল। একদিন জিয়ারত করতে গিয়ে কবরস্থানে অজানা স্থান হতে দুটি পঙ্‌ক্তি শুনতে পেলেন :

يا أيها الباكي على غيره *** نفسك أصلحها ولا تبكه

إن الذي تبكي على إثره *** يوشك يوشك يوشك أن تسلك في سلكه

শোনো, আজকে বুঝি অশ্রু তোমার ঝরছে পরের তরে?

পরের ভাবনা ছাড়ো এবার, ভাবো নিজের তরে।

আমলনামায় চোখ বুলিয়ে হয়তো সে আজ কেঁদে সারা।

ক'দিন বাদে তুমিও যাবে, শুরু হবে তোমার পালা।[৭৬]

৪. সাফওয়ান বিন আমর বিন হারম ﵀ বর্ণনা করেন। সুলাইমান বিন ইয়াসার হাযরামী ﵀ বলেন, একদল লোক একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটি কবর হতে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিমালা শুনতে পান,

يا أيها الركب سيروا *** من قبل أن لا تسيروا

فهذه الدار حقا *** فيها إلينا المصير

كم منعم في نعيم *** وتسلبنه الدهور

وآخر في عذاب *** لبئس ذلك المصير

فكما كنتم كنا *** فغيرنا ريب المنون

وسوف كما كنا تكونون

৭৬. আল হাওয়াতিফ, ৫১। বর্ণনা নং ৪২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে অভিযাত্রীগণ, দ্রুত এগিয়ে চলো,
জীবনের পথ ফুরিয়ে আসার আগেই পথ চলো।
মনে রেখো, এ এক অবধারিত ঠিকানা,
যেখানে তোমার নিশ্চিত ঠিকানা হবেই হবে।
এখানে সুখের সন্ধানে পড়ে আছে কত শত প্রাণ,
আশায় আশায় কেটে গেছে কত প্রতীক্ষার প্রহর!
হায়! এখানে কেউ পড়ে আছে শাস্তির অনলে,
যাতনার এ ঘরে বেড়ে চলে মর্মব্যথা।
অথচ আমাদের দিনগুলো কেটেছিল তোমাদেরই মতো,
নিয়তির পরিহাসে আজ বদলে গেছে জীবনের হিসেব।
মনে রেখো, সেদিন তোমারও আসবে। অচিরেই আসছে,
যেদিন এমনি বিরান ঘরে ঠাঁই হবে অসহায় তোমার।[৭৭]

৫. ইমাম শাবী ﵀ বর্ণনা করেন। সাফওয়ান বিন উমাইয়া ﵁ একবার এক কবরস্থানে ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, দূর হতে একটি মশালের আলো এগিয়ে আসছে। কাছে আসতে দেখা গেল একদল লোক একটি লাশ দাফন করতে এসেছেন। তারা যখন কবরস্থানের কাছে চলে আসল, বলতে লাগল, অমুক অমুক কবরের দিকে লক্ষ করো। তিনি বলেন, এমন সময় তাদের মধ্যে একজন একটি কবর হতে বিষণ্ণ ও ভয়ার্ত কণ্ঠে এই কথা বলতে শোনেন :

أنعم الله بالظعينة عينا *** وبمسراك يا أمين إلينا
جزعا ما جزعت من ظلمة القبر *** ومن مسك التراب أمينا

"হে আমীনা, মহান রবের নিআমত তোমায় যেন ঋদ্ধ করে
আমাদের প্রিয়জনকে যেন নানা প্রাপ্তিতে সমৃদ্ধ করে।
আমীনা, তুমি তো জানো, কবরের আঁধার আমায় রেখেছে ঘিরে,
পড়ে আছি একাকী এ ধূলিমলিন নীড়ে।

৭৭. শরহুস সুদুর, ২১৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লোকটি গোত্রের লোকদের কাছে ঘটনাটি খুলে বলল। শুনে সবাই কাঁদতে কাঁদতে দাড়ি ভিজিয়ে ফেলল। তারা আমাকে বলল, আপনি কি জানেন এই আমীনা কে? বললাম, না। তারা বলল, আমীনা হলো মৃত ব্যক্তির বোন। সে এক বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের কথা শুনে সাফওয়ান বিন উমাইয়া ﵁ বললেন, আমরা তো জানি যে মৃত ব্যক্তি কথা বলতে পারে না। তাহলে এই আওয়াজটি কোথা হতে আসল?[৭৮]

৬. সুহাইম বিন মাইমুন ﵀ ছিলেন লাইস বিন সাআদ ﵀ এর শিষ্য। তিনি লাইস বিন সাআদ ﵀-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, একবার এক লোক কবরস্থানে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে সে শুনতে পেল কোনো এক কবর হতে কেউ বলছে,

أنعم الله بالخليلين عينا *** وبمسراك يا أميم إلينا

হে উমাইমা, জোড়া স্বজনের নিআমতে করুন তোমায় ধন্য

রাঙিয়ে যাক আগমন তব আমাদেরই জন্য।

এই পঙ্‌ক্তির উত্তরে কেউ একজন বলে উঠল, 'এসব শুভ কামনায় কোনো লাভ হবে না। আমার পিতা তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন।' সকাল হতেই লোকটি কবর হতে শোনা নারীর পরিবারের সন্ধান করতে লাগল। পরিবারের সন্ধানে বের হয়ে তিনি একজন পুরুষের সন্ধান পেলেন। লোকটির নিকট নিজের স্বপ্নের ঘটনা উল্লেখ করে কবরের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে জানাল, 'এই দুটি হলো আমার দুই মেয়ের কবর। আর এটি তাদের মা উমাইমার কবর। আমি তার প্রতি কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ ছিলাম। তবে আজকে এখনই আমি তার প্রতি সন্তুষ্টি ঘোষণা করে তার দু-চোখে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিলাম।' বর্ণনাকারী বলেন, 'লোকটি তার মৃত স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তার আখিরাতের পথে অকৃত্রিম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল এবং তাকে উদ্ধার করল।'[৭৯]

৭. সালামাহ বসরী ﵀ বলেন, এক ব্যক্তি সুন্দর করে বানানো একটি কবর দেখে মুগ্ধ বিমোহিত হয়ে পড়ে। রাতে স্বপ্নে তার কাছে এক ব্যক্তি আসল। আগন্তুক লোকটির চেহারায় বেদনার ক্লিষ্ট ছাপ বোঝা যাচ্ছিল। লোকটি স্বপ্নদ্রষ্টার সামনে এসে বলল,

---

৭৮. তারীখু দিমাশক, ২৪/১১৯, ১২০।

৭৯. আল হাওয়াতিফ, ৫৬। বর্ণনা : ৫৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

أعجبك القبر وحسن البناء *** والجسم فيه قد حواه البلى
فاسأل الأموات عن حالهم *** ينبأك عن ذاك ذهاب الحلى

"কবরপৃষ্ঠের কারুকাজ বুঝি মুগ্ধ করেছে তোমায়?
অন্দরে তার হচ্ছেটা কী, খবর কি তার রাখো?
পারো যদি কোনোভাবে প্রশ্ন করো তাদের,
ব্যথায় কাতর মৃতজনের জবাব শুনে দেখো।

তিনি বলেন, এই কথা বলেই লোকটি চলে গেল। পিছে পিছে গিয়ে দেখি, তিনি কবরস্থানে প্রবেশ করলেন এবং সেই কবরের ভেতরে ঢুকে গেলেন।[৮০]

৮. জর্ডানের বলকা অঞ্চলে রুসতুম আবরাকী নামক একজন আবিদ ছিলেন। তিনি বলেন, জনৈকা আবিদা মহিলা তার কাছে বর্ণনা করেন যে, তিনি তার সন্তানের অকাল-মৃত্যুতে বেশ কাতর ছিলেন। তার জন্য বছরখানেক তিনি চোখের পানি ফেলেছেন। তিনি বলেন, ছেলে মারা যাওয়ার এক বছর পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখি। সে কাফনের কাপড় পরিহিত অবস্থায় কবরে বসে আছে। তার চোখের ভ্রু ঝরে একেবারে সাফ।

বর্ণনাকারী বললেন, আল্লাহর শপথ! ছেলেটির তো খুব সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে।

মহিলা বললেন, তার কাফনে মাটির কোনো চিহ্ন ছিল না। আমি ভয়ে ভয়ে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, বেটা, তোমার আখিরাতের বাসস্থান কেমন হয়েছে? আমার কথায় সে ভ্রু কুঁচকে বলল,

أنا في الترب مقيل بالي الأركان جمعا
لو ترى أمي رسومي لذرفت الدمع دمعا

"মাটির শোষণে আমার হাড়-মাংস সব ক্ষয়ে গেছে,
তুমি যদি আমার কষ্ট দেখতে মা, চোখের জলে বুক ভাসাতে।

৮০. আহওয়ালুল কুবুর, ১৪৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মহিলা বলেন, এরপর ছেলে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। আমি শুধু কিছু কালো দাগের মতো দেখতে পেলাম। যেখানে শরীরের সামান্য অবকাঠামো বা চিহ্নটুকু পর্যন্ত ছিল না। কবরটিও আগের মতো হয়ে গেল। আর আমিও ধরফরিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম।

এরপর মহিলাটি একেবারেই মুষড়ে পড়লেন। চরম দুশ্চিন্তা তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেতে লাগল। একসময় তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।[৮১]

৯. মুহাম্মাদ বিন মুগীরা তামীমী ﵀ বলেন, আমার দাদা আলী বিন আবু তালিব বিন ইয়াযিদ হানাফী ﵀-এর কাগজপত্রে পেয়েছি, তিনি লিখেছেন, ছুমালী ﵀ বর্ণনা করেন যে, এক লোক মদীনায় ঘুরতে বের হলো। হঠাৎ সে একটি কবর হতে নিচের পঙ্‌ক্তিমালা শুনতে পেল,

هَذَا أَبُونَا قَدْ أَتَانَا زَائِرَا ••• أَحْبِبْ بِهِ زَوْرًا إِلَيْنَا بَاكِرَا

وَخَيْرُ مَيِّتٍ ضُمِّنَ الْمَقَابِرَا ••• جَدَّ إِلَيْنَا عُتْبَةٌ مُثَابِرَا

قَدْ وَحَّدَ اللهَ زَمَانًا صَابِرَا ••• عُوِّضَ مِنْ تَوْحِيدِهِ أَسَاوِرَا

فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا فَاخِرَا

কিছুক্ষণের মধ্যেই পিতার সাথে সাক্ষাৎ হতে চলেছে,

তার এই অকাল আগমন মোটেও কাম্য নয়।

উত্তম মৃত্যুবরণকারী হলো সে,

যার সাথে কবরের পুরোনো সম্পর্ক রয়েছে।

ওতবাহ!! শেষ অবধি তিনি এসেই গেলেন!

জমিনের বুকে তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল তাওহীদের ঘোষণাকারী

আজ এই তাওহীদের ইয়াকীন তার জন্য ফিরদাউসের দ্বার খুলে দেবে।

---

৮১. আহওয়ালুল কুবুর, ১৪৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লোকটি বলল, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে এই পঙ্‌ক্তিমালার রহস্য উদ্ধার না করে আমি কোথাও যাচ্ছি না। ইতিমধ্যে সেখানে একজন পুরুষের জানাযা উপস্থিত হলো। আমি লোকজনের কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বলল, মৃত লোকটি বনু সালামাহ গোত্রের আনসারী পরিবারের একজন । আর এখানে যে দুটি কবর রয়েছে, একটি তার ছেলের, অন্যটি তার মেয়ের। ছেলেটির নাম ওতবাহ আর মেয়েটির নাম উবাইদাহ। লোকজন পুরোনো কবর দুটির মধ্যবর্তী স্থানে তাকে দাফন করে চলে গেল।[৮২]

সালাফের দৃষ্টিতে কবর

১. আবু হুরায়রা ﵁ বলেন, দুটি নতুন কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাসুল ﷺ বলেন,

لَرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَيْرٌ مِمَّا يَحْفِرُونَ أَوْ يَنْقِلُونَ

কবরবাসীর নিকট নিজেদের সঞ্চিত বা অর্জিত সমুদয় বস্তু অপেক্ষা দুই রাকাত নফল নামাযের মূল্য অনেক বেশি।

বর্ণনাকারী আবু হিশাম ﵀ সন্দেহ পোষণ করে বলেন, সম্ভবত তারা নিজেদের পার্থিব অনেক নিআমতের তুলনায় আমলনামায় এমন দুই রাকাত সালাতের সওয়াব দেখতে বেশি পছন্দ করবেন।[৮৩]

২. আবদুল্লাহ বিন উমর ﵄ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الْقَبْرُ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ جَهَنَّمَ أَوْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

কবর জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত অথবা জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।[৮৪]

---

৮২. আল হাওয়াতিফ, পৃ. ৫৭ । বর্ণনা নং ৫৬ ।

৮৩. মুসান্নাফু ইবনি আবী শাইবাহ, ২/১৫৮। হাদিস নং ৭৬৩৩। সালাতের ফযীলত অধ্যায়। মুজামুল আওসাত লিত-তাবারানী, ১/২৮২। হাদিস নং ৯২০। আয-যুহদু লি-ইবনি মুবারক, ১/১০। হাদিস নং ৩১। আল্লাহ আযযা ওয়া যাল্লার আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ দান অধ্যায়।

৮৪. সুনানু তিরমিযী, ২৪৬০। আবু সাঈদ খুদরি ﵁ হতে। কিয়ামত বিষয়ক আলোচনা। ইবনুল হাজার আসকালানী ﵀ হাসান গরিব বলেছেন। হিদায়াতুর রুওয়াত, ৫/৭৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩. আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ﵄ বর্ণনা করেন, মাসউদ ﵁ বলেন,

إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ مَا قَنَعَتْ بِهِ نَفْسُهُ وَإِنَّمَا يَصِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَوْضِعِ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ فِي ذِرَاعٍ وَشِبْرٍ وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَى آخِرِهِ

তোমাদের কারও জন্য তার অন্তরের সন্তুষ্টি পরিমাণ সম্পদই যথেষ্ট। আর তোমাদের গন্তব্য সাড়ে চার গজ জায়গা এবং প্রত্যেক বিষয়ের শেষ অবস্থাই ধর্তব্য।[৮৫]

৬. আবু গাতফান মুররি ﵀ বর্ণনা করেন, উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ রাসুল ﷺ-কে বললেন,

لَوْ فُزِعْنَا أَحْيَانًا لَفَزِعْنَا، فَكَيْفَ بِظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَضَيْقِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا يُوَفَّى الْعَبْدُ عَلَى مَا قُبِضَ عَلَيْهِ

বর্তমানে আমাদের কবরের ভয় দেখালেই আমরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি! তাহলে বাস্তবে সেই সংকীর্ণ কবরে কীভাবে থাকব? রাসুল ﷺ বললেন, বান্দার প্রাণ যে অবস্থায় কবয করা হবে সে অবস্থার ভিত্তিতেই তাকে বিনিময় দেওয়া হবে।[৮৬]

৭. আবদুল্লাহ বিন বকর বিন আবদুল্লাহ মুযনী ﵀ বর্ণনা করেন, উবাইদুল্লাহ বিন ঈযার ﵀ বলেন, মানুষের বসবাসের জন্য দুটি জায়গা রয়েছে। একটি জমিনের ওপরে। অন্যটি ভূ-গর্ভে। প্রথমে সে জমিনের ওপরে পার্থিব জীবনের বাড়িতে থাকে। এ সময় এই বাড়িটিকে সাজিয়ে রাখে। তাতে উত্তর ও দক্ষিণমুখী দরজা-জানালা নির্মাণ করে। শীত ও গ্রীষ্মের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী জমা করে। এই অস্থায়ী ঘর নিয়ে ব্যস্ত থাকতে থাকতেই হঠাৎ একদিন সে তার মাটির নিচে থাকা বাড়িতে অর্থাৎ কবরে চলে যায়। কিন্তু দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ইতিমধ্যে সে তার কবরের বাড়ির পরিবেশ নষ্ট করে ফেলেছে। সেখানে এক ফিরিশতা এসে তাকে বলে, এই যে দুনিয়ার বাড়িঘর, যা তুমি যথাযথভাবে গড়ে তুলেছিলে, কতদিন ছিলে সেখানে? সে বলবে, আমার জানা নেই! আবার প্রশ্ন করবে, এই যে এই কবর, যা তুমি অবহেলায় বিরান করেছ, এখানে কতদিন থাকবে? সে বলবে, এখন তো এটাই আমার ঠিকানা!

---

৮৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ১/১৩৮।

৮৬. আহওয়ালুল কুবুর, ১৩৬। সনদ দুর্বল তবে বক্তব্য সহিহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফিরিশতা বলবে, তুমি নিজেই তাহলে বিষয়টা স্বীকার করে নিলে! অথচ দুনিয়াতে তুমি কত বুদ্ধিমান ছিলে! [৮৭]

৮. হাসান বসরী ﵀ উসমান বিন আবুল আস ﵁ সম্পর্কে বলেন, একবার তিনি এক জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। কবরস্থানে গিয়ে তিনি ধসে পড়া একটি কবরের পাশে বসেন। তার পরিবারের একজন পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, যার ব্যাপারে বিভিন্ন সমালোচনা শোনা যেত। তাকে 'হে অমুক!' বলে ডাক দিলেন। সে কাছে আসতেই তিনি তাকে বললেন, নিজের ঘরটা তো ভালো করে দেখো!

লোকটি বলল, আমি তো দেখছি এটি শুকনো, সংকুচিত, অন্ধকার, খাদ্য, পানীয় ও জীবনসঙ্গীহীন এক বিরান ঘর!

উসমান বিন আবুল আস ﵁ বললেন, আল্লাহর শপথ! এটাই তোমার আসল ঘর। তুমি সত্য বলেছ। মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ করে তিনি আরও বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি যদি ফিরে আসতে পারতে, তবে এখানকার যাবতীয় বস্তু সেখানে স্থানান্তর করতে।[৮৮]

৯. যমরাহ বিন রবীআহ ﵀ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন জাওশাব ﵀ বলেন, জনৈকা মহিলা কবরের ভেতরে সিন্ধুকের মতো অবস্থা দেখে অপর এক মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই সিন্ধুকের মতো বস্তুটি কী? উত্তরে অপরজন বললেন, এটি আমলের ভান্ডার। এ কথা শুনে প্রশ্নকারিণী মহিলা তার সাথে থাকা কিছু জিনিস সদকার উদ্দেশ্যে অপরজনের হাতে দিয়ে বললেন, যাও, এগুলো আমলের ভান্ডারে রেখে এসো।[৮৯]

১০. বাকিয়াহ যাহরানী ﵀ বলেন, ছাবিত বুনানী ﵀-কে বলতে শুনেছি, একবার আমি কবরস্থানের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। এমন সময় পেছন হতে কে যেন আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, হে ছাবিত, কবরস্থানের নীরবতা দেখে ধোঁকায় পড়ে যেয়ো না। এর ভেতরে কত পেরেশান মানুষ রয়েছে! এ কথা শুনতেই আমি পেছনে ফিরে তাকালাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না।[৯০]

---

৮৭. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৬।
৮৮. আয যুহদু লি আহমাদ বিন হাম্বল, ৩২৪। বর্ণনা নং ২৩৬৬।
৮৯. আহওয়ালুল কুবুর (ইবনু রজব ﵀), ১৩৯; সাকবুল ইবারত, ২২৮; শরহু নাহজিল বালাগাহ, ১৫১।
৯০. আল হাওয়াতিফ, ৫৩। বর্ণনা : ৪৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১১. হুশাইম বিন বশীর ﵀ বলেন, একবার হাসান বসরী ﵀ একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কবরগুলোকে লক্ষ্য করে বলেন, হায়! এই ঢিবিগুলোতে কী সুনসান নীরবতা ছেয়ে আছে! অথচ এসবের ভেতরে কত দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ রয়েছে![১১]

১২. শামলাহ বিন হুযাল ﵀ বলেন, আমি হাসান বসরী ﵀ সম্পর্কে শুনেছি যে, তিনি কবি ফারাযদাকের সাথে এক জানাযায় শরীক ছিলেন। লোকজন কবরের চারপাশে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর আলোচনা করছিল। এমন সময় হাসান বসরী ﵀ বললেন, হে আবু ফিরাস!, এই দিনের জন্য তুমি কী প্রস্তুত করে রেখেছ? কবি বললেন, আশি বছর[১২] যাবৎ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য প্রস্তুত রেখেছি।

হাসান ﵀ বললেন, এই আমলের ওপর অবিচল থেকো আর সুসংবাদ গ্রহণ কোরো।[১৩]

১৫. হাম্মাদ বিন সালামাহ ﵀ বলেন, এক জানাযায় আমি হাসান বসরী ﵀-কে কবি ফারাযদাকের প্রতি এই প্রশ্ন করতে দেখেছি যে, এই দিনের জন্য তুমি কী প্রস্তুত করেছ? উত্তরে ফারাযদাক ﵀ বললেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য প্রস্তুত করেছি। উত্তর শুনে হাসান ﵀ বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি তো খুব বিচক্ষণ![১৪]

১৬. তামাম বিন বুযাই সাদী ﵀ বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ বিন কাআব কুরাইযী ﵀ বলেন, উমর বিন আবদুল আযীয ﵀ খলীফা হওয়ার পর আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। দরবারে ঢুকে তাকে দেখে আমি চমকে গেলাম। তিনি বললেন, কী ব্যাপার কাআবের বেটা, তুমি এমনভাবে কী দেখছ? খলীফা হওয়ার আগে মদীনায় থাকতে তো আমার দিকে এভাবে তাকাতে না? বললাম, আমীরুল মুমিনীন, আপনি ঠিক বলেছেন। খিলাফত লাভের পর আপনার শারীরিক পরিবর্তন, গায়ের রং পরিবর্তন আর রুক্ষ চুল আমাকে বিস্মিত করেছে।

---

১১. আহওয়ালুল কুবুর, ১৩৯। রূহ, ১০১।

১২. আসলে সত্তর হবে। কারণ, কবি ফারাযদাক ৩৮-১১৪ হি : মোট ৭৬/৭৭ বছর বেঁচে ছিলেন।

১৩. ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৪/৪৮৭।

১৪. হায়াতুস সালাফি বাইনাল কওলি ওয়াল আমাল, ১/৫৩১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিনি বললেন, তাহলে মৃত্যুর তিন দিন পর আমাকে দেখতে তোমার কেমন লাগবে বলো? তখন চোখ-দুটো গড়িয়ে পড়বে। দুই গালের মাংস খসে পড়বে। মুখ আর নাকের ছিদ্র দিয়ে পোকা-মাকড় বেড়িয়ে আসবে। তখন তো আমাকে তোমার আরও বেশি অপরিচিত মনে হবে![৯৫]

১৭. খালিদ বিন আবু বকর ﵀ বলেন, সামরিক উর্দি পরিহত সুদর্শন এক যুবক হাসান বসরী ﵀ এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।। তিনি তাকে ডেকে বললেন,

আদমসন্তান যৌবন আর সৌন্দর্যের বড়াই করে বেড়ায়। অথচ কবর তার দেহকে নিঃশেষ করে দেবে। তুমি যদি সেই অবস্থা দেখতে তাহলে নিজের জন্য আফসোস করতে। আল্লাহ তাআলা তার বান্দাগণের অন্তরের পরিশুদ্ধি দেখে থাকেন।[৯৬]

১৮. আবু মুআবিয়াহ ﵀ বলেন, মালিক বিন মিগওয়াল ﵀-এর সাথে দেখা হলে সাধারণত এ কথা না বলে তিনি আমাকে ছাড়তেন যে, পার্থিব জীবন যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। প্রস্তুতি গ্রহণ করো আর কবরের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। কবরের বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা![৯৭]

১৯. লাইসী ﵀ বলেন, হিশাম দাসতুআঈ ﵀-এর স্ত্রী বলেন, বলেন, একবার কোনো কারণে ঘরের বাতি নিভে গেলে অন্ধকারে তার (হিশাম ﵀-এর) অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ল। আমি বললাম, আপনার পাশের বাতিটি নিভে যাওয়ায় এমন অন্ধকার ছেয়ে গেছে। তিনি বললেন, আমি কবরের অন্ধকারকে স্মরণ করছি। সালাফদের কেউ যদি আমার সামনে থাকত, তবে আমি তাকে আমার মৃত্যুতে আমার ঘরে এসে শোক প্রকাশ করতে বলে যেতাম। এ ঘটনার অল্প কিছুদিন পরই তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর পর তার এক ভাই কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কবর লক্ষ্য করে বলেন, হে আবু বকর, আল্লাহর শপথ! কবরের ব্যাপারে আপনি খুব সতর্ক ছিলেন![৯৮]

২০. জারির বিন হাযিম ﵀ বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন উবাইদ বিন উমাইর ﵀-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, জিন জাতির পক্ষ হতে দৈত্যাকৃতির এক

---

৯৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ৫/৩৩৩।
৯৬. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৬।
৯৭. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৮।
৯৮. আহওয়ালুল কুবুর , ২১১ ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জিনকে সুলাইমান বিন দাউদ ﷺ-এর নিকট পাঠানো হলো। এই জিনটি সমুদ্রে বসবাস করত। সে সুলাইমান ﷺ-এর প্রাসাদের মূল ফটকে এসেই একটি গাছের ডাল ধরে শেকড়সুদ্ধ তা উপড়ে সীমানার বাইরে ছুড়ে ফেলল। সুলাইমান ﷺ আওয়াজ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হল? তখন জিনটির ঘটনা তাঁকে খুলে বলা হলো। তিনি বললেন, সে যা চায়, তোমরাও কি তা চাও? সকলে বলল, না। তিনি বললেন, সে বলতে চায় যে, তুমি যা খুশি করে বেড়াও। যদি তা-ই করো তাহলে তুমি জমিনের বুকে এভাবেই চলতে থাকবে।[৯৯]

২১. কিনানাহ বিন জাবালাহ সালামী বর্ণনা করেন, ইয়াযিদ রাকাশী ﷺ বলেন, চির সমাপ্তির ঠিকানা সারিবদ্ধ এই কবরগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো। আজকে নামফলক দেখে তাদের পরিচয় জানতে হয়। লোকজন তাদের কবর জিয়ারত করতে আসে। তবে সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ শেষ হয়ে গিয়েছে। এভাবে পড়ে থাকতে থাকতে একসময় বিরান হয়ে যাবে। আবার সময়ের আবর্তনে জনবসতি গড়ে উঠে আবাদ হয়ে যাবে। এই বিরান ভূমির বাসিন্দা কিংবা জনবসতিতে বসবাসকারী কেউ কি কবরবাসীর কথা শুনতে পাবে?[১০০]

২২. আযহার বিন মারওয়ান রিকাশি ﷺ বর্ণনা করেন। জাফর বিন সুলাইমান ﷺ বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে একটি লাশ কবরে শুইয়ে দিয়ে বলল, যিনি মায়ের পেটে ভ্রূণের জন্য সবকিছু সহজ করে দিতে পারেন, সেই মহান সত্তা (আল্লাহ) তোমার প্রতি সহজ আচরণে সক্ষম।[১০১]

২৩. হাসান বসরী ﷺ বলেন, এমন দুটি দিন ও রাত রয়েছে যার মতো আর কোনো রাত বা দিনের ব্যাপারে কেউ কখনো কিছু শোনেনি। তন্মধ্যে একটি রাত হলো কবরের প্রথম রাত, যা তোমার জীবনে আগে কখনো আসেনি। আর অন্যটি হলো কবরের শেষ রাত। যা ফুরিয়ে আসলেই কিয়ামত শুরু হয়ে যাবে। আর দুটি দিনের প্রথমটি হলো সেদিন, যেদিন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে একজন ফিরিশতা তোমার নিকট জান্নাতের সুসংবাদ কিংবা জাহান্নামের দুঃসংবাদ নিয়ে হাজির হবে। আর অন্যটি হলো যেদিন তোমার আমলনামা দেওয়া হবে। ডান হাতে কিংবা বাম হাতে।[১০২]

---

৯৯. তারীখু দিমাশক, ২২/২৬৩।

১০০. ফসলুল খুত্তাব, ৫/৩১৪।

১০১. শরহুস সুদুর, ১৫৬।

১০২. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৬। বিদায়া ওয়া নিহায়া, ১০/১৩১। ১৫৮ হিজরির আলোচনায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২৪. বিশর বিন হারিছ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে তার জন্য কবর কতই-না উত্তম জায়গা![১০৩]

২৫.মুফাযযাল বিন গাসসান ﵀ তার শাইখদের একজন ফযল রাকাশী ﵀ সম্পর্কে বলেন, তিনি পার্থিব জীবনে মুজাহাদা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলতেন, একবার আমি কবরস্তানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কবরবাসীকে লক্ষ্য করে বললাম, "হে আভিজাত্য, সম্পদ এবং প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় ডুবে থাকা লোকজন, হে ঝলমলে পোশাকের মালিক, দম্ভভরে চলাচলকারী, ব্যতিব্যস্ত ও সম্পদ আহরণকারী লোকজন! হে অসহায়, কপর্দকহীন ও ক্ষুধার্ত লোকজন! হে আবিদ, বিনয়ী, তাওবাকারী ও সাধক লোকজন!

আমার এই আহ্বানে তাদের কেউ সাড়া দেয়নি। আমার জীবনের শপথ! যদি আমার আহ্বানে সাড়া দিতে তাদের প্রতি কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকত, তবে তারা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদাভাবে উত্তর দিত।[১০৪]

২৬. আবুল ইয়ামান ﵀ বলেন, সাফওয়ান বিন আমর বিন হারম একদিন নিআমতসমূহের আলোচনা এবং নিআমত লাভের ভিত্তিতে মানুষের বিভিন্ন প্রকার উল্লেখ করেন। তখন তিনি খুব জোর দিয়ে বলেন,

মাটিতে মিশে যাওয়া মানবদেহের জন্য উত্তম একটি নিআমত এই যে, তুমি আখিরাতের হিসাবে বিশ্বাস রাখবে এবং উত্তম প্রতিদানের জন্য অপেক্ষা করবে।[১০৫]

২৭. ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন মুনতাশির ﵀ বর্ণনা করেন, মাসরূক ﵀ বলেন, মুমিনের জন্য কবরের চেয়ে উত্তম কোনো ঘর হতে পারে না। সেখানে সে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট হতে নিষ্কৃতি পেয়ে বিশ্রাম করে আর আল্লাহ তাআলার আযাব-গযব হতেও নিরাপদ থাকে।[১০৬]

তবে ইমাম আবু দাউদ সাজিস্তানী ﵀ তার কিতাবুয যুহদ, ৩১৯। বর্ণনা নং ৩৬৬-তে এবং ইমাম বাইহাকী ﵀ তার শুআবুল ঈমান, ১৩/২১৪। বর্ণনা নং ১০২১৫-তে বর্ণনাটি আনাস বিন মালিক ﵁-এর বাণী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যার সনদ হাসান।

১০৩. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৭।

১০৪. আহওয়ালুল কুবুর, ১৩৯।

১০৫. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৭।

১০৬. মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ৩৪৮৬৫। সনদ সহিহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২৮. উমর বিন আবদুর রহমান ﵀ বলেন, আমি ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ﵀-কে বলতে শুনেছি, একবার ঈসা ﵇ একটি কবরের সামনে দাঁড়ালেন। তার সাথে তার হাওয়ারীন (সাহাবীগণ) ছিলেন। তারা কবরের ভয়াবহতা, অন্ধকার এবং সংকীর্ণতা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তাদের আলোচনা শুনে ঈসা ﵇ বললেন, তোমরা সেখানে মাতৃগর্ভের চেয়েও সংকীর্ণ এক কুঠরিতে থাকবে। তবে আল্লাহ তাআলা যদি কারও জন্য প্রশস্ত করতে চান তবে তিনি তার কবর প্রশস্ত করে দেবেন।[১০৭]

২৯. আবুল মিকদাম ﵀ বলেন, আমরা বকর বিন আবদুল্লাহ ﵀-এর জানাযা ও দাফন সেরে হাসান বসরী ﵀-এর সাথে ফিরছিলাম। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ তাআলার এই বাণী সম্পর্কে আপনি কী বলেন?

﴿وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾

'আর তাদের সামনে পুনরুত্থান দিবসের আগ পর্যন্ত পর্দা থাকবে।'[১০৮]

আমার কথা শুনে তিনি ডানে-বামে তাকিয়ে বললেন, তাদের কবরের আড়ালে রেখে তোমরা তার ওপরিভাগে এই যে ছোটাছুটি করছ, পুনরুত্থানের আগ পর্যন্ত একে অপরের কোনো শব্দ শুনতে পাবে না।[১০৯]

৩০. নুআইম বিন সালামাহ ﵀ বলেন, কবরে মাটি ছিটানোর সময় প্রথমবার 'بِسْمِ اللهِ' (বিসমিল্লাহ), দ্বিতীয়বার 'اَلْمُلْكُ للهِ' (আল মুলকু লিল্লাহ) 'সমস্ত রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর' এবং তৃতীয়বার 'لَا شَرِيْكَ لَهُ' (লা শারিকা লাহু) 'তার কোনো অংশীদার নেই' বলবে।[১১০]

---

১০৭. ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ﵀ পর্যন্ত সনদ হাসান। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও সুয়ুতী ﵀ নিজ নিজ গ্রন্থে এই বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। কিতাবুয যুহদ, ৩০১। ঈসা ﵇ হতে বর্ণিত উপদেশমালা।

১০৮. সূরা মুমিনুন, (২৩) : ১০০

১০৯. তাফসিরু ইবনি রজব হাম্বলী, ২/৩১। সূরা মুমিনুন, (২৩) : ১০০ এর ব্যাখ্যায়। এ ছাড়াও ইবনু রজব হাম্বলী ﵀ তার আহওয়ালুল কুবুর, ৫ এ আবু হুরায়রা ﵁-এর উদ্ধৃতি দিয়ে সমার্থক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

১১০. তারীখু দিমাশক, ৬২/১৭৪। এই বর্ণনাটি একাধিক বর্ণনাকারীর পরিচয় অস্পষ্ট থাকায় দুর্বল। তা ছাড়া কবরে তিন বার মাটি ছিটানো সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো নিয়ে মুহাদ্দিসগণের নানা মত রয়েছে। সুনানু ইবনু মাজাহ, ১৫৬৫-তে আবু হুরায়রা ﵁ হতে এ-সংক্রান্ত সহিহ বর্ণনা থাকলেও ইবনু আবী হাতিম ﵀ হাদিসটি বাতিল বলে মত দিয়েছেন। তবে ইবনুল হাজার আসকালানী ﵀-সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এই বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। বিস্তারিত, তালখীসুল হাবীর, ২/৩০৩, ৩০৪। বর্ণনা নং ৭৮৮। জানাযা অধ্যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩১. তাবেঈ আবদুর রহমান বিন মাইসারা ﵀ বলেন, এক ব্যক্তির হিসাব তলব করা হলো; তার নেক আমলের তুলনায় গুনাহের পাল্লা ভারী হয়ে গেল। তখন অনুসন্ধান করে দেখা গেল, সে জনৈক ব্যক্তির কবরে তিনবার মাটি ছিটিয়েছে। এই আমলের সওয়াব নেক আমলের সাথে যুক্ত করা হলো। তার নেক আমল গুনাহের তুলনায় ভারী হয়ে গেল।[১১১]

৩২. ফাইয বিন ইসহাক ﵀ বলেন, বিখ্যাত তাবে-তাবেঈ ফুযাইল বিন আয়ায ﵀ আমাকে বলেন, তুমি কি জানো? পুরো দুনিয়া তোমার হলেও তোমাকে বলা হবে, এই দুনিয়া ত্যাগ করে চলে আসো। আর তোমাকে তোমার কবরে রেখে যাওয়া হবে। তুমি কি ঠিক তা-ই মনে করো না?[১১২]

৩৩. ফাইয বিন ইসহাক ﵀ বলেন, একদিন ফুযাইল বিন আয়ায ﵀ আমাকে বললেন,

সর্বনাশ হোক! তুমি কি মৃত্যুবরণ করবে না? তোমাকে একদিন এই পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পত্তি ছেড়ে চলে যেতে হবে। তোমাকে কবরে রেখে আসা হবে। তুমি একাই সেই সংকীর্ণ কুঠরিতে পড়ে থাকবে। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন,

﴿فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾

সেদিন তার কোনো ক্ষমতা থাকবে না এবং সাহায্যকারীও না।[১১৩]

তারপর বললেন, তুমি যদি তা মনে না করো, তাহলে তো জমিনের বুকে তোমার চেয়ে বোকা কোনো প্রাণীই নেই। [১১৪]

৩৪. আবু মুহাম্মাদ নাখাঈ ﵀ বলেন, ইছাম বিন আলী ﵀ একদিন তার সঙ্গী-সাথিদের অবস্থানরত অবস্থায় হঠাৎ শিউরে ওঠেন। কয়েকজন জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে আপনার? তিনি বললেন, কবরের কথা মনে পড়েছে।[১১৫]

---

১১১. সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী, বর্ণনা নং ৬৭৩১। এই উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনুল হাজার আসকালানী ﵀ তালখিসুল হাবীর, ২/৩০৩ এ সমার্থক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

১১২. আহওয়ালুল কুবুর, ১৩০।

১১৩. সুরা তারিক, (৮৬) : ১০

১১৪. আহওয়ালুল কুবুর, ১৩০।

১১৫. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩৫. হিশাম দাসতুআঈ ﵀ বলেন, মাঝে মাঝে যখন মৃত্যুর কথা স্মরণ করে আমি এই কল্পনা করি যে আমাকে কাফন পরানো হয়েছে, তখন দম বন্ধ হয়ে আসে।"[১১৬]

৩৬. তাবেঈ মাইমুন বিন মিহরান ﵀ বর্ণনা করেন, সাহাবী আবু দারদা ﵁ বলেন, তোমাদের জন্য পার্থিব ঘরবাড়ি ও কবরের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তোমরা কবরবাসীর জিয়ারত করে থাকো, কিন্তু তারা তোমাদের জিয়ারত করতে পারে না। তোমরা একসময় স্থান পরিবর্তন করে তাদের কাছে চলে যাবে, কিন্তু তারা কখনো তোমাদের পাশে ফিরে আসবে না। হয়তো কবরই তোমাকে পার্থিব ঘরবাড়ি থেকে অখণ্ড অবসর দিতে পারে।[১১৭]

৩৭. মুফাযযাল বিন গাসসান ﵀ বলেন, এক ব্যক্তি কবরের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমরা যেসব বিষয়ে উৎসুক হয়ে বসে আছি তারা সেসব বিষয় ত্যাগ করেছেন।[১১৮]

৩৮. উমারাহ বিন মিহরান মিওয়ালি ﵀ বলেন, মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﵀ আমাকে বললেন, তোমার বাসস্থানে আমি আহামরি কিছু দেখিনি। বললাম, আমার বাসস্থান তো কবরস্থানের পাশেই। এটা কি আপনাকে বিস্মিত করে না? তিনি বললেন, তাহলে তো কবরগুলো তোমার কষ্ট লাঘব করে দেবে, আখিরাত স্মরণ করিয়ে দেবে।[১১৯]

৩৯. মুহাম্মাদ বিন হারব মক্কী ﵀ বলেন, একদিন আমাদের মাঝে আবু আবদুর রহমান উমারী ﵀ হাযির হলেন। আমরা তার পাশে জড়ো হলাম। মক্কার গণ্যমান্য কিছু ব্যক্তিও উপস্থিত হলো। কিছুক্ষণ পর তিনি মাথা উঁচু করে তাকালেন। কাবার আশেপাশে নির্মিত আকর্ষণীয় কিছু বাড়িঘরের দিকে তার দৃষ্টি পড়ল। তিনি উঁচু স্বরে বলে উঠলেন, হে সুরক্ষিত দালানকোঠার বাসিন্দাগণ, ভয়ংকর বিপদে ঘেরা অন্ধকার কবরের কথা স্মরণ করো। হে আয়েশী লোকজন, কবরের পোকা-মাকড়, পুঁজ আর পচেগলে মাটিতে মিশে যাওয়ার কথা স্মরণ করো। এ পর্যন্ত বলেই তার চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল। অতঃপর তিনি সেখান থেকে উঠে গেলেন।[১২০]

---

১১৬. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৪, ১৫৫।

১১৭. আহওয়ালুল কুবুর, ১৩৮।

১১৮. আহওয়ালুল কুবুর, ৩৯।

১১৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ২/৩৪৮।

১২০. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/৩৭৬। হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ৮/২৮৫। সনদ হাসান।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪০. ইমাম দাউদ তাঈ ﵀ এক জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি বলেন, দুনিয়াবাসী, জেনে রাখো, কবরের লোকজন নিজেদের পাঠিয়ে দেয়া আমল নিয়ে উল্লসিত হয় আর রেখে যাওয়া বিত্তবৈভব নিয়ে আক্ষেপ করে। আজ তারা যেসব বিষয় নিয়ে আক্ষেপ করছে, তোমরা তা নিয়ে হানাহানি, কাড়াকাড়ি আর বিবাদে মশগুল রয়েছ।[১২১]

৪২. ফুযাইল বিন আবদুল ওয়াহাব ﵀ বর্ণনা করেন,আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾

(কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের ব্যাপারে বলা হবে,) তাকে ধরো, অতঃপর বেড়ি পরিয়ে দাও।[১২২]

আয়াতের এই অংশের ব্যাখ্যায় মুতামার বিন সুলাইমান ﵀ তার পিতা সুলাইমান বিন তুরখান তাইমী ﵀ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'তাকে ধরো' বলার সাথে সাথে ফিরিশতাগণ অপরাধীদের এমনভাবে ধরপাকড় করবে যে, সে তার হাত সামান্য নাড়াচাড়া করারও সুযোগ পাবে না। তখন সে বলবে, তুমি কি আমার প্রতি কোনো দয়া করবে না? ফিরিশতা বলবেন, যেখানে আল্লাহ তাআলা দয়া করেননি। সেখানে আমি কীভাবে দয়া করি?[১২৩]

৪৩. দাউদ বিন মিহরান ﵀ বর্ণনা করেন, শুআইব বিন আবু হামযাহ ﵀ বলেন, উমর বিন আবদুল আযীয ﵀ সিরিয়ার বিভিন্ন শহরের কিছু লোকজনের নিকট এই চিঠি লেখেন যে, সালাম ও কুশল বাদ, স্মরণ রেখো, কত আদমসন্তানের দেহকে মাটি হজম করে ফেলেছে! কত কীট-পতঙ্গ তার পাকস্থলি ছেদ করে বেড়িয়ে এসেছে! হে লোকসকল, এসব মনে করিয়ে দিয়ে আমি নিজেকে এবং তোমাদের সতর্ক করছি।[১২৪]

৪৪. আযহার বিন মারওয়ান রিকাশি ﵀ বলেন, বিশর বিন মানসুর ﵀-এর একটি বিশেষ কামরা ছিল। তিনি আসরের সালাত আদায় করে সেখানে প্রবেশ

---

১২১. আহওয়ালুল কুবুর, ৩৯।

১২২. সুরা হাক্কাহ, (৬৯) : ৩০

১২৩. তাফসীরু ইবনি কাসীর, ৮/২৩১।

১২৪. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫২, ১৫৩। ফসলুল খুত্তাব, ২/২৯৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করতেন। সেখানে ঢুকে তিনি কবরস্থানমুখী দরজা (কিংবা জানালা) খুলে দিয়ে কবরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।"[১২৫]

৪৫. মুফাযযাল বিন গাসসান ﵀ বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি খননকৃত একটি কবরের পার্শ্ব অতিক্রমকালে বলেন, মুমিনের বিশ্রামের জন্য এই কবর কতই-না উত্তম স্থান![১২৬]

পার্থিব জীবনের অসারতা, মৃত্যু ও কবর বিষয়ে সালাফের কবিতা

১. উমর বিন যর ﵀ বলেন, মাইমুন বিন মিহরান ﵀ বলেন, একবার আমি খলীফা উমর বিন আবদুল আযীয ﵀-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বিখ্যাত কবি সাবিক বারবার ﵀-কে দেখতে পেলাম। তিনি খলীফাকে নিচের পঙ্‌ক্তিতিমালা শোনালেন,

فكم من صحيح بات للموت آمنا *** أتته المنايا بغتة بعد ما هجع

فلم يستطيع إذا جاءه الموت بغتة *** فرارا ولا منه بقوته امتنع

فأصبح يبكيه النساء مقنعا *** ولا يسمع الداعي وإن صوته رفع

وقرب من لحد فصار مقيله *** وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع

فلا يترك الموت الغني لماله *** ولا معدما في المال ذا حاجة يدع

ঘুমের ঘোরেই ঝরে গেছে কত যে সুস্থ প্রাণ!
ডাক এসেছে ঘুমের মাঝেই, ছিড়েছে পিছুটান।
অমোঘ হুকুম যেতেই হবে, পালিয়ে বাঁচার সুযোগ নেই,
পেশির বলে যায় না রোখা, এমন মুরোদ কারোরই নেই।
বিলাপী নারীর আর্তনাদে জেনেছে পড়শি বাড়ি,

১২৫. শরহুস সুদুর, ২২২।
১২৬. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তার আওয়াজে জাগেনি কেউ, শব্দে যে তার আড়ি।
শোকের অশ্রু চোখে রেখেই দিয়েছে সবাই কবর,
পরের দিনই ভুলে গেছে, নেয়নি কেউ খবর।
ধনে মানে মরণবানে ছাড়বে না যে কভু,
নিঃস্ব গরিব সবাই যাবে, দিয়েছে বেঁধে প্রভু।

কবিতা শুনে খলীফা আফসোস করতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে একসময় তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর আমরা সেখান হতে উঠে আসলাম।[১২৭]

২. কবি ইবনু আবি উমরাহ ﵀ বলেন,

يا أيها الذي قد غره الأمل *** ودون ما يأمل التنغيص والأجل
ألا ترى إنما الدنيا وزينتها *** كمتولي الركب دارا ثم ارتحل
حتوفها رصد وعيشها نكد *** وصفوها ريق وملكها دول
يظل يفزع بالروعات ساكنها *** ما أن.. لين ولا له جزل
كأنه للمنايا والردى عرض *** تظل فيه بنات الدهر تنتقل
والمرء يشقى بما يسعى لوارثه *** والقبر وارثه ما يسعى له الرجل.

ধূলির ধরায় মিথ্যে মায়ায় দিনগুলো সব যাচ্ছে কেটে,
নিত্যই সব ডুবছে এথা পিছুটানের চোরাস্রোতে।
রঙিন সুখের জগৎজুড়ে বলব কী আর হায়!
আপন মনে নিবাস গড়ে সবাই চলে যায়।
নগদ সুখের সদাই করে, বাকির খাতায় হায় অপমান,
জগৎ জয়ের মাতাল নেশায় দিন ফুরোলে হয় বিরান।
আশার ঘরে শঙ্কা জাগায়, ঘোর বিপদের ডঙ্কা বাজায়,

১২৭. হিলইয়াতু আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ৫/৩১৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হেঁচকা টানে সুখের ঝালর ছিন্ন করে বেদনা জাগায়।
শেষ হিসেবের ধ্বংস পানে, নিচ্ছে টেনে দমে দমে,
ঘড়ির কাটায় সন্ধি পেতে আসছে মরণ প্রতিক্ষণে।
ইহজীবনে যা জমেছে, ষোলো আনা হায় পরের তরে,
ওপারেতে নেই কিছু আজ, সঙ্গী কেবল শূন্য থলে। [১২৮]

৩. প্রখ্যাত কবি আবুল ইতাহিয়া ﵀-এর ছেলে তার একটি কবিতা আবৃত্তি করেন,

لربما غوفص ذو عزة ... أصح ما كان ولم يسقم
يا واضع الميت في قبره ... خاطبك القبر فلم تفهم

বেঘোর পাপের নেশায় ডুবে হারিয়ে গেছে কত প্রাণ!
সুস্থ দেহ, সুস্থ মনেই পড়েছে তার সুতোয় টান।
কবর খুঁড়ে আজকে যারা আসছ রেখে আপনজন,
তোমাকেও ডাকছে কবর, তা বুঝে আর কতজন? [১২৯]

৪. মুহাম্মাদ বিন আবুল ইতাহিয়াহ বলেন, আমার পিতা আরও বলেন,

إني سألت الثرى ما فعلت بعدي ... وجوه فيك منعفرة
فأجابني صيرت ريحهم ... يؤذيك بعد روائح عطرة
وأكلت أجسادا منعمة ... كان النعيم يهزها نضرة
فما بقي غير جماجم عز منه ... بيض تلوح وأعظم نخرة.

প্রশ্ন করেছি কবরের মাটিকে, প্রিয়জনের কী খবর?
কেমন ছিলে প্রিয়মুখের সাথে, হে আঁধার কবর!

---

১২৮. তারীখু দিমাশক, ৩২/৩২১, ৩২২।
১২৯. মুজামুশ শুআরা, ১/৪৩২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কবর শুধায়, সুবাস ছড়ানো কোমল সে দেহের,
সবটুকুই নিয়েছি শুষে, রেহাই মিলেনি কোষের।
ঝলমলে সে চাঁদমুখখানি ধুলোয় করেছি মলিন,
কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়ে বিবর্ণ করেছি, অবস্থা আজ কঠিন।
অস্থি মজ্জাহীন সে করোটি আজ পড়ে আছে অসহায়,
পচে-গলে সব মিটে গেছে আজ, মিলিয়েছে সব হাওয়ায়।[১৩০]

৫. মুহাম্মাদ বিন কুদামাহ জাওহারী ﵀ নিচের পঙ্‌ক্তিমালা আবৃত্তি করেন,

المنايا رحى علينا تدور *** كلنا جاهل بها مغرور
رحم الله من بكى للخطايا *** كل لذنبه معذور

মৃত্যু এসে বৃত্তাকারে রেখেছে ঘিরে চারিপাশে,
মোহের মায়ায় ছুটছে সবাই আপন নেশায় উর্ধ্বশ্বাসে
ভুল বুঝে যে অশ্রু ফেলে, রহম করুন আল্লাহ তাকে,
পাপের পাকে ডুবছি সবাই, পড়ছি বড় দুর্বিপাকে।[১৩১]

৬. উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আউন আল-ইয়াশকারী ﵀ বলেন,

ماذا تقول وليس عندك حجة *** لو قد أتاك منغص اللذات
ماذا تقول إذا دعيت فلم تجب *** وإذا سئلت وأنت في غمرات
ماذا تقول وليس حكمك جائزا *** فيما تخلفه من التركات
ماذا تقول إذا حللت محلة *** ليس الثقات لأهله بثقات

এই যে তুমি ডুব দিয়েছ মিথ্যে সুখের অভিসারে,
আঁধার গোরে পুছলে পরে কে তোমাকে বাঁচাতে পারে?

---

১৩০. ফসলুল খুত্তাব, ৫/৩৬৮।
১৩১. বুসতানুল ওয়াইজীন ওয়া রিয়াদুস সামিঈন (ইবনু জাওযী), ১৪৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কবরখানি ডাকছে তোমায়, আজকে তুমি নির্বিকার,
সেদিন তোমায় পুছলে এসব, বলো না ফের দুর্বিচার!
আঁধার মুখে ছুটছ তুমি, ভালো-মন্দ নেই খবর,
এসব কিছুর বৈধতা কী? পুছবে যখন কবর-ঘর?
আঁধার-ঘরে একলা রবে, সেদিন তোমার উপায় কী?
আজকে যারা নিত্য পাশে, তারাও সেদিন থাকবে কি?

মুহাম্মাদ বিন আবুল ইতাহিয়াহ বলেন, এক ব্যক্তি জনৈক বিচারকের নিকট এই পঙ্‌ক্তিমালা পাঠ করেন। কবিতা শুনে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। বললেন, তুমি তাকে যেমন দেখছ সে কি তা বলবে?[১০২]

৭. সুফিয়ান বিন হুসাইন ﵀ বলেন, বিখ্যাত আরব কবি ফারাযদাকের স্ত্রী নাওয়ার বিনতু আইয়ান বিন যুবাইআহ বিন ঈকাল মুজাশিঈ ﵀ যখন ইনতিকাল করেন, হাসান বসরী ﵀ তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। দাফন শেষ করে কবি ফারাযদাক মাটি ঝেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং নিচের পঙ্‌ক্তিমালা আবৃতি করেন,

أخاف وراء القبر إن لم تعافني *** أشد من القبر التهابا وأضيقا
إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف *** وسواق يسوق الفرزدقا
لقد خاب من أولاد آدم من مشى *** إلى النار مغلول القيادة أزرقا

ইয়া রব, আপনার ক্ষমা না পেলে কবরের ওপারে আমার ভয়ের অন্ত নেই,
মাগফিরাতহীন কবর যে অগ্নিশিখা ঘেরা এক সংকীর্ণ ভয়ের ঘর।
হাশরের মাঠে কপর্দকহীন ফারাযদাক পথহারা পথিকের মতো ঘুরে বেড়াবে।
জাহান্নামের পথে ছিটকে পড়া আদমসন্তানের চোখে-মুখে,
সেদিন বিষাদের নীল ছাপ ফুটে উঠবে।[১০৩]

---

১০২. দিওয়ানু আবিল ইতাহিয়াহ, ৭৬।
১০৩. দিওয়ানু ফারাযদাক, ২/৩৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কবিতা শেষ করে ফারাযদাক বলে উঠলেন, আল্লাহর শপথ! সেদিন সকল মানুষই কাঁদবে!

হাসান বসরী ﵀ বললেন, সেদিন তারা কী বলবে?

ফারাযদাক বললেন, তারা বলবে, তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষ ছিলে। আর আমি ছিলাম সবচেয়ে খারাপ!

হাসান বসরী বললেন, আমি যেমন সবচেয়ে ভালো মানুষ নই। তুমিও সবচেয়ে খারাপ মানুষ নও।

আচ্ছা, সেদিনের জন্য তুমি কী প্রস্তুত করছ?

ফারাযদাক বললেন, সত্তর বছর যাবৎ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য প্রস্তুত রাখছি।

হাসান বসরী ﵀ কোনোরকম চিন্তাভাবনা না করে এই আমল চালিয়ে যাও।[১৩৪]

৮. আবু আলী ﵀ নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিমালা আবৃতি করেন,

هالوا عليه التّرب ثم انثنوا *** عنه وخلّوه وأعماله

لم ينقض النّوح من داره *** عليه حتى اقتسموا ماله

কবরে মাটি দিয়ে, মৃতকে আমলের হাতে সঁপে

অন্যত্রে ধ্যান দিয়েছে সকলেই।

শুরু হয়ে গেছে উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্ব!

মায়াকান্নার বিলাপ দুয়ার পেরোতেই।[১৩৫]

---

১৩৪. ইয়াহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৪/৪৮৭। মুরাকাবা ও মুহাসাবা অধ্যায়। ইমাম গাযালীর সনদে ইমাম বালাজুরীও তা বর্ণনা করেছেন। আনসাবুল আশরাফ, ১২/৭৭। ফারাযদাক অধ্যায়।

১৩৫. মুহাযারাতুল উদাবা, ২/৫১৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৯. রিয়াশি আব্বাস ইবনুল ফারায ﵀ নিচের পঙ্‌ক্তিমালা আবৃতি করেন,

تهيج منازل الأموات وجدا *** ويحدث عند رؤيتها اكتئاب

منازل لا تجيبك حين تدعو *** وعز عليك أنك لا تجاب

মৃত লোকদের বাসস্থান তোমায় আলোড়িত করে ছাড়বে,

তাদের জিয়ারত তোমার মাঝে উদাসী ভাব এনে দেবে।

এখানে শত আহ্বানে মিলবে না সাড়া, শুধু নীরবতা,

বিপদের কালো ছায়াতেও এখানে বিরাজ করে রাজ্যের নিস্তব্ধতা।[১৩৬]

১০. ইবরাহীম বিন উরমাহ ইস্পাহানী ﵀ রিয়াশি ﵀-এর উদ্ধৃতি দিয়ে নিচের পঙ্‌ক্তিটি আবৃত্তি করেন,

وكيف يجيب من ندعوه ميتا *** تضمنه الجنادل والتراب

আমরা যাকে মৃত বলে ডেকে থাকি,

তার আবার সাড়া দেয়ার উপায় থাকে কীভাবে?

সে তো আজ মাটি ও পাথরে মিশে জড় পদার্থ হয়ে গিয়েছে![১৩৭]

১১. ইবরাহীম বিন উরমাহ ইস্পাহানী নিচের পঙ্‌ক্তিমালা আবৃতি করেন,

مقيم إلى أن يبعث الله خلقه *** لقاؤك لا يرجى وأنت قريب

تزيد بلى في كل يوم وليلة *** وتنسى كما تبلى وأنت حبيب

মৃত লোকজন পড়ে থাকবে আঁধার কবরের কোলে,

জাগবে সেদিন, ডাকবে যেদিন মহান রবের দরবারে।

আমাদের জিয়ারত শুধু মাটির সাক্ষাতে শেষ হয়,

সাধ্যি কার অদৃশ্য এ আড়াল করতে পারে ক্ষয়?

---

১৩৬. আহওয়ালুল কুবুর, ১৪২।

১৩৭. আহওয়ালুল কুবুর, ১৪২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উদয়-অস্তে বেড়ে চলে কেবল জীর্ণতার ইতিহাস,

ঠিক যেভাবে ভুলে যাচ্ছে বন্ধু, স্বজন ও সমাজ।[১৩৮]

১২.আমর বিন জারির বাজালী ﵀ বলেন, তোমরা কি জানো, বাদশাহ নুমান বিন মুনজির[১৩৯] কখন তাওবা করার ইচ্ছা করেছিলেন? সবাই বলল, না। তিনি বললেন, একদিন নুমান ইবনুল মুনজির খোশমেজাজে শিকারের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলেন। তিনি হীরা শহরের মধ্যভাগে অবস্থিত একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে তিনি কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। তখন বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক আদি বিন যায়িদ[১৪০] তাকে বললেন, সকল অকল্যাণ বিদূরিত হোক![১৪১] আপনি কি জানেন, এই কবরগুলো কী বলে? তিনি বললেন, না। আদী বললেন, কবরবাসী বলে,

يا أيها الركب المحيون على الأرض محدون

كما أنتم كنا وكما نحن تكونون

জমিনের বুকে ঘুরে বেড়ানো সীমাবদ্ধ লোকসকল!

তোমরাও একদিন আমাদের মতো হয়ে যাবে,

যেমন আমরা একদিন তোমাদেরই মতো ছিলাম!

এ কথা শুনে নুমান বললেন, পঙ্‌ক্তিটি আমাকে আবার শোনান। সে আবার তা শোনাল। নুমান বিন মুনজির ভগ্ন হৃদয়ে ঘরে ফিরে গেল। আরেকদিন তিনি ঘর থেকে বের হয়ে সমাধিস্থলে আসলেন। আদী বিন জায়িদ বললেন, সকল অকল্যাণ বিদূরিত হোক! আপনি কি জানেন, এই কবরগুলো কী বলে? তিনি বললেন, না। আদী বললেন, কবর বলে–

---

১৩৮. আহওয়ালুল কুবুর, ১৪২। আত-তাওয়াবীন, ১২৬। বর্ণনা নং ৭৮।

১৩৯. নুমান ইবনুল মুনজির বিন মুনজির বিন ইমরাউল কায়িস। আনুমানিক ৫৮২-৬০২ বা তারও কিছু বেশি সময় তিনি হীরা অঞ্চলের শাসক ছিলেন। ইরাকের বিখ্যাত নুমানিয়া শহরের গোড়াপত্তন করেন। আল-আলাম (খাইরুদ্দিন যারকালী), ৮/৪৩, ৪৪।

১৪০. আদী বিন যায়িদ বিন হাম্মার আব্বাদী তামীমী। জাহিলী যুগের একজন কবি। ইরাকের হীরা অঞ্চলের অধিবাসী। ১০১-১১০ হিজরির মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তারীখুল ইসলাম (যাহাবী), ৩/৯৯। ব্যক্তি নং ১৭৫।

১৪১. জাহিলী যুগে শাসকশ্রেণির জন্য এই দুআ করা হতো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

رب ركب قد أناخوا حولنا *** يشربون الخمر بالماء الزلال
ثم بادوا عصف الدهر بهم *** وكذاك الدهر حال بعد حال

আমাদের চারপাশে কত সওয়ারি তার উট হাঁকিয়ে বেড়ায়!
সুপেয় পানিতে শরাব মিশিয়ে নেশার জগতে হারিয়ে যায়।
অতঃপর কালের ঘূর্ণিপাকে একদিন নিঃশেষ হয়ে থেমে যায়,
এভাবেই যুগের পর যুগ পাল্টাতে থাকে।

বাদশাহ বললেন, পঙ্‌ক্তি দুটি পুনরাবৃত্তি করুন। আদি তা-ই করলেন। অতঃপর বাদশাহ নুমান বিন মুনজির (পৌত্তলিক ধর্ম ছেড়ে তৎকালীন সঠিক দ্বীন) খ্রিষ্টধর্মের দীক্ষা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। তিনি খ্রিষ্টান অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেন।[১৪২]

১৩. উসমান বিন উমর তাইমী ﵀ উবাইদুল্লাহ বিন উমর বিন হাফস ﵀ হতে কিছু পঙ্‌ক্তি শোনেন। তিনি তাকে বলেন, তোমার ভাতিজার জন্য পঙ্‌ক্তিগুলো লিখে দাও। উবাইদুল্লাহ ﵀ সেগুলো লিখে দিলেন। যা নিম্নরূপ :

أمم قبلنا خلت وقرون *** قوم موسى منهم بنوا إسرائيل
نقبوا في البلاد من حذر الموت *** وجالوا على الأرض كل مجال
ثم صاروا إلى التي خلقوا منها *** فأضحوا من التراب الهال
هل تراه يبقى عليهم مسح *** فايح فاه للصبا والشمال.

আমাদের পূর্বে কত শতাব্দী আর উম্মাহ অতীত হয়েছে
মুসা ﵇-এর জাতি বনী ইসরাঈল ছিল তাদেরই একদল।
মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে বেড়াতে তারা নগরে-বন্দরে ঘুরেছে!
কত প্রান্তর চষে বেড়িয়েছে এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বুক বেঁধে।
অবশেষে সৃষ্টির শুরুতেই ফিরে গিয়েছে তারা,

১৪২. তারীখু দিমাশক, ৪০/১০৬। কোথাও কোথাও শব্দের ভিন্নতা রয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্তূপীকৃত মাটিই হয়েছে তাদের শেষ পরিণতি।

আজ কি তোমরা তাদের কোনো চিহ্নটুকু দেখতে পাও?

হায় আফসোস! অফেরতযোগ্য শৈশব ও বাকি সময়ের জন্যে![১৪৩]

১৪. হামিদ বিন আহমাদ বিন উসাইদ ﵀ বলেন, একদিন আমি আলী বিন জাবালাহ ﵀-এর হাত ধরে কবি আবুল ইতাহিয়া ﵀-এর সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি তখন হাম্মামে গোসল করছিলেন। আমরা তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে সেখানে ইবরাহীম বিন মুকাতিল বিন সাহাল ﵀ এসে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখতে বেশ সুদর্শন ছিলেন। কবি আবুল ইতাহিয়া বেশ মনোযোগ সহকারে তাকে দেখে এই পঙ্‌ক্তিটি আবৃত্তি করেন,

يا حسان الوجوه سوف تموتون *** وتبلى الوجوه تحت التراب

হে সুদর্শন, খুব শীঘ্রই মৃত্যু তোমায় গ্রাস করে নেবে,

তোমার এই নিটোল দেহ একদিন মাটির নিচে হারিয়ে যাবে।

আবুল ইতাহিয়া ﵀-এর পঙ্‌ক্তি শুনে আলী বিন জাবালাহ ﵀ এগিয়ে এসে বললেন, আমার পক্ষ হতে দুই লাইন লিখে রাখো,

يا مربي شبابه للتراب سوف *** تلهوا البلى بغض الشباب

يا ذوي الأوجه الحسان المصونات *** وأجسامها الغضاض الرطاب

হে সতর্ক যৌবনের অধিকারী! সুস্থ-সুদর্শন গড়নের গর্বিত মালিক!

শীঘ্রই যৌবনের এই সবুজ সৌরভ ফুরিয়ে তুমি ধুলোয় মিশে যাবে।

এবার আবুল ইতাহিয়া ﵀ বললেন, হে হামিদ, তুমি কিছু বলো। বললাম, আপনার সাথে আর আবুল হাসানের সাথে মিলিয়ে বলব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম,

أكثروا من نعيمها وأقلوا *** سوف تهدونها لعفر التراب

---

১৪৩. তারীখু দিমাশক, ৪০/১২৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

قد نعتك الأيام نعيا صحيحا *** بفراق الإخوان والأصحاب

نعموا الأوجه الحسان فما *** صونكوها إلا لعفر التراب

ولبسوا ناعم الثياب ففي *** الحفرة يعرون من جميع الثياب

قد ترون الشباب كيف يموتون *** إذا استنصروا بماء الشباب

যৌবনের এই কম-বেশি নিআমত অচিরেই ধুলোয় ধূসরিত হবে,

তুমিহীন সে দিনগুলো প্রিয়জন হয়তো শোকেই কাটিয়ে দেবে।

যৌবনের যে নেশায় আজ মত্ত তুমি, তার শেষ ঠিকানা তো মাটির ঘরে

ঝলমলে পোশাকের আভিজাত্য ছিনিয়ে সেদিন কবরের আঁধারে ছেড়ে আসবে,

যৌবনের তুঙ্গে থাকতেই কত দেহ অকালে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছে![১৪৪]

১৫. হাসান বসরী ﵀ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার সাহাবী উসমান বিন আবুল আস ﵁ এক জানাযায় অংশ নিলেন। কবরস্থানে গিয়ে তিনি একটি ভাঙা কবর দেখতে পেলেন। এ সময় তিনি তার পরিবারের একজনকে বললেন, দেখো দেখো, তোমার স্থায়ী ঠিকানার দিকে দেখো। লোকটি এগিয়ে এসে দেখে বলল, এ ঘরে তো কোনো দানাপানি আর বিলাস-ব্যবস্থা নেই! তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! এটাই তোমার আসল ঠিকানা। লোকটি বলল, আপনি সত্য বলেছেন। এরপর তিনি সেই কবরের পাশ থেকে ফিরে এসে বললেন, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমাকে সেই ঘরে থাকতে হবে।

হাসান বসরী ﵀ বলেন, এ সময় তাকে নিচের পঙ্‌ক্তিমালা আবৃত্তি করতে শুনি,

هَلْ عَلى نَفْسِ امْرئ مَحْزُونُ *** مُوقِنٌ أَنَّهُ غَداً مَدْفُونُ

فَهُوَ لِلْمَوتِ مُسْتَعِدٌّ *** لا يَصُونُ الْحُطامَ فيما يَصونُ

كُلُّنا يُكْثِرُ الْمَذَمَّةَ لِلدُّنْـيا *** وكُلٌّ بِحُبِّها مدفونُ

بأكثر الكنوز إن الذي يكفيك *** ما أكثرت منها الدون

১৪৪. আহওয়ালুল কুবুর ১৫৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وتَرى مَنْ بِها جَميعًا كَأَنْ ••• قَدْعلقت مِنْهُمُ ومِنْكَ الرُّهُونُ

أَينَ آباؤُنا وآباؤُهُمْ قَبْلُ ••• وأينَ الْقُرونُ أَينَ الْقُرونُ

إنا لتلك الْمَنايا وَلَو أَنَّكَ ••• في شاهِقٍ من تلك الْحُصونُ

كَمْ أُناسٍ كانُوا فأفْنَتْهُمْ الأَيـامُ ••• حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يكُونُوا

إنَّ رَأْيًا دَعا إلى طاعَةِ اللهِ ••• لرأيا باذل مَيمونُ

আগামীকাল যে দাফন হতে যাচ্ছে,

তার কি আর ইহকালীন চিন্তা থাকতে পারে?

সে তো মৃত্যুর প্রস্তুতি নেবে, যার ইতিহাস কেউ রক্ষা করে না।

দুনিয়ার জন্য শত অপমান আমরা গায়ে মাখি,

অথচ দুনিয়ার সকল প্রেমিকই আজ কবরে!

বিত্তের পেছনে ছুটে বেড়ালে তোমার জন্য হয়তো কিছুই যথেষ্ট হবে না।

এ ভূমি থেকেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে তারা তোমা হতে তা বন্ধক নিয়েছিল।

কোথায় সে সকল পূর্বপুরুষ আজ, কোথায় প্রজন্মান্তরের সেসব লোকজন?

সুউচ্চ দুর্গের আশ্রয় থাকলেও এই পরিণাম আমাদের কাছে পৌঁছে যাবেই।

সহস্রাব্দের সকল মানুষের জীবনেই এমন একদিন এসেছে,

যেদিন গত হওয়ার পর মনে হয়েছে, তারা আসলে কখনোই এখানে ছিল না।

নিঃসন্দেহে এসব ভাবনা মহান রবের পথে আহ্বান জানায়,

আহ্বান জানায় সৌভাগ্যের পরশমণির প্রতি।[১৪৫]

১৬. সুলাইমান বিন আবু শাইখ ﵀ বলেন, মুহাম্মাদ বিন হাকাম ﵀ আমাকে কবি আশা হামদান ﵀ এই পঙ্‌ক্তিমালা আবৃত্তি করে শোনান,

فَمَا تَزَوَّدَ مِمَّا كَانَ يَجْمَعُهُ ••• سِوَى حَنُوطٍ غَدَاةَ الْبَيْنِ مَعَ خِرَقِ

১৪৫. মজমুআতুল কসাইদিয যুহদিয়্যাত, ২/৩৫৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَغَيْرَ نَفْحَةِ أَعْوَادٍ تُشَبُّ لَهُ ••• وَقَلَّ ذَلِكَ مِنْ زَادٍ لِمُنْطَلِقِ

لَا تَأْسَيَنَّ عَلَى شَيْءٍ فَكُلُّ فَتًى ••• إِلَى مَنِيَّتِهِ سَيَّارُ فِي عَنَقِ

وَكُلُّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمَوْتَ يُخْطِئُهُ ••• مُعَلَّلٌ بِأَعَالِيلَ مِنَ الْحُمَقِ

بِأَيِّمَا بَلْدَةٍ تُقْدَرْ مَنِيَّتُهُ ••• إِنْ لَا يُسَيَّرْ إِلَيْهَا طَائِعًا يُسَقِ

শেষ বিদায়ে মানুষের সম্বল বলতে
কয়েক প্রস্থ কাপড় আর কিছু সুগন্ধীমাত্র
আর কিছু আগরমিশ্রিত কাষ্ঠ জ্বালিয়ে
খুব সামান্য আয়োজনে শুরু হবে দীর্ঘ যাত্রা।
তবে এসব নিয়ে হতাশ হয়ে লাভ নেই,
ধীরে ধীরে সকলেই ঠিক সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে,
নির্বোধ ব্যাধিগ্রস্ত হলো সেই ব্যক্তি,
যে মনে করে যে, মৃত্যু তাকে ভুলে যাবে!
কোনো শহরে যখন মৃত্যুর ফরমান জারি হয়,
মৃত্যু তার নিজ গতিতে তা প্রদক্ষিণ করে থাকে।[১৪৬]

১৭. একই সূত্রে তিনি নিচের পঙ্‌ক্তিমালা আবৃত্তি করেন,

دار الفجائع والهموم ... ودار البنود والأحزان والشكوى

منا الفتى فيها بمنزل ... إذ صار تحته جيرانها ملقى

يقفوا مساوئها محاسنها ... لا شيء بين المنعى والبشرى

ইহকালের এ জগৎখানি নিকষ আঁধারময়,

১৪৬. তাফসীরু ইবনি কাসীর ৬/৩১৯। সূরা লুকমান, (৩১) : ৩৪ এর ব্যাখ্যাতে। তারীখু দিমাশক, ৩৪/৪৮১, ৪৮২। এ ছাড়া ভিন্ন সনদে রয়েছে : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/২০৫। ১০১ হিজরির আলোচনায়। হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ৫/৩১৮। উমর বিন আবদুল আযীয অধ্যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিপদের ঝুঁকি হতে এখানে কেউই মুক্ত নয়।
এ যে দুর্যোগ-দুর্বিপাকের এক কঠিন ঠিকানা,
মন্দা, শঙ্কা আর আর শত অভিযোগের আস্তানা।
এখানে একজন উঁচু তলার বাসিন্দা হয়ে থাকে,
আর তার পদতলে অযুত প্রতিবেশী গুমরে মরে,
এখানে সুখ-দুঃখ কেউ কারও পিছু ছাড়ে না।
প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির মাঝে এখানে খুব বেশি ফারাকও ধরা পড়ে না।

১৮. বিশর ইবনুল হারিসের ঘনিষ্ঠ সহচর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান নিচের পঙ্‌ক্তি দু'টি আবৃতি করেন,

كأني بإخواني على حافتي قبري *** يهيلونه فوقي وأعينهم تجري
عفى الله عني يوم أنزل ثاويا *** أزار فلا أدري وأجفا فلا أدري

আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, বন্ধুগণ কবরের দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে,
তারা আমার ওপরে জড়ো হয়ে আছে আর তাদের দৃষ্টি এদিক-সেদিক ঘুরছে।
যেদিন আমি গোরের আঁধারে নামব, আল্লাহ যেন আমায় ক্ষমা করেন,
লোকজন আমার জিয়ারতে আসবে, একসময় এই ভিড়ও ফুরিয়ে যাবে,
অথচ আমি তার কিছুই জানব না।[১৪৭]

১৯. মুহাম্মাদ বিন বুকাইর ﵀ এই পঙ্‌ক্তি দুটি আবৃত্তি করেন,

يا ساعة القبر أين زواري *** إذا تخليت بين أحجاري
يهجر ذكري ويحتمي وطني *** وتنقضي مدتي وإيثاري

হায়! কবরের দিনকাল! দর্শনার্থীরা আজ কোথায়?
পাথরের আড়ালে নিঃস্ব হতেই তারা হারিয়ে গেল কোথায়?

১৪৭. আল-মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, ৬/১৫৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমার আলোচনা পরিত্যক্ত হয়েছে, ভিটেমাটি স্মৃতিহীন হতে চলেছে,

আমার স্বর্ণসময় আর স্বার্থহীন আলোচনা মলিন হতে চলেছে।[১৪৮]

২০. মুহাম্মাদ বিন উবাইদ বিন সুফিয়ান ﵀ কিছু পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করে শুনিয়ে বলেন, আবুস সামহি আত-তাঈ ﵀ তাকে এই পঙ্‌ক্তিমালা শুনিয়েছেন,

إذا أصحاب ودي ودعوني *** وراحوا والأكف بها غبار

مقيم لا يجاورني صديق *** بأرض لا أزور ولا أزار

فذاك النأي لا الهجران *** شهرا وشهرا ثم تجتمع الديار

আমাকে কবরে রেখে ধূলিমলিন হাতে ফিরে যাবে উপত্যকাবাসী,

আমার স্থায়ী সঙ্গী হবে না কেউ,

এখানে একে অপরের সাক্ষাৎও আদৌ সম্ভব নয়।

সেখানে সাক্ষাতের কোনো ব্যবস্থা নেই, নয় তা দূর প্রবাসের জীবন,

যেখানে কিছুদিন পর হলেও স্বজনের দেখা পাওয়া যায়।[১৪৯]

২১. হুসাইন বিন আবদুর রহমান ﵀ হুদবাহ বিন খাশরাম উযরি ﵀-এর নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন,

ألا عللاني قبل نوح النوائح *** وقبل اضطلاع النفس بين الجوانح

وقبل غد يا ويح نفسي من غد *** إذا راح أصحابي ولست برائح

إذا راح أصحابي تفيض دموعهم *** وغودرت في أرض لحد على صفائح

يقولون هل أصلحتم لأخيكم *** وما القبر في أرض الفضاء بصالح

হায়! বিলাপের সুর ওঠার আগেই কত লোক আমাকে ভুলে বসেছে!

অন্যের কাঁধে চড়ার আগেই তারা আমাকে ভুলে গিয়েছে!

---

১৪৮. তারীখু দিমাশক, ৬৩/৩০, ৩১।

১৪৯. শরহু দিওয়ানিল হিমাসাহ লিত তাবরিযী, ২/৮৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আফসোস! আগামী প্রভাতের আগেই আমি বিস্মৃত হয়েছি!

বন্ধুরা ফিরে গেলেও আমি একলা পড়ে আছি!

অশ্রুসজল চোখে প্রিয়দের মাহফিল ফিরে গেছে হায়!

আমি তো মাটিতে চাপা পড়ে আছি, একাকী অসহায়!

তারা বলছে, তোমরা কি বন্ধুর জন্য ভালো কিছু করেছ?

কবরের এই নির্জন শূন্যতা মোটেও ভালো কিছু নয়।[১৫০]

২২. আবু ইসহাক ﵀ বলেন, এক ব্যক্তির সাথে আমার পঞ্চাশ বছরের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তার মৃত্যুর পর আমি জানাযায় অংশগ্রহণ করি। তাকে দাফন করে মাটি সমান করে দেওয়ার পর লোকজন চলে গেল। আমি কয়েকটি কবরের পাশে গিয়ে বসলাম। আমি ভাবতে লাগলাম, এই কবরবাসী লোকজন একদিন এই দুনিয়াতে ছিল। একে একে তাদের সকলেই বিদায় নিয়ে আজ কবরের বাসিন্দা হয়েছে। ভাবতে ভাবতে আমি আবৃত্তি করতে লাগলাম,

سلام على أهل القبور الدوارس *** كأنهم لم يجلسوا في المجالس

ولم يشربوا من بارد الماء شربة *** ولم يأكلوا من بين رطب ويابس

কবরবাসীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়েছে,

যেন কোনোদিন কোনো বৈঠকে তারা আসন পাতেনি।

কখনো ঠান্ডা পানীয়তে ঠোঁট ছোঁয়ায়নি, তাজা বা শুষ্ক খাবারের স্বাদ নেয়নি।

তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! এর পরে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসল; আর আমি ভারাক্রান্ত মনে সেখান থেকে উঠে আসলাম।[১৫১]

২৩. আহমাদ বিন ইয়াহইয়া বালাজুরী ﵀আবৃত্তি করেন,

استعدي للموت يا نفس واسعي *** لنجاة فالحازم المستعد

قد نبئت أنه ليس للحي *** خلود ولا من الموت بد

১৫০. দিওয়ানু হুদবাহ বিন খাশরাম, ২/২।

১৫১. দিওয়ানু আবুল ইতাহিয়াহ, ১১২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

أنت تسهين والحوادث لا *** تسهوا وتلهين والمنايا تجد

إنما أنت مستعان ما سوف *** تردين والعواري ترد

لا ترجي البقاء في معدن الموت *** ودار حقوقها لك ورد

أي ملك في الأرض أو أي حظ *** لامرئ حظه من الأرض لحد

كيف تهيني أمرا ولذاذة *** أيام عليه الأنفاس فيها تعد.

প্রিয় মন, মরণের জন্য প্রস্তুত হও, মুক্তির পথ খুঁজে বের করো।

তুমি তো ভালো করেই জানো যে, এখানে কেউ স্থায়ী নয়।

তুমি হয়তো ভুলের ঘোরে আছ, মৃত্যুকে আসলে এড়ানো যায় না।

মৃত্যু, সে তো আসবেই, এই যন্ত্রণা মোটেও ভুল করবে না।

তুমি তো কেবল ঋণ করে আনা প্রাণ, অচিরেই যাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

মরণশীল এই উপত্যকায় টিকে থাকার আশা কোরো না,

এখানে তোমার স্থায়ী কোনো আবাস নেই।

এই বিশাল জগৎ-সংসারে তোমার বলে কিছু থাকলে তা হলো, কবর।

সামান্য কিছু নিঃশ্বাসের মালিকানা পেয়ে

কীভাবে এত রং-তামাশা করে বেড়াও।[১৫২]

২৪. আবু জাফর কুরাইশী ﵀ আবৃত্তি করেন,

أتعمى عن الدنيا وأنت بصير *** وتجهل ما فيها وأنت خبير

وتصبح تبنيها كأنك خالد *** وأنت غدا عما بنيت تسير

فلو كان فيها لي الذي أنت عارف *** لقد كان فيما قد بلوت نذير

متى أبصرت عيناك شيئا فلم *** يكن له مخبر أن البقاء يسير

فدونك فاصنع كلما أنت صانع *** فإن بيوت الميتين قبور.

---

১৫২. তারীখু দামিশক, ৬/৭৫। বাগিয়্যাতুত তালাব ফি তারীখি হালাব, ৩/২২২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এত বিচক্ষণ হয়েও তুমি অন্ধের মতো কাজ করে যাচ্ছ?
সব জেনেও এমন বোকার মতো আচরণ করছ!
জমিনের বুকে এমনভাবে চলছ যেন এখানেই থেকে যাবে চিরকাল!
অথচ আগামীকালই এসব ছেড়ে তোমায় চলে যেতে হবে।
গভীর ভাবনায় বসে যদি ভেবে দেখো,
এই জগতের সবকিছুতেই তুমি কবরের সতর্কবার্তা খুঁজে পাবে।
অতএব যা করার জলদি করে নাও,
মৃত্যুর পর কবরই সকলের মূল ঠিকানা।[১৫৩]

২৫. ইমাম দিনওয়ারী ﵀ বলেন, আহমাদ বিন আবদান আযদী ﵀ আমাকে আবৃত্তি করে শোনান,

تناجيك أجداث وهن سكوت *** وسكانها تحت التراب خفوت
أيا جامع الدنيا لغير بلاغة *** لمن تجمع الدنيا وأنت تموت

নিথর নিস্তব্ধ দেহগুলো চুপিসারে তোমাকে ডেকে বলে,
সমাধির অন্তরালে তাদের নীরব অবস্থান তোমাকে ডেকে বলে,
হে বল্গাহীন বিত্ত বৈভবের মালিক,
কার জন্য তুমি এসব জড়ো করছ? তুমি তো মরেই যাবে![১৫৪]

২৬. আবু আলী আল ওয়াররাক ﵀ আবৃত্তি করেন,

ذوي الود من أهل القبور عليكم *** السلام أما من دعوة تسمعونها
ولا من سؤال ترجون جوابه إلينا *** ولا من حاجة تطلبونها
سكنتم ظهور الأرض حينا بشرة *** فما لبثت حتى سكنتم بطونها

১৫৩. তারীখু দিমাশক, ৪১/৪৬৮; আল-মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, ৩/১১৪।
১৫৪. আল-মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, ৩/২৭৫; মিনহাজুল ইয়াকীন শরহু আদাবিদ দুনিয়া ওয়াদ দীন, ৫৭৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وخليتم اللذات فيها لأهلها *** وكنتم زمانا تعبدون فتونها

وكنت أناسا قبلنا مثل ما نرى *** تظنون بالدنيا وتستحسنونها

وكم صورة تحت التراب لسد *** وكان حريصا جاهدا أن يصونها

وما زالت الدنيا محل ترجل *** نخوش المنايا سهلها وحزونها

وقد كان للدنيا قرون كثيرة *** ولكن سريب الدهر أتى قرونها

وللناس آجال قصار ستنقضي *** وللناس أرزاق سيستكملونها.

কীট-পতঙ্গের পেটে যাওয়া কবরবাসীর প্রতি রহমত নাযিল হোক,
আমাদের শত হাঁকডাকে তাদের আজ কিছুই যায় আসে না।
হায়! আজ আর কোনো প্রশ্নের উত্তর আশা কোরো না তোমরা,
সুযোগ নেই চেয়ে-চিন্তে কিছু লুফে নেওয়ার।
একসময় এই তল্লাট তোমাদের আভিজাত্যে মুখরিত ছিল,
গহিন কবরের নিকষ আঁধারে আজ কী অবস্থা? বলো!
দুনিয়ার জীবনে প্রিয়জন নিয়ে আনন্দ-উল্লাস করেছ,
দিনের পর দিন প্রবৃত্তির আনুগত্যে বুঁদ হয়ে ছিলে,
ঠিক যে জীবন আজ আমরা কাটিয়ে যাচ্ছি।
তোমরা তখন সাময়িক সমৃদ্ধির নেশায় মাতাল ছিলে,
আর আজ? কবরজগতে বিপদাপদের কোনো ইয়ত্তা নেই!
অথচ তখন দুনিয়া রক্ষার বিধ্বংসী লোভ তোমাদের পেয়ে বসেছিল।
এই দুনিয়া এক বহুরূপী গিরগিটি, কারও থাকার জায়গা নয়,
এখানে যত সুখ-দুখ, মৃত্যুই তার শেষ পরিণাম।
জমিনের বুক হলো মানবগোষ্ঠীর একমুখী যাত্রাপথ মাত্র,
সময়ের বিবর্তনে এখানে যাত্রীদলের পরিবর্তন ঘটে থাকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষের সেই যাত্রাও খুবই অল্প সময়ের, দেখতে-না-দেখতেই শেষ!

আর পাথেয় রিজিকও সীমিত, দ্রুত ফুরিয়ে আসার মতো।[১৫৫]

২৭. মুহাম্মাদ বিন মুগীরা তামীমী ﵀ বলেন, মদীনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হলো। লোকটির পিতা পুত্রশোকে খুবই শোকাহত ছিলেন। ঘুমের মধ্যে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, কে যেন বলছে, আপনি আপনার সন্তানের কবরে এসে তাকে বিদায় জানিয়ে যান। ঘুম ভাঙতেই লোকটি ঘর থেকে বের হয়ে ছেলের কবরের দিকে চললেন। লোকটি কবি ছিলেন না। তবুও সন্তানের কবরের সামনে দাঁড়াতেই ভারাক্রান্ত মনে বলে উঠলেন,

يا صاحب القبر الذي قد استوى *** هيجت لي حزنا على طول البلى

حزنا طويلا يا بني ما انقضى *** ولم أغمض مذ دهاني ما دهى

حذار ما حدث مما قد سقى *** من غصص الموت وغم قد نوى

وضغطة القبر الذي فيها الأذى

হে সমতল কবরবাসী, বিরাট দুশ্চিন্তা জাগিয়ে তুমি বিদায় নিয়েছ,

বেটা, এই সমস্যাও একদিন শেষ হবে, কষ্ট শেষে যখন সুখের নিদ্রা আসবে।

হায়! মৃত্যুর ফরমান এসে একদিন, যাবতীয় বেদনার ইতি টানবে,

আসল দুশ্চিন্তা আর অস্থিরতা? সে তো কবরের কষ্টে নিহিত।

কবিতাটি আবৃত্তি করে তিনি ফিরে আসতে উদ্যত হলে পেছন থেকে আওয়াজ আসল,

اسمع أحدثك بائن قد أضى *** بخبر أوضح من ضوء الضحى

في غصص الموت وغم قد جلا *** وفرح لقيه بعد الرضى

القول بالتوحيد فينا قد خلا *** أتيت من ذاك جزيلا وغنى

---

১৫৫. তারীখু দিমাশক, ২৭/৪০২; মাজমুআতুল কসাইদি ওয়ায যাহদিয়্যাত, ২/২৯০। শব্দের ভিন্নতা রয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

جنات فردوس رضى للفتى *** يدعون فيها ناعما بما اشتهى

শুনুন, দিনের আলোর মতোই পষ্ট ভাষায় বলছি,

মৃত্যুর যাতনা আর দুর্ভাবনা কাটিয়ে আনন্দ ও তৃপ্তিময় প্রাপ্তির সুসংবাদ দিচ্ছি।

তাওহীদের পুঁজি নিয়ে আসতে পারলে এখানে ঐশ্বর্যের দেখা মিলবে,

প্রতিশ্রুত নিআমাত ফিরদাউসের উত্তরাধিকারহীন মালিকানা মিলবে।

এই পর্যন্ত বলে আওয়াজটি থেমে গেল। বৃদ্ধ লোকটিও ফিরে আসলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ছেলেকে নিয়ে আর কোনো দুশ্চিন্তা করেননি।[১২৬]

২৮. মুহাম্মাদ বিন আবদুল কারীম রাযী ﵀ বলেন, আমি আইদ বিন শুরাইল ﵀-এর কাছে শুনেছি আবদুল্লাহ বিন মুবারক ﵀ বলেন,

إن الذي قد زين الأباعدا *** والأقربين صاعدا فصاعدا

عساك يوما تذكر الملاحدا *** يامن يرجي أن يكون خالدا

شربت فاعلمه حديدا باردا *** لا بد تلقى طيبا وزائدا.

অকালেই যারা দূরের ও কাছের লোকজনকে সমাহিত করে এসেছে,

মনে রেখো, তোমার সময় ঘনিয়ে এসেছে, কবরকে স্মরণ করার।

আর হে সমাহিত, যাকে চিরতরে কবরের আঁধারে রেখে আসা হয়েছে,

মৃত্যু তোমার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এক শীতল ও পবিত্র পানীয়।

অতএব, সানন্দে একে গ্রহণ করে নাও।[১২৭]

---

১২৬. আল হাওয়াতিফ, ৫৮। বর্ণনা নং ৫৭।

১২৭. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সালাফের দেখা কবরের আযাব

১. ইমাম শাবী ﵀ বলেন, আবদুল্লাহ বিন উমর ﵄ রাসুল ﷺ-কে বললেন,

إِنِّي مَرَرْتُ بِبَدْرٍ فَرَأَيْتُ رَجُلًا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ فَيَضْرِبُهُ رَجُلٌ بِمِقْمَعَةٍ مَعَهُ حَتَّى يَغِيبَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ مِرَارًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ يُعَذَّبُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

আমি বদর প্রান্তরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম মাটি ফুঁড়ে এক লোক উঠে আসছে। এমন সময় আরেকজন এসে হাতুড়ি দিয়ে তাকে আঘাত করল। আঘাতের তীব্রতায় সে মাটিতে দেবে (অদৃশ্য) হয়ে গেল। এভাবে কয়েকবার তার সাথে এমন ঘটনা ঘটে। সব শুনে রাসুল ﷺ বললেন, এই লোকটি হলো আবু জাহল বিন হিশাম। কিয়ামত পর্যন্ত তাকে এভাবেই শাস্তি দেওয়া হবে।"[১৫৮]

২. আমর বিন দীনার ﵀ বলেন, সালিম বিন আবদুল্লাহ ﵀ তার পিতা আবদুল্লাহ বিন উমর ইবনুল খাত্তাব ﵄ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

একবার আমি মক্কা-মদীনা সফর করছিলাম। পথিমধ্যে পানিভর্তি একটি ছোট পাত্র নিয়ে একটি কবরস্তানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় এক ব্যক্তি কবর হতে বের হয়ে আসল। তার গলায় বেড়ি পরানো। সে আমাকে বলল, হে আবদুল্লাহ, আমাকে পানি পান করান। হে আবদুল্লাহ, আমাকে সিক্ত করুন। আল্লাহর শপথ! আমি বুঝতে পারলাম না, সে কি আমার নাম জানত নাকি আরবদের স্বাভাবিক রীতি হিসেবে আবদুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা) বলে ডাকছিল? এমন সময় আরেক ব্যক্তি উঠে এসে বলল, হে আবদুল্লাহ, তাকে সিক্ত করবেন না। তাকে পানি পান করাবেন না। অতঃপর তার গলার বেড়ি ধরে টেনে তাকে কবরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।"[১৫৯]

৩. হিশাম বিন উরওয়াহ ﵀ তার পিতা উরওয়াহ বিন যুবাইর ﵀-এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একবার তিনি মক্কা-মদীনা সফর করছিলেন। পথিমধ্যে

---

১৫৮. মুজামুল আওসাত লিত-তাবরানী, ৬/৩৩৫। রিওয়ায়াত নং ৬৫৬০। আরও রয়েছে : দালাইলুন নাবুওয়াতি লিল-বাইহাকী, ৩/৮৯, ৯০। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/২৮৯, ২৯০। সনদ গরীব।
১৫৯. মান আশা বাদাল মাওতি, পৃ : ৩২। রূহ, ৯৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে হঠাৎ একটি কবর হতে লোহার বেড়ি জড়ানো অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় এক লোক বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসেই সে বলল, হে আবদুল্লাহ, আমাকে পানি পান করান। বারি সিক্ত করুন। ইতিমধ্যে তার পেছনে আরেকজন লোক বেরিয়ে এসে বলল, হে আবদুল্লাহ, আপনি তাকে সিক্ত করবেন না। পানি দেবেন না।

বর্ণনাকারী বলেন, এ দৃশ্য দেখে তিনি জ্ঞান হারিয়ে উটের পিঠ থেকে উল্টে পড়ে যান। তার জিনিসপত্র এদিক-সেদিক ছড়িয়ে রইল। সকালে যখন তার জ্ঞান ফিরল, তখন ধুলোবালিতে তার চুল সাদা হয়ে ছাগামাহ ঘাসের ন্যায় হয়ে যায়।

সফর শেষে খলীফা উসমান বিন আফফান ﷺ-কে বিষয়টি জানালে তিনি একাকী সফর করতে নিষেধ করেন।[১৬০]

৪. আবু কুযআ বসরী ﷺ নিজের কিংবা অন্য একজনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একবার আমরা আমাদের এলাকা ও বসরার মধ্যবর্তী জলাধারগুলোর একটির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে এক জায়গায় আমরা বিকট স্বরে গাধার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমরা স্থানীয় একজনকে বললাম, এই ভয়ংকর আওয়াজটি কিসের? সে বলল, আওয়াজটি আমাদের এলাকার একজন মৃত ব্যক্তির। জীবদ্দশায় তার মা তাকে কিছু বললে উত্তরে সে বলত, তুমি অমন কর্কশ স্বরেই চ্যাঁচাতে থাকো। তার মৃত্যুর পর থেকে প্রতিরাতে তার কবর হতে এমন কর্কশ আওয়াজ ভেসে আসে।[১৬১]

৫. আমর বিন দীনার ﷺ বলেন, মদীনায় এক লোক ছিল, যার একজন বোন থাকত মদীনার শেষ প্রান্তে। বোনটি নানা কষ্টে ভুগত। সে মাঝে মাঝে তার বোনকে দেখতে যেত। দেখে আবার ফিরে আসত। একসময় বোনটি মারা গেল। খবর পেয়ে লোকটি এসে জানাযার ব্যবস্থা করল। কবর পর্যন্ত বোনের লাশ নিয়ে গেল। যথাযথভাবে দাফন করে বাড়ি ফিরল। ঘরে ফিরে তার মনে পড়ল যে, কবরে নামার সময় ভুল করে তার মুদ্রার থলেটি সেখানে ফেলে এসেছে। থলেটি উদ্ধার করতে এক ব্যক্তির সাহায্য কামনা করলে সে এগিয়ে আসল। উভয়ে কবরস্থানে গিয়ে কবরের মাটি কিছুটা সরাতেই থলেটি পেয়ে গেল। তখন ভাইটি বলল,

---

১৬০. আল-আহওয়াল, ৬৪ এবং রূহ (ইবনুল কায়্যিম), ৯৪।

১৬১. মান আ'শা বা'দাল মাওতি, ২৭। বর্ণনা নং ২৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরেকটু খুঁড়ে দেখো তো আমার বোনটার কী অবস্থা? একটু দেখি। কথামতো কবরের একটি ইট সরাতেই দেখা গেল, পুরো কবর আগুনের শিখায় দাউ দাউ করছে। ইটটি যথাস্থানে রেখে লোকটি তড়িঘড়ি তার মায়ের কাছে ফিরে আসল। মাকে জিজ্ঞাসা করল, আমার বোনের অবস্থা কেমন ছিল বলুন তো। মা বললেন, তোমার বোনের কথা আর বোলো না। সে তো ধ্বংস হয়ে গেছে! ছেলে বলল, তার কী সমস্যা ছিল খুলে বলুন। মা বললেন, সে নামায আদায়ে খুব টালবাহানা করত। তা ছাড়া অযুর ব্যাপারে যথাযথ খেয়াল রাখত না। আর প্রতিবেশীরা শুয়ে পড়লে তাদের দরজায় কান পাতত। আড়ি পেতে শোনা কথাগুলো আবার মানুষের মাঝে বলে বেড়াত।[১৬২]

৬. হুসাইন আসাদী ﵀ বর্ণনা করেন, মারছাদ বিন হাওশাব ﵀ বলেন, একবার আমি ইউসুফ বিন আমর ﵀-এর নিকট বসা ছিলাম। তার পাশেই এক ব্যক্তি বসে ছিলেন, যার চেহারার এক পাশ লোহার মতো শক্ত ও সমান হয়ে আছে।

ইউসুফ ﵀ তাকে বললেন, তুমি যা দেখেছ, মারছাদকে তা খুলে বলো।

সে বলল, কুৎসিত এই ঘটনাটি যখন ঘটে তখন আমি যুবক। দেশে তখন প্লেগ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি ভাবলাম, শহরের কোনো এক প্রান্তে চলে যাই যেখানে লোকজনের দাফন হয়। এবং এসব কাজে অংশ নেওয়া যায়। যেই ভাবা সেই কাজ। এমনই একদিন আমি কবর খোঁড়ার কাজে মগ্ন ছিলাম। কাজ করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ের কথা। আমি একটি কবর খুঁড়ে তার মাটি অন্য কবরের ওপর ফেলছিলাম। এমন সময় একজন পুরুষ মানুষের মৃতদেহ আনা হলো। তাকে দাফন করে মাটি দিয়ে লোকজন চলে গেল। লোকজন চলে যাওয়ার পরপরই পশ্চিম দিক হতে উটের মত বিশালাকৃতির ও সাদা বর্ণের দুটি পাখি উড়ে এল। একটি তার মাথার দিকে আর অন্যটি পায়ের দিকে এসে নামল। পাখি দুটি তাকে জাগিয়ে তুলল। একটি পাখি তার কবরে নেমে গেল। অন্যটি এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল। আমি তখন আমার কর্মরত কবরের এক কোনায় চলনশক্তি হারিয়ে বসে ছিলাম। আমার মুখ এমনভাবে হা হয়ে ছিল, যেন কোনোভাবেই তা পূর্ণ হওয়ার মতো নয়। ইতিমধ্যে কবরে নামা পাখিটি মৃত ব্যক্তির হাতের ডান দিকে একটি ঠোকর মারল। আমি শুনতে পেলাম, পাখিটি

---

১৬২. রূহ (ইবনু কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ), ৬৭, ৬৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাকে বলছে, তুমি কি শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার সময় দুটি ফিনফিনে মিসরীয় পোশাক গায়ে চাপিয়ে অহংকার করতে করতে যাওনি? লোকটি বলল, এ বিষয়ে আমি দুর্বল ছিলাম।

এ কথা বলতে পাখিটি তাকে আরেকটি ঠোকর মারল। এতে পুরো কবর পানি বা চর্বি-জাতীয় কিছুর ফেনায় ভরে উঠল। এভাবে তিনবার ঠোকর মারল। আর তিনবারই কবরে পানি বা চর্বি-জাতীয় কিছুর ফেনা ছড়িয়ে পড়ল। অতঃপর মাথা উঠাতেই পাখিটির দৃষ্টি পড়ল আমার দিকে।

আমাকে দেখেই সে বলে উঠল, আল্লাহ তার অকল্যাণ করুন! সে কোথায় বসে আছে দেখেছ? এই বলেই আমার চেহারার একপাশে ঠোকর মেরে বসল। ঠোকর খেয়ে আমি সারা রাত অচেতন অবস্থায় সেখানেই পড়ে রইলাম। সকালে হুঁশ ফেরার পর আমি নিজের এই অবস্থা দেখতে পেলাম। আর নিজের বসে থাকার কথা মনে করতে লাগলাম।

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি হুবহু এমন কিংবা কাছাকাছি কথা বলেছেন।[১৬৩]

৭. আবু আবদুর রহমান বিন বুহাইর ﵀ বর্ণনা করেন, ইরাকের মুজিবিয়া শহরের ছাগার নামক এলাকার হাসান বিন ফুরাত নামক জনৈক ব্যক্তি নিজের অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একদিন তিনি আবু ইসহাক ফারাযি ﵀-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে কাফন-চোরদের তাওবা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বললেন, যারা কবর খোঁড়ে, তাদের কি তাওবা করার কোনো সুযোগ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে। নিয়ত যদি ঠিক থাকে তবে তার তাওবা কবুল হবে। আর তার সত্যতা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই অবগত আছেন।

লোকটি বলল, কবর খুঁড়তে গিয়ে আমি এমন অনেক লাশ দেখেছি, যাদের চেহারা কিবলা হতে ঘুড়ে গিয়েছে।

বিষয়টি সম্পর্কে আবু ইসহাক ফারাযি ﵀-এর সঠিক ধারণা না থাকায় তিনি ইমাম আওযাঈ ﵀-এর নিকট 'কাফন-চোরদের' বিষয়টি জানিয়ে পত্র পাঠালেন। জবাবে ইমাম আওযাঈ ﵀ লিখলেন, নিয়ত ঠিক থাকলে তার তাওবা কবুল

---

১৬৩. রূহ, ১০০। আহওয়ালুল কুবুর, ১৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হবে। আর নিয়তের সততার বিষয়টি আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। আর সে যে, বিভিন্ন মানুষের চেহারা কিবলা হতে ঘুরে যেতে দেখেছে; তারা হলো সেসব মানুষ, যারা সুন্নাতবিমুখ অবস্থায় মারা গিয়েছে।[১৬৪]

৮. আবদুল মুমিন বিন আবদুল্লাহ ﵀ বলেন, এক কাফন-চোর তাওবা করে কবর খননের কাজ ছেড়ে দেয়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কবর খননকালে তোমার দেখা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা কী ছিল?

সে বলল, একবার আমি কবর খুঁড়ে একটি লাশ উঠালাম। লাশটির সারা দেহে পেরেক মারা ছিল। তার মাথায় একটি বড়সড় পেরেক ঠোকা ছিল। এমনি আরেকটি ছিল পায়ে।

এমনিভাবে আরেক কাফন-চোরকে তার তাওবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল, একবার আমি একটি লাশ কবর থেকে তুললাম। সে সময় আমি তার চেহারা কিবলা হতে অন্য দিকে ঘুড়ানো অবস্থায় পেয়েছি।[১৬৫]

৯. মুহাম্মাদ বিন উবাইদ ﵀ বর্ণনা করেন, আবুল হারীশ ﵀ তার মায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আব্বাসি খলীফা আবু জাফর মানসুর ১৩৬ হিজরিতে খিলাফত লাভ করে কুফার চারপাশে যখন পরিখা খনন শুরু করেন, লোকজন তখন পরিখাস্থল হতে নিজেদের মৃত স্বজনদের স্থানান্তর করেন। সে সময় এক মৃত যুবককে নিজের হাতে কামড় দেওয়া অবস্থায় দেখা যায়।[১৬৬]

১০. মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ﵀ বর্ণনা করেন, হুওয়াইরিছ বিন জুবাব ﵀ বলেন, একবার আমি উটের পিঠে চড়ে অনেক পুরোনো ও বিশাল একটি গাছের নিচে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় পাশের একটি কবর হতে এক ব্যক্তি উঠে এল। যার চেহারা ও মাথায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল। গায়ে লোহার পোশাক জড়ানো। বেড়িয়ে এসেই সে বলতে লাগল, আমাকে একটু পানি পান করান। পানি পান করান। এমন সময় তার পেছনে আরেক ব্যক্তি বেরিয়ে আসল। সে বলতে লাগল, এই কাফিরকে পানি পান করাবে না। বলেই সে তাকে ধরে ফেলল। পেছনে আসা লোকটি তার গায়ে জড়ানো শেকলের দু-প্রান্ত ধরে টেনে-

---

১৬৪. আহওয়ালুল কুবুর, ৬৮। তাওয়াবীন, ২৮৩-২৮৫।

১৬৫. আহওয়ালুল কুবুর, ৬৮।

১৬৬. আহওয়ালুল কুবুর, ৬৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হিঁচড়ে নিয়ে গেল এবং আমাদের সামনে দিয়ে দুজনই কবরে ঢুকে গেল। এ দৃশ্য দেখে আমার উট ঘাবড়ে গিয়ে ছুটে পালাতে লাগল। আমি কোনোভাবেই তাকে বাগে আনতে পারছিলাম না। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে অবশেষে উটটি 'আরকুয যবইয়াহ' এলাকায় এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। আমি উটের পিঠ হতে নেমে মাগরিব ও এশার নামায আদায় করলাম। এরপর আবার উটের পিঠে উঠে সকালে মদীনায় আসলাম। মদীনায় আমি উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁-এর সাথে সাক্ষাৎ করে ঘটনাটি বললাম। সব শুনে তিনি বললেন, হুওয়াইরিছ, তুমি খুব বিস্ময়কর ঘটনা শোনালে! অবশ্য তোমাকে মিথ্যা বলার অপবাদ দিচ্ছি না।

মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ﵀ বলেন, এরপর উমর ﵁ শহরের উভয় প্রান্তের ইসলামপূর্ব জাহিলী যুগ দেখা বয়স্ক লোকজনকে ডেকে পাঠালেন। লোকজন জমা হলে তিনি হুওয়াইরিছ ﵁-কেও ডেকে পাঠালেন। তিনি আসলে উমর ﵁ সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হুওয়ারিছের প্রতি আমি সন্দেহ পোষণ করছি না। তবে সে খুব আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনিয়েছে। হুওয়াইরিছ, তুমি আমাকে যা শুনিয়েছ, তাদেরও তা শোনাও। তিনি ঘটনাটি শোনালেন। ঘটনা শুনে উপস্থিত লোকজন বলে উঠল, আমীরুল মুমিনীন, আমরা লোকটিকে চিনতে পেরেছি। সে গিফার গোত্রের লোক। জাহিলী যুগেই তার মৃত্যু হয়েছে। উমর ﵁ তার ব্যাপারে আরও কিছু জানতে চাইলে তারা বলল, সে জাহিলী যুগের প্রথা মেনে চলা লোকদের একজন ছিল। তবে সে আরব রীতি অনুসারে অতিথি আপ্যায়ন করত না।[১৬৭]

১১. মুফাযযাল বিন ইউনুস জুফী ﵀ বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, একবার খলীফা উমর বিন আবদুল আযীয ﵀ মাসলামাহ বিন আবদুল মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন, মাসলামাহ, তোমার পিতা খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের দাফন-কাফনের কাজ কে করেছে? মাসলামাহ ﵀ বললেন, আমীরুল মুমিনীন, অমুক অমুক করেছে।

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিককে কারা দাফন করেছে? মাসলামাহ ﵀ বললেন, অমুক অমুক।

খলীফা বললেন, তাদের সাথে যা ঘটেছে বলে আমি জেনেছি, তোমাকে তা বলি শোনো। তাদের উভয়ের দাফনকারীগণ আমাকে বলেছে যে, তোমার পিতা

---

১৬৭. মান আশা বাদাল মাওত, ৫০। বর্ণনা নং ৫৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবদুল মালিক ও ভাই ওয়ালিদকে কবরে নামানোর পরে যখন কাফনের গিঁট খুলে দিতে লাগল; তখন দেখা গেল যে, তাদের চেহারা পেছন দিকে ঘুরে গিয়েছে!

মাসলামাহ, ভালো করে খেয়াল রাখবে। আমি যখন মৃত্যুবরণ করব, তুমি আমাকে দাফন করবে। আর সে সময় আমার চেহারার দিকে লক্ষ রাখবে। দেখবে যে, আমার অবস্থাও কি আপন লোকদের মতো হয়েছে নাকি আমি তা হতে নাজাত লাভ করেছি!

মাসলামাহ ﵀ বলেন, উমর বিন আবদুল আযীয ﵀-এর ইনতিকালের পর আমি তাকে কবরে শুইয়ে দিয়ে চেহারার প্রতি লক্ষ করে দেখলাম যে, তার চেহারা ঠিক আছে।[১৬৮]

১২. আবু আবদুল্লাহ আবদুল মুমিন বিন আবদুল্লাহ মুসিলী ﵀ বর্ণনা করেন, ফিলিস্তিনের রামলা শহরের জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, একবার আমরা প্রবল ঝড়ো বাতাসের কবলে পড়লাম। বাতাসের ঝাপটায় কবরের মাটি পর্যন্ত সরে গেল। তখন আমি কিছু কবরবাসীকে কিবলা হতে মুখ ঘোরানো অবস্থায় দেখতে পেলাম। মাত্র এগারো দিন আগে মৃত্যুবরণ করা এক বৃদ্ধ আমলাদার লোকের কথা আমার মনে পড়ে গেল। আমি তার কবরের পাশে গিয়ে দেখলাম, তার চেহারা কিবলামুখী আছে। তবে তার নাকে সামান্য আঁচড়ের দাগ রয়েছে। তার সবকিছু ঠিকঠাক দেখে আমরা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করলাম।[১৬৯]

১৩. আবদুল মুমিন ﵀ আরও বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, আমার এক মেয়ের মৃত্যুর পর আমি আমি তাকে কবরে নামালাম। কবর হতে উঠে সব ঠিকঠাক করার সময় একটি ইট ঠিক করতে গিয়ে দেখি, তার চেহারা কিবলা হতে ঘুরে গিয়েছে! ব্যাপারটা দেখে আমি একেবারেই ভেঙে পড়লাম। এই অবস্থাতেই একদিন তাকে স্বপ্নে দেখলাম। সে আমাকে বলল, বাবা, আমাকে এমন অবস্থায় দেখে তুমি ভেঙে পড়েছ? আমার আশেপাশের অধিকাংশ লোকের চেহারাই কিবলা হতে ঘুরে গিয়েছে। তার কথায় মনে হলো, এই মানুষগুলো জীবদ্দশায় কবীরা গুনাহে লিপ্ত ছিল।[১৭০]

---

১৬৮. আহওয়ালুল কুবুর, ৬৮।
১৬৯. আহওয়ালুল কুবুর, ৬৮।
১৭০. রূহ, ৯৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৪. আবু উআইনাহ ইবনুল মুহাল্লাব ﵀ বলেন, আমি ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবকে বলতে শুনেছি, সুলাইমান বিন আবদুল মালিক খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আমাকে ইরাক ও খুরাসানের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দান করেন। সে সময় উমর বিন আবদুল আযীয ﵀ আমাকে এই বলে সতর্ক করেন যে, ইয়াযিদ, আল্লাহকে ভয় করো। খলিফা ওয়ালিদের লাশ যখন আমি কবরে নামাই তখন কাফনের মধ্যেই সে ছটফট করছিল।[১৭১]

১৫. সালাম তঈল ﵀ বর্ণনা করেন, আমর বিন মাইমুন ﵀ বলেন, আমি উমর বিন আবদুল আযীয ﵀-কে বলতে শুনেছি, খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিককে যারা কবরে নামিয়েছে, আমি তাদের একজন। তাকে কবরে নামানোর সময় আমি লক্ষ করলাম যে, তার দুই হাঁটু ভাঁজ হয়ে ঘাড়ের দিকে বাঁকা হয়ে আসছে। এই দৃশ্য দেখে তার এক ছেলে বলে উঠল, আল্লাহ, আমার পিতাকে আপনি শাস্তি দান করুন। হে কাবার রব, আমার পিতাকে শাস্তি দান করুন! তার কথা শুনে আমি বললাম, কাবার রবের কসম! তোমার পিতার জন্য সে সময় ফুরিয়ে গেছে।

পরবর্তী সময়ে উমর বিন আবদুল আযীয ﵀ এই ঘটনা বলে মানুষকে উপদেশ দিতেন।[১৭২]

১৬. আবদুল হামীদ বিন মাহমুদ মিওয়ালি ﵀ বলেন, একবার আমি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ﵄-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় একদল লোক এসে তাকে বলল, আমরা হজ আদায়ের উদ্দেশ্যে সফর করে এসেছি। আমাদের একজন সফরসঙ্গী সিফাহ নামক স্থানে এসে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা তার মৃতদেহ বহন করে কিছুদূর এগিয়ে যাই। এরপর সুবিধামতো জায়গা দেখে আমরা তার জন্য কবর খনন করি। কবর খননের কাজ শেষ হতেই কবরে কালো বিষাক্ত সাপ কিলবিল করতে থাকে। এই দৃশ্য দেখে আমরা সেখান হতে সরে অন্যত্রে আরেকটি কবর খনন করি। সেখানেও কবর খনন শেষ হতেই কালো বিষাক্ত সাপে কবর ভরে যায়। এখন তাকে ফেলে রেখে আমরা আপনার নিকট এসেছি। সব শুনে ইবনু আব্বাস ﵄ বললেন, এটা হলো তার অপকর্মের ফলাফল। তোমরা গিয়ে তাকে

১৭১. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/৫০৩-৫০৬।
১৭২. তারীখু দিমাশক, ৬৩/১৮০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কোনো একটি কবরে দাফন করে দাও। সেই পবিত্র সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, তার জন্য পুরো দুনিয়া খুঁড়ে ফেললেও এ রকম চিত্রই দেখতে পাবে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা গিয়ে তাকে দাফন করে আসলাম। অতঃপর আমাদের সাথে থাকা তার জিনিসপত্র নিয়ে তার পরিবারের লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমরা তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার স্বামীর কী এমন বদ আমল ছিল? তিনি বললেন, সে তৈরি খাবার বিক্রি করত। সে রোজ রোজ তার পরিবারস্থ লোকদের কামাই-রোজগার কেড়ে নিত। তাদের দিয়ে যব ভাঙিয়ে অন্যায়ভাবে তা খাবারে মিশিয়ে দিত।[১৭৩]

১৭. আবু ইসহাক সাহিবুশ শাত ﷺ বলেন, একবার আমাকে একটি লাশ গোসল করানোর জন্য ডাকা হলো। আমি মৃত ব্যক্তির চেহারা হতে কাপড় সরাতেই দেখলাম, একটি সাপ তার গলা পেঁচিয়ে আছে।

তিনি বলেন, আমি মৃতদেহের গোসল না সেরেই চলে আসি। লোকজন তখন বলাবলি করছিল যে, লোকটি সালাফদের গালিগালাজ করত।[১৭৪]

১৮. হুসাইন বিন আলী ﷺ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَجَعَلَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ فِي زُمْرَةٍ، فَيَلْقَى أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ، فَيُصَافِحُونَهُمْ، وَيُعَانِقُونَهُمْ، وَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِمْ، وَيَقُولُونَ: إِخْوَانُنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانُوا يَتَرَحَّمُونَ عَلَيْنَا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لَنَا. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَا مِنْ أَحَدٍ خَارِجٍ مِنَ الدُّنْيَا شَاتِمًا لِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ دَابَّةً فِي قَبْرِهِ تَقْرِضُ لَحْمَهُ، فَيَجِدُ أَلَمَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল উম্মতকে একত্র করবেন; তখন মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতকে এমন এক স্থানে রাখবেন যেখানে পূর্ববর্তী উম্মতগণ এসে পরবর্তীদের সাথে সাক্ষাৎ করবে। তারা একে অপরের সাথে মুসাফাহা করবে, মুআনাকা করবে এবং একে অপরকে সালাম জানাবে।

---

১৭৩. শরহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, ৬/১২১৬; শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী, ৭/২৩২। বর্ণনা নং ৪৯২৮।

১৭৪. আস সুন্নাতু লি ইবনি আসিম, ২/৪৮৩। বর্ণনা নং ১০০২। সনদ দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাশাপাশি তারা এ কথাও বলবে যে, এরা আমাদের সেসব ভাই, যারা পার্থিব জীবনে আমাদের প্রতি রহমতের জন্য দুআ করেছেন। আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

রাসুল ﷺ আরও বলেছেন যে, তবে যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কারও প্রতি বিষোদগার করতে করতে মৃত্যুবরণ করবে; তার জন্য আল্লাহ একটি হিংস্র প্রাণী লেলিয়ে দেবেন, যা তার গোশত খুবলে খাবে। তার এই শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।[১৭৫]

১৯. সাঈদ বিন খালিদ বিন ইয়াযিদ আনসারী ﷺ বসরার জনৈক গোরখোদকের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন আমি একটি কবর খনন করলাম। কাজ সেরে পাশেই মাটিতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দুজন মহিলা আমার সাথে সাক্ষাৎ করল। তাদের একজন আমাকে বলল, হে আল্লাহর বান্দা, আমরা আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি, এই মহিলাকে আমাদের নিকট হতে দূরে দাফন করুন। আমাদের তার প্রতিবেশী বানিয়ে দেবেন না! তিনি বলেন, এই স্বপ্ন দেখে আমি জেগে উঠি। কিছুক্ষণ পর জনৈকা মহিলার লাশ নিয়ে আসলে আমি লোকজনকে বলি, তার কবর তোমাদের পেছনে তৈরি করা হয়েছে। এই বলে আমি তাদের অন্য কবর দেখিয়ে দিই। রাত্রিবেলা আমি স্বপ্নে আবার সেই দুই মহিলাকে দেখতে পাই। তাদের একজন আমাকে বলল, আপনাকে আল্লাহ তাআলা উত্তম প্রতিদান দান করুন। আপনি আমাদের দীর্ঘমেয়াদি অকল্যাণ থেকে রক্ষা করেছেন। আমি বললাম, ব্যাপার কী? আপনি কথা বলছেন কিন্তু আপনার সঙ্গিনী কোনো কথা বলছে না! মহিলাটি বললেন, সে কোনো রকম অসিয়ত না করেই মারা গেছে। আর অসিয়ত ছাড়া মৃত্যুবরণকারীর জন্য নিয়ম হলো, সে কিয়ামত পর্যন্ত কোনো কথা বলতে পারবে না।[১৭৬]

২০. আবু উসমান উমাওয়ি ﷺ বলেন, আমি আমার পিতা ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ﷺ-এর নিকট বনু আসাদ গোত্রের গোরখোদকদের সম্পর্কে আবু বকর বিন আইয়াশ ﷺ-এর একটি ঘটনা শুনেছি। তিনি বলেন, একবার আমি একদল গোরখোদকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তাদের একজন আমাকে বিন আইয়াশের

---

১৭৫. আন-নাহিয়াতু আন তা'নি আমীরিল মুমিনিনা মুআবিয়া (দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ), ১/২০। সনদ মুরসাল। হাসান।

১৭৬. আহওয়ালুল কুবুর, ৯৬। সনদ দুর্বল। তবে অসিয়ত না করে মৃত্যুবরণ করলে কথা বলতে না পারা সম্পর্কিত কিছু হাদিস পাওয়া যায়। সেসব হাদিসের সনদও দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বর্ণিত একটি ঘটনাটি শোনায়। সে বলে, আমি আর এক সঙ্গী, আমরা বনু আসাদের কবর খোঁড়ার কাজে নিয়োজিত ছিলাম। এক রাতে একটি ঘটনা ঘটল। আমি একটি কবর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেলাম। এক কবর হতে অন্য কবরবাসীকে উদ্দেশ্য করে কে যেন বলছে, হে আবদুল্লাহ!

উত্তর এল, বলো, জাবির!

প্রথমজন বলল, আমাদের মা মারা গিয়েছেন। তিনি আমাদের কাছে আসছেন।

দ্বিতীয়জন বলল, তাতে আমাদের কী লাভ? আমরা তো আর তার দ্বারা কোনো উপকারও পাচ্ছি না। বাবা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে শপথ করেছেন যে, তিনি তার জানাযা পড়বেন না।

তারা এভাবে কয়েকবার বলাবলি করল। তাদের কথা শুনে আমি আমার সঙ্গীর কাছে চলে এলাম। সেও তাদের কথোপকথন শুনতে পেয়েছে কিন্তু বোঝেনি। আমি তাকে বিস্তারিত বুঝিয়ে বললে সে বুঝতে পারে। পরের দিন এক লোক এসে আগের রাতে কথাবার্তা হওয়া কবর দুটি দেখিয়ে আমাকে বলল, এই দুই কবরের মাঝে আমার জন্য একটি কবর খুঁড়ে দিন। আমি কবর দুটি দেখিয়ে বললাম, এর নাম জাবির, আর ওর নাম কি আবদুল্লাহ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি তাকে গতরাতে শোনা ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি শপথ করেছিলাম যে, তার জানাযা পড়ব না। তবে সেটা অন্যায় ছিল। আমি আমার কসমের জন্য কাফফারা দেব, তার জানাযা পড়ব এবং তার জন্য রহমতের দুআ করব। এই বলে তিনি চলে গেলেন। এ সময় তার হাতে একটি ছড়ি আর পানির পাত্র ছিল। তিনি আরও বলেন, আমি এই শপথের জন্য কাফফারা আদায় করা ছাড়াও হজের নিয়ত করলাম।[১৭৭]

১৭৭. আল হাওয়াতিফ, ৫৬। বর্ণনা নং ৫৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সালাফের দেখা কবরের বিভিন্ন অবস্থা

১. হাম্মাদ বিন যায়িদ ﵀ বর্ণনা করেন, তুফাওয়াহ বংশের জনৈক ব্যক্তি বলেন, আমরা এক ব্যক্তিকে দাফন করলাম। পরে একটি বিষয় ঠিকঠাক করার জন্য আবার (কবর খুঁড়তে) গেলাম। গিয়ে দেখি মৃতদেহটি কবরে নেই।[১৭৮]

২. রবী বিন সুবাইহ ﵀ বলেন, ছাবিত বুনানী ﵀ যখন ইনতিকাল করলেন, আমি, হুমাইদ তঈল এবং আবু জাফর জাসর ইবনু ফারকাদ ﵀ তার কবরে নামলাম। আমরা তাকে কবরে শুইয়ে দিয়ে কাঁচা ইট দিয়ে কবর ঠিকঠাক করে দিচ্ছিলাম। হুমাইদ তঈল ﵀ ছিলেন মাথার দিকে। হঠাৎ তিনি খেয়াল করলেন যে, ছাবিত বুনানী ﵀ কবরে নেই। এ দৃশ্য দেখে তিনি ইশারায় আমাদের তা জানালেন। আমরা তাকে ইশারা করে লোকজনকে জানাতে নিষেধ করলাম। আমরা কবর ঠিকঠাক করে ফিরে আসলাম। ফিরে এসে হুমাইদ তঈল ﵀ আমীর সুলাইমান বিন আলী ﵀-এর কাছে গিয়ে সব খুলে বললেন। পরদিন রাত্রি ঘনিয়ে এলে তিনি ঘোড়া হাঁকিয়ে সেখানে গিয়ে ইট সরিয়ে ছাবিত বুনানী ﵀-কে কবরে পেলেন না। কবরের মাটি সমান করে দিয়ে তিনি ফিরে আসলেন। সকালে আমরা সবাই ছাবিত বুনানী ﵀-এর মেয়ের কাছে গিয়ে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমার মনে হচ্ছে আপনারা তাকে কবরে খুঁজে পাননি! বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু এর রহস্য কী? তিনি বললেন, পঞ্চাশ বছর যাবৎ তিনি শেষরাতে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে এই দুআ করতেন,

يَا رَبِّ، إِنْ كُنْتَ أَعْطَيْتَ أَحَدًا الصَّلَاةَ فِي قَبْرِهِ فَأَعْطِنِيهَا

হে আমার রব, আপনি যদি কবরে কাউকে নামায পড়ার সুযোগ দান করেন তবে আমাকেও সে সুযোগ দান করুন।

ইনশাআল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তার এই দুআ ফিরিয়ে দেবেন না।

বর্ণনাকারী রবী বিন সুবাইহ ﵀ বলেন, আবু জাফর জাসর ﵀ বললেন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ, যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই! আমি রাত্রিবেলা স্বপ্নে তাকে সবুজ পোশাকে কবরে নামায আদায় করতে দেখেছি।[১৭৯]

---

১৭৮. শরহুস সুদূর, ১৯৭।

১৭৯. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/৫২০; হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ২/৩১৯;

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩. ইয়াজিদ বিন তরীফ বাজালী ﵀ বলেন, যামাযিম যুদ্ধের সময় আমার এক ভাই মৃত্যুবরণ করে। তাকে কবর দেওয়ার পরে আমি তার কবরে মাথা ঠেকিয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করি। আমি আমার বাম কানে ভাইয়ের দুর্বল কণ্ঠের আওয়াজ শুনে চিনতে পারি। সে তখন বলছিল, আল্লাহ। এরপরই তাকে আরেকজন প্রশ্ন করল, তোমার দ্বীন কী? সে বলল, ইসলাম।[১৮০]

৪. আলা বিন আবদুর কারীম ﵀ বলেন, এক লোক মারা গেল। তার এক ভাই ছিলেন, যিনি চোখে কম দেখতেন। তিনি বলেন, ভাইয়ের দাফনের পর লোকজন যখন চলে গেল, আমি কবরে মাথা রাখলাম। আমি কবরের ভেতর থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম, তোমার রব কে? তোমার নবী কে? এরপরই আমি আমার ভাইয়ের পরিচিত কণ্ঠ শুনতে পেলাম। সে বলছিল, আল্লাহ আমার রব। মুহাম্মাদ ﷺ আমার নবী। তারপর কবরের ভেতর থেকে তির ছুড়ে যাওয়ার মত শাঁ শাঁ শব্দ বের হতে লাগল। এই আওয়াজ শুনে আমার শরীর হিম হয়ে গেল। আমি ফিরে আসলাম।[১৮১]

৬. মুহাম্মাদ বিন মুসা সাইগ ﵀ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন নাফি মাদানী ﵀ বলেন, মদিনাবাসী জনৈক ব্যক্তির ইনতিকাল হলে তাকে যথারীতি দাফন করা হয়। এক ব্যক্তি স্বপ্নে তাকে জাহান্নামীদের মধ্যে দেখতে পায়। এই অবস্থা দেখে সে খুব বিষণ্ন হয়ে পড়ে। এর সাত বা আট দিন পর লোকটি তাকে আবার স্বপ্নে দেখে। এবার তাকে জান্নাতে দেখতে পায়। লোকটি তাকে বলল, তুমি না বলেছিলে, তুমি জাহান্নামী?

কবরবাসী বলল, আমি সেখানেই ছিলাম। আমাদের পাশে এক সালিহ (পুণ্যবান) ব্যক্তিকে দাফন করা হয়। তিনি তার আশেপাশের চল্লিশজনের জন্য সুপারিশ করেন। আমিও তাদের একজন।[১৮২]

তবাকাতুল কুবরা লিইবনি সাআদ, ৭/১৭৪।

১৮০. তাহযীবুল আছার মুসনাদু উমর, ২/৫১৩। বর্ণনা নং ৫৩৬।

১৮১. ইরশাদুস সারী, ৩/৪৭৮। ১৩৭৪ নং হাদিসে কবরের আযাব সংক্রান্ত আলোচনায়।

১৮২. রূহ, ৯০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাদশাহ যুলকারনাইন ও বিভিন্ন জাতির লোকজন

১. আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ খুযাঈ ﷺ বলেন, বাদশাহ যুলকারনাইন একবার এমন এক জাতির মাঝে উপস্থিত হলেন যাদের হাতে জমিনের বুকে জীবনযাপন করার মতো তেমন কোনো ব্যবস্থাপনা ছিল না। তারা নিজেদের জন্য কবর খুঁড়ে রাখত আর সকালবেলা যত্নসহকারে কবরগুলো পরিষ্কার করে সেখানে নামায আদায় করে দুআ করত। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো লতাপাতা ও সবজি আহার করত। জমিতে উৎপন্ন শস্যই ছিল তাদের প্রধান। এ দৃশ্য দেখে যুলকারনাইন তাদের সর্দারের কাছে দূত পাঠালেন।

বর্ণনাকারী বলেন, সংবাদ পেয়ে সর্দার এই সংবাদ পাঠালেন যে, তার নিকট আমার কোনো প্রয়োজন নেই। এই সংবাদ পেয়ে যুলকারনাইন নিজেই তার সাথে দেখা করলেন। তখন সর্দার বললেন, আপনার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন থাকলে তো আমি নিজেই আসতাম। যুলকারনাইন বললেন, আমি তোমাদের এমন অবস্থা আর কোনো উম্মতের মাঝে দেখিনি! তারা বলল, সেটা আবার কী? তিনি বললেন, তোমাদের নিকট দুনিয়া এবং দুনিয়ার কোনো ভোগ-সামগ্রী নেই। তোমরা জীবনকে উপভোগ করার জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য সংগ্রহ করো না কেন? তারা বলল, আমরা তা পছন্দ করি না। কারণ, কেউ যখন এসব অর্জন করতে শুরু করে তখন তার মধ্যে এসবের প্রতি অতিরিক্ত লোভ-লালসা সৃষ্টি হয় এবং সে আরও বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে। তিনি বললেন, তোমরা কবর খনন করে থাকো। আর সকাল হলেই যত্নসহকারে সেগুলো পরিষ্কার করে সেখানে নামায আদায় করো। এর কারণ কী? তারা বলল, এসবের উদ্দেশ্য হলো, যখন আমাদের মাঝে ইহকালীন আশা-আকাঙ্ক্ষা উঁকি দেয়, আমরা খননকৃত কবরগুলোর দিকে দৃষ্টি দিই, তখন এগুলো আমাদের দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষায় মত্ত হতে বাধা দেয়। বাদশাহ বললেন, আমি লক্ষ করে দেখলাম, তোমরা শুধু জমি হতে উৎপন্ন শস্যই আহার করো। তোমরা চতুষ্পদ প্রাণী লালনপালন করো না কেন? তা করলে তো তোমরা দুধ পান করতে পারতে। সওয়ারি পেতে। তোমাদের জীবন সহজ হতো! তারা বলল, আমরা নিজেদের পাকস্থলিকে এসব অবলা প্রাণীর কবর বানাতে চাই না। তা ছাড়া আমরা খেয়াল করে দেখেছি যে জমিতে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদিত হয়। আর মানুষের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করাই যথেষ্ট। মাত্রাতিরিক্ত হলে আমরা সে খাদ্য গ্রহণ করি না। এরপর সর্দার পেছন হতে হাত বাড়িয়ে একটি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষের মাথার খুলি এনে সামনে রাখলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি জানেন ইনি কে? তিনি বললেন, না। উনি কে? সর্দার বললেন, এই লোকটি পৃথিবীতে রাজত্বকারীদেরই একজন। আল্লাহ তাআলা তাকে জমিনের ওপর কর্তৃত্ব দান করেছিলেন। রাজত্ব পেয়ে সে একাধারে নিষ্ঠুর, জালিম ও খিয়ানাতকারী হয়ে ওঠে। যার পরিণামে আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর বিভীষিকা দ্বারা তাকে পাকড়াও করেছেন। আজকে সে ছুড়ে ফেলা পাথরের মতো গড়াগড়ি খাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা তার আমলের হিসাব গ্রহণের আগ পর্যন্ত এভাবেই চলবে। অতঃপর হিসাব গ্রহণ করে আখিরাতে তিনি তাকে তার আমলের উপযুক্ত বিনিময় দেবেন। অতঃপর সর্দার আরও একটি খুলি তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, উনাকে চেনেন? যুলকারনাইন বললেন, না। কে উনি? সর্দার বললেন, ইনিও একজন বাদশাহ। আল্লাহ তাআলা আগেরজনের পরে তাকে ক্ষমতা দান করেছিলেন। আর সে নিজ চোখেই পূর্ববর্তীদের অন্যায়, অনাচার ও নাফরমানির ভয়াবহ পরিণাম দেখেছিল। তাই তিনি আল্লাহ তাআলার অনুগত হয়ে ওঠেন। তাঁর ভয়ে ভীত হন। আর প্রজা-সাধারণের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হয়ে ওঠেন। আজকে তার পরিণতিও আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা তার আমলের হিসাব গ্রহণ করবেন এবং আখিরাতে তাকে তার উপযুক্ত বিনিময় দান করবেন। অতঃপর সর্দার যুলকারনাইনের মাথার খুলির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এই খুলিও সেই খুলি দুটির মতোই। অতএব হে যুলকারনাইন, ভেবে দেখুন, আপনি কী করছেন?

বাদশাহ যুলকারনাইন বললেন, তুমি কি আমার সঙ্গী হবে? আমি তোমাকে ভাইয়ের মর্যাদা দেব, মন্ত্রী বানাব, কিংবা আমার সম্পত্তির অংশীদার বানাতে চাই। সর্দার বললেন, আমি আর আপনি একই স্থানে থাকা ঠিক হবে না। আর আমাদের সবার একইরকম হয়ে যাওয়াটাও ঠিক নয়। যুলকারনাইন প্রশ্ন করলেন, কেন? তিনি বললেন, কারণ মানুষ আপনার শত্রু। কিন্তু আমার বন্ধু। বাদশাহ বললেন, সেটা কীভাবে? সর্দার বললেন, আপনার রাজত্ব ও সম্পদের কারণেই তারা আপনার সাথে শত্রুতা পোষণ করে থাকে। পক্ষান্তরে আমার কাছে এমন কিছু নেই যার জন্য কারও সাথে শত্রুতা তৈরি হতে পারে। আমার কাছে তো কেবল প্রয়োজনীয় কিছু সামগ্রী রয়েছে। এরপর বাদশাহ যুলকারনাইন সেখান থেকে ফিরে আসেন।[১৮৩]

---

১৮৩. তারীখে দামিশক, ১৭/৩৫৩-৩৫৫। তা ছাড়া আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﷺ এর কিতাবুয যুহদ, ২/৫৮ ও জালালুদ্দীন সুয়ুতী ﷺ এর দুররুল মানসুর, ৫/৪৪৯ (সুরা কাহফ, (১৮) : ৮৩ এর ব্যাখ্যায়) সমার্থক বর্ণনা রয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২. খালফ বিন খালীফা ﵀ বর্ণনা করেন, আবু হাশিম রুম্মানী ﵀ বলেন, আমার নিকট এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে, বাদশাহ যুলকারনাইন পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছেছিলেন। একবার তিনি এমন এক ব্যক্তির সন্ধান পান, যার হাতে একটি ছড়ি ছিল, আর সে তা দিয়ে মৃত মানুষের হাড়গোড় উলটে-পালটে দেখত। সাধারণত যুলকারনাইন কোথাও গেলে সেখানকার লোকজন তার সাথে সাক্ষাৎ করে কুশল বিনিময় করত। কিন্তু এই লোকটি তার সাথে দেখা করতে আসল না। এতে যুলকারনাইন খানিকটা বিস্মিত হয়ে নিজেই তার কাছে গেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমার কাছে আসলে না, কথাবার্তা বললে না, কারণ কী? সে বলল, আপনার নিকট আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আর এটা জানা বিষয় যে, আমার নিকট আপনার কোনো প্রয়োজন থাকলে আপনিই আমার কাছে আসবেন। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এসব কী নাড়াচাড়া করছ? লোকটি বলল, মৃত মানুষের হাড়গোড়। চল্লিশ বছর যাবৎ এটাই আমার কাজ। আমি এই জীর্ণ হাড়গুলোর মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোকদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমার কাছে সব একইরকম মনে হচ্ছে। যুলকারনাইন বললেন, তুমি কি আমার সঙ্গী হবে? আমার পাশে থাকবে? লোকটি বলল, আপনি যদি আমার বিষয়ে একটি দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাহলে আমি আপনার সঙ্গী হব। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন, কী দায়িত্ব? লোকটি বলল, আমার মৃত্যু আসলে আপনি তা ঠেকিয়ে দেবেন। যুলকারনাইন বললেন, তা তো সম্ভব নয়। লোকটি বলল, তাহলে আপনার সাথে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই।[১৮৪]

৩. সাঈদ বিন আবু হিলাল লাইসী ﵀ বলেন, বর্ণিত আছে যে, বাদশাহ যুলকারনাইন তার বিশ্ব-সফরে এক শহরে যাত্রাবিরতি করলেন। শহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে তার চারপাশে জড়ো হয়ে তার বহর দেখতে লাগল। নগর ফটক ঘেঁষে এক বৃদ্ধ নিজের আমলে মশগুল ছিলেন। যুলকারনাইনের বাহিনী তার পাশ কেটে চলে গেলেও তিনি তাদের দিকে ফিরে তাকালেন না। এতে যুলকারনাইন বিস্মিত হয়ে বৃদ্ধকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আসতেই বাদশাহ বললেন, আপনার ব্যাপারটা কী? শহরের লোকজন সব আমার চারপাশে জড়ো হলো কিন্তু আপনি আসলেন না। ব্যাপার কী? বৃদ্ধ বললেন, আপনি কিসে চড়ে এসেছেন তার প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই। একজন বাদশাহ এবং একজন নিঃস্ব লোকের একই

১৮৪. তারীখু দিমাশক, ১৭/৩৫৩। সনদ হাসান।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দিন মৃত্যু ঘটে। আমরা উভয়কে দাফন করি। কিছুদিন পর উভয়ের লাশ উত্তোলন করা হয়। গোশত পচে-গলে মিশে গেছে। হাড়-গোড় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এ কারণেই আপনার রাজত্ব আমাকে আকর্ষণ করে না। বাদশাহ যুলকারনাইন শহর ছেড়ে যাওয়ার সময় বৃদ্ধকে গভর্নর নিযুক্ত করে যান।[১৮৫]

৪. হারিস বিন মুহাম্মাদ তামিমী কুরাইশ বংশের জনৈক বৃদ্ধের কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, বাদশাহ ইসকানদার (যুলকারনাইন) এক শহরে উপস্থিত হলেন যেখানে পর পর সাত জন শাসক শাসনক্ষমতা পরিচালনা করে ইতিহাসের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছেন। ইসকানদার জিজ্ঞাসা করলেন, এই জমিনে শাসনকারীদের কোনো বংশধর বেঁচে আছে কি? লোকজন বলল, হ্যাঁ, একজন বেঁচে আছেন, তিনি কবরস্থানে থাকেন। বাদশাহ তাকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন জিনিস তোমাকে কবরস্থানে পড়ে থাকতে কৌতূহল জুগিয়েছে? লোকটি বলল, আমি শাসক ও প্রজাদের হাড়গোড়ের মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে তা জানতে চাই। আমি উভয় শ্রেণির হাড়গোড় জমা করেছি। কিন্তু সেখানে শাসক ও প্রজা সাধারণকে একইরকম পেয়েছি। ইসকানদার বললেন, তুমি কি আমার সাথে যাবে? এতে তোমার মাধ্যমে তোমার পূর্বপুরুষের হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধার হবে। আর তোমার কোনো ইচ্ছা থাকলে তাও পূরণ করা হবে। লোকটি বলল, আমার মনের বাসনা তো অনেক বড়। আপনি যদি তা পূরণ করতে পারেন তো বলুন। বাদশাহ জানতে চাইলেন, কী তোমার মনস্কামনা? সে বলল, মৃত্যুহীন জীবন, বার্ধক্যহীন যৌবন, দারিদ্র্যহীন প্রাচুর্য আর বিরক্তিহীন বিলাসিতা। বাদশাহ বললেন, এ তো অসম্ভব! লোকটি বলল, তাহলে আপনি নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করুন আর আমাকে রাজা-বাদশাহদের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে দিন। বাদশাহ ইসকানদার বললেন, লোকটি আমার দেখা সবচেয়ে জ্ঞানী লোকদের অন্যতম একজন।[১৮৬]

জন্ম হয়েছে কবরে!

উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁-এর ভৃত্য এবং বিখ্যাত তাবেঈ আবু যায়িদ আসলাম ﵀ বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ একদিন লোকজনের মাঝে উপস্থিত হলেন; এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তার শিশু ছেলেকে কাঁধে চড়িয়ে উমর ﵁-এর পাশ

১৮৫. কিতাবুয যুহদ, ২/৫৮

১৮৬. তারীখু দিমাশক, ১৭/৩৫৫। সনদ দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের দেখে তিনি বললেন, বাবা ও ছেলের মধ্যে এত অমিল তো আমি আর কখনো দেখিনি। লোকটি বলল, আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, তার মা মৃত্যুর পর তাকে প্রসব করেছে! আমীরুল মুমিনীন বললেন, বলো কী! তা কীভাবে সম্ভব? লোকটি বলল, একবার কিছু কাজে দূরের সফরে বের হলাম। ছেলেটি তখন আমার স্ত্রীর গর্ভে। আমি বের হওয়ার আগে তাকে বললাম, তোমার গর্ভে যে সন্তান রয়েছে, আমি তাকে আল্লাহর তাআলার কাছে আমানত রেখে যাচ্ছি। আল্লাহ তাকে নিরাপদ রাখুন। সফর থেকে ফিরে জানতে পারলাম, আমার স্ত্রী ইনতিকাল করেছে। এক রাতের ঘটনা। আমি আর আমার চাচাতো ভাই খোলা ময়দানে বসে আছি। হঠাৎ দেখলাম অদূরের কবরস্থানে বাতির আলোর মতো আলো জ্বলছে। আমি ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কিসের আলো? সে বলল, প্রতিরাতেই তোমার স্ত্রীর কবরে আলোটি দেখতে পাই। কিন্তু কিসের আলো তা জানি না। লোকটি বলল, এরপর আমি একটি কুঠার নিয়ে কবরের কাছে গিয়ে দেখি কবরটি খোলা আর ছেলেটি তার মায়ের কোলে। এমন সময় কেউ একজন আমাকে লক্ষ্য করে বলল,

হে আল্লাহর নিকট আমানত প্রদানকারী, তোমার গচ্ছিত আমানত গ্রহণ করো। তুমি যদি তার মাকে আমানত রেখে যেতে, তবে তাকেও ফিরে পেতে। এ কথা শুনে আমি ছেলেটিকে তুলে নিলাম। আর কবরটিও বন্ধ হয়ে গেল।[১৮৭]

প্রাচীন কবর হতে উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন উপদেশ

১. প্রখ্যাত তাবেঈ আমর বিন মাইমুন ﵀ বর্ণনা করেন, সাহাবী জারীর বিন আবদুল্লাহ বাজালী ﵁ বলেন, আমরা পারস্যের একটি শহর জয় করলাম। আমাদের কাছে খবর এল যে, কাছেই একটি গুহায় অনেক ধন-সম্পদ রয়েছে। আমরা কিছু স্থানীয় মানুষকে নিয়ে সেই গুহায় প্রবেশ করলাম। সেখানে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও ধন-সম্পদ ছিল। আমরা তা বাজেয়াপ্ত করে একটি খিলানযুক্ত বাংকারের মতো গুপ্তঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। ঘরটির প্রবেশ পথ একটি বড় শিলাখণ্ড দিয়ে আড়াল করা ছিল। পাথরের আড়াল সরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই একটি স্বর্ণখচিত পালঙ্ক দেখতে পেলাম। পালঙ্কে দানবাকৃতির অনেক পুরোনো এক মৃত ব্যক্তি শায়িত রয়েছে। এমন

১৮৭. মানাকিবু আমীরিল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (ইবনুল জাওযী, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ), ৬৬। সনদ মাকবুল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষ আমি কখনো দেখিনি। সেখানে কিছু তৈজসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। লোকটির মাথার কাছে এক টুকরো কাঠের মধ্যে কিছু লেখা খোদাই করা রয়েছে। স্থানীয় লোকজন আমাকে তা পড়ে শোনাল। সেখানে লেখা ছিল,

হে আল্লাহ তাআলার মালিকানাধীন বান্দা! তুমি আপন স্রষ্টার সামনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ কোরো না। তাঁর দেওয়া ক্ষমতার অপব্যবহার কোরো না। জেনে রেখো, তোমার জীবৎকাল যত দীর্ঘই হোক, মৃত্যুই তোমার পার্থিব জীবনের শেষ পরিণাম। তোমার সামনে হিসাবের দরবার রয়েছে। এখানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সময় ফুরিয়ে আসলে হঠাৎ একদিন তোমাকে পাকড়াও করা হবে। তুমি যা কিছু পছন্দ করো, এখন থেকেই আখিরাতের কল্যাণের জন্য তা পাঠাতে থাকো। সেখানে তুমি তা পেয়ে যাবে। পার্থিব জীবনের ধোঁকায় না পড়ে মৃত্যুর পাথেয় সংগ্রহ করো।

হে আল্লাহ তাআলার মালিকানাধীন বান্দা, আমার অবস্থা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করো। নিশ্চয়ই আমার পরিণতিতে তোমাদের জন্য শিক্ষার বিষয় রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমার মধ্যে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট তথ্য-প্রমাণ রেখেছেন।

আমি পারস্য সম্রাট বাহরাম বিন বাহরাম।[১৮৮] আমি ছিলাম তাদের মধ্যে সবচেয়ে উৎপীড়ক, কঠোর, দীর্ঘ অভিলাষী, রাজনৈতিক আভিজাত্যের অধিকারী, আরামপ্রিয় ও সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলায় পারদর্শী একজন সম্রাট।

আমি নিজের রাজত্বকে বহুদূর বিস্তার করেছি, প্রচণ্ড প্রতাপশালী শাসকদের কচুকাটা করেছি, বড় বড় বাহিনীকে পরাস্ত করেছি আর বিদ্বানদের খুঁজে খুঁজে অপদস্থ করে ছেড়েছি। দীর্ঘ পাঁচ শ বছরের[১৮৯] জীবৎকালে আমি এ পরিমাণ সম্পদ জমা করেছি, যা ইতিপূর্বে আর কেউ করতে পারেনি। এতকিছুর পরও আমি নিজের মৃত্যুকে ঠেকাতে পারিনি।" [১৯০]

---

১৮৮. বাহরাম বিন বাহরাম বিন হরমুজ বিন সাবুর বিন ইবদশীর। তিনি দ্বিতীয় বাহরাম নামে প্রসিদ্ধ। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ হরমুজ বিন সাবুরকে দ্বিতীয় বাহরামের পিতামহ হিসেবে উল্লেখ করলেও পশ্চিমা ও ইরানি ঐতিহাসিকদের অধিকাংশই চাচা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পারস্যের বিখ্যাত সাসানীয় সাম্রাজ্যের পঞ্চম শাসক। তিনি ২৭৪-২৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আল কামিলু ফিত তারীখ (ইবনুল আসীর), ১/৩৫৬, ৩৫৭। আল মুনতাজাম (ইবনুল জাওযী), ২/৮৩। এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইরানিকা, ৩/৫১৪-৫২২।

১৮৯. ভুল তথ্য। খ্রিষ্টপূর্ব ও পরবর্তী ইরানের ইতিহাসে এত বছর রাজত্বকারী কোনো সম্রাটের ইতিহাস পাওয়া যায় না।

১৯০. আত তাবসিরাতু লি ইবনিল জাওযী, ১/৩৪৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২. হাসান বিন জাহওয়ার ﵀ বর্ণনা করেন, হাইছাম বিন আদী ﵀ বলেন, কয়েকজন আলিম আমাকে বলেছেন যে, তারা ইস্পাহানে একটি জলাশয় খনন করছিলেন। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বিশাল এক পাথরখণ্ড বেরিয়ে আসল। পাথরটি তাদের কাছে বিশেষ কিছু মনে হলো। এমন কিছু আগে কেউ দেখেনি। কিছু লোক সেখানে জড়ো হয়ে গেল। তারা পাথরটি উল্টাতেই নিচে একটি ঘর দেখতে পেল। ঘরটিতে স্বর্ণখচিত চারটি পালঙ্ক ছিল। প্রথম পালঙ্কটিতে একজন বৃদ্ধের লাশ রাখা ছিল; যাকে দেখেই বোঝা যায় যে, তিনি নেতৃস্থানীয় কেউ হবেন। তার মাথায় চুল ছিল না। লম্বা দাড়ি ছিল। তার পালঙ্কের ওপর পান্নাখচিত ও আংটাবিশিষ্ট কিছু পাত্র রাখা ছিল।

দ্বিতীয় পালঙ্কে একজন সুদর্শন যুবকের মৃতদেহ ছিল। তার বিছানায় তিনটি পাত্র ছিল। আর মাথার পাশে একটি মুকুট ঝুলানো ছিল।

তৃতীয় পালঙ্কে এক বালকের দেহ ছিল। তার দুই কানে ছিল দুটি দুল। প্রতিটি দুলেই মুক্তো লাগানো।

চতুর্থ পালঙ্কে চাঁদমুখী এক যুবতীর মৃতদেহ ছিল। তার পালঙ্কেও অনেক পাত্র ছিল। তার হাতে বালা ও পান্নাখচিত চুড়ি ছিল।

প্রতিটি দেহের শিয়র ঘেঁষে ফারসী ভাষায় কিছু লেখা ছিল। স্থানীয় লোকজন ফারসী জানা একজন মানুষকে ডেকে এনে তা পড়তে দিল।

প্রথম ব্যক্তির শিয়র পাশে লেখা ছিল, আমি রুস্তম! এই নগরীর শাসক। আমি খুবই কঠিন মানুষ ছিলাম। কত নিআমতের স্বাদ আমি গ্রহণ করেছি! এত সম্পদ আমি জমা করেছি, ইতিপূর্বে কেউ যা করতে পারেনি। বহু সৈন্যদলকে আমি পরাজয়ের গ্লানি উপহার দিয়েছি। আমার বিরুদ্ধে উত্থিত তরবারি ভোঁতা করে দিয়েছি। এত কিছুর পরেও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার কোনো উপায় আমি খুঁজে পাইনি।

দ্বিতীয় ব্যক্তির পাশে লেখা ছিল,'আমি সাবুর বিন মালিক। দুরন্ত যৌবনেই মৃত্যু আমাকে আঘাত করেছে। আমার যাবতীয় প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিয়েছে। মৃত্যু যদি আমার কাছে বিনিময় দাবি করত, তাহলে আমি সবচেয়ে বেশি মূল্য দিয়ে তাকে ফিরিয়ে দিতাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তৃতীয় লাশের পাশে লেখা ছিল, আমি বাহরাম বিন মালিক। মৃত্যু এক অনিবার্য বিপর্যয়। মানুষ যদি চিরকাল জমিনের বুকে থাকত, তাহলে আমরাও থাকতাম।

চতুর্থ পালঙ্কে নারীদেহের পাশে লেখা ছিল, আমি মিনাহাত বিনতে মালিক। মৃত্যু আমার আভিজাত্য কেড়ে নিয়েছে। কোমলতা ছিনিয়ে নিয়ে ব্যথিত করেছে। তোমরা দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ো না।

বর্ণনাকারী বলেন, স্থানীয় লোকজন সেখান থেকে প্রচুর মূল্যবান সম্পদ লাভ করেন।[১৯১]

৩. আবদুল্লাহ বিন আইয়াশ হামাদানী ﵀ নাজরানের কিছু লোক আমাকে বলেছেন যে, আমরা একবার মহান এক ব্যক্তিত্বের কবর খুঁড়তে বের হলাম। প্রাচীনকালের সম্রাটদের কবরস্থান হিসেবে পরিচিত এক জায়গায় আমরা কবর খুঁড়তে গিয়ে মাটির নিচে কারুকার্যখচিত একটি লোহার কফিন পেলাম। কফিনটি খুলতেই ভেতরে চুল-দাড়ি আঁচড়ানো, হালকা গড়নের এবং অভিজাত পোশাকে পরিহিত এক বৃদ্ধের মৃতদেহ পেলাম। লোকটির মাথার পাশে এক টুকরো কাগজে পেলাম। তাতে লেখা, আমি লৌহমানব জুনাইদাহ বিন জুনাইদ। আমি ছয় শ বছর বেঁচে ছিলাম। আমার আজকের অবস্থা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ। দুনিয়া এবং তার প্রেমিকদের জন্য আফসোস! দুনিয়ার লোভ ও ধোঁকায় নিপতিত ব্যক্তির জন্য ধ্বংস অনিবার্য।[১৯২]

৪. ঈসা বিন আবদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়ার বিন দাইসান ﵀ বলেন, মুআবিয়া ﵁-এর আমলে একবার শরৎকালে প্রচুর বৃষ্টি হলো। পানির ঢল নেমে এক জায়গায় ফাটল দেখা দিল। জায়গাটিতে পাথরে নির্মিত একটি ঘর ছিল। ঘরের মূল ফটকটিও পাথরের ছিল। স্রোতের ধাক্কায় দরজাটি খুলে গেলে দেখা গেল একটি কবর। কবরের ওপর এক টুকরো লোহার পাত রাখা। তাতে লেখা,

আমি বারান বুহাইর। সম্রাটের সন্তান সম্রাট। আমি সাত শ বছর বেঁচে ছিলাম। শত-সহস্র কুমারীর সতীত্ব হরণ করেছি। হাজার হাজার বাহিনীকে পরাস্ত করেছি। সবশেষে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। যে ব্যক্তি আমার কবর দেখবে; সে যেন আল্লাহকে ভয় করে। আর এ কথা জেনে রাখে যে, মৃত্যুই তার শেষ পরিণাম।[১৯৩]

---

১৯১. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/৬৮১, ৫৮২। বর্ণনা : ৮৮৬৮। (দারু আতলাসিল খাযরা, সৌদি আরব)

১৯২. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/৬৮২। বর্ণনা : ৮৮৬৯।

১৯৩. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/৬৮২। বর্ণনা ৮৮৭০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৫. হুসাইন বিন আবদুল্লাহ কুরাইশী ﷺ জনৈক আনসারীর কাছ থেকে বর্ণনা করেন, দাউদ ﷺ যখন ভুল করে বসলেন;[১৯৪] তখন তিনি কিছু সময়ের জন্য শুধু ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই ইচ্ছায় তিনি একজন পাদরির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে তার নাম ধরে ডাকলেন। কিন্তু পাদরি কোনো সাড়া দিল না। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর পাদরি বলল, এভাবে আমার নাম ধরে কে ডাকাডাকি করছে? তার মা-বাবা বোধ হয় তাকে এ ব্যাপারে ভয়-ভীতি দেখায়নি। আর তার ইবাদত-বন্দেগীও তেমন কাজে আসেনি! পাদরির কথা শুনে দাউদ ﷺ বললেন, আমি দাউদ। সুরম্য প্রাসাদ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অশ্ব, সুন্দরী নারী আর বিভিন্ন সম্পদের অধিকারী। পাদরি বলল, এগুলোর বিনিময়ে আপনি যদি জান্নাত লাভ করতে পারতেন, তবে কামিয়াব হতেন। দাউদ ﷺ বললেন, কে তুমি? পাদরি বলল, আমি এক তৃষ্ণার্ত ও অনুসন্ধিৎসু বৈরাগী। দাউদ ﷺ বললেন, তোমার প্রিয় বন্ধু কে? কার সাথে উঠাবসা করো তুমি? পাদরি বলল, আপনি যদি তা দেখতে চান তাহলে পাহাড়ের শীর্ষে চড়ুন। দাউদ ﷺ পাহাড়ের চূড়ায় তার আস্তানায় প্রবেশ করে একটি মৃতদেহ দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, এই কি তোমার প্রিয় বন্ধু, উঠাবসার সঙ্গী? সে বলল, হ্যাঁ। দাউদ ﷺ বললেন, এই লোকটি কে? পাদরি বলল, তিনি একজন বাদশাহ। তার মাথার পাশে তামার পাত্রে তার ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে। দাউদ ﷺ কাছে গিয়ে তা পড়লেন। তাতে লেখা ছিল, আমি অমুকের সন্তান অমুক। আমি একজন সম্রাট। আমি হাজার বছর জীবন পেয়েছি। হাজার নগরী আবাদ করেছি। হাজার বাহিনীকে পরাজিত করেছি। হাজার নারীর ঘ্রাণ নিয়েছি। হাজার কুমারীর সতীচ্ছেদ করেছি। আমার রাজত্ব চলাকালেই একদিন মালাকুল মাওত চলে এসেছেন। তিনি আমার সাম্রাজ্য হতে আমাকে বের করে নিয়ে গিয়েছেন। আজ আমার অবস্থা হলো, মাটি আমার বিছানা। পোকা-মাকড় আমার প্রতিবেশী।

লেখাটি পড়ে দাউদ ﷺ অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়লেন।[১৯৫]

---

১৯৪. দাউদ ﷺ-এর ভুল বলতে অনেকেই পরনারীর প্রতি তার দৃষ্টিপাত ও সাময়িক কামনার কথা বুঝে থাকেন। জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও আবু হাতিম রাজী ﷺ নিজ নিজ তাফসীরগ্রন্থে ঘটনাটি বর্ণনা করলেও তা অগ্রহণযোগ্য, যথাযথ সূত্রবিহীন এবং ইসরাঈলী রিওয়ায়াত। হাফিয ইবনুল কাসীর এই ঘটনাটি প্রত্যাখ্যান করেছেন; বরং দুজন বিচারপ্রার্থীর দেয়াল টপকে দাউদ ﷺ-এর ইবাদতখানায় প্রবেশের ঘটনাটি গ্রহণযোগ্য। তাফসীরু জালালাইন, ১/৬০০, ৬০১। তাফসীরু ইবনি আবী হাতিম, ১০/২৩৮, ২৩৯। তাফসীরু ইবনি কাসীর, ৭/৫১-৫৩। সূরা সোয়াদ, (৩৮) : ২২-২৪ এর ব্যাখ্যায়।

১৯৫. বাগিয়্যাতুত তলাব ফি তারীখি হালাব, ৭/৪১৬। । সনদ দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৬. তাবেঈ লাইস বিন আবু সুলাইম ﵀ বর্ণনা করেন, বিখ্যাত তাবেঈ মুজাহিদ বিন জাবার ﵀ বলেন, ইবরাহীম ﵇ বাইতুল্লাহর ভিত্তি গড়ার সময় একটি পাথর দেখতে পান, যাতে খোদাই করে লেখা ছিল,

হে আদমসন্তান, কল্যাণের বীজ বপন করো। আনন্দের শস্য লাভ করবে। মন্দের বীজ বপন কোরো না। তাহলে পরিতাপের ফল ভোগ করতে হবে। হে আদমসন্তান, তোমরা মন্দ আমল করো। কিন্তু পরিণামে শাস্তিকে অপছন্দ করো! মনে রেখো, কাটাগুল্ম থেকে আঙুর ফল আশা করা যায় না।[১৯৬]

৭. আবু জাকারিয়া তাইমী ﵀ বলেন, একবার খলীফা সুলাইমান বিন আবদুল মালিক মসজিদুল হারামে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় তার নিকট একটি শিলালিপি আনা হলো। তিনি লেখার পাঠোদ্ধার করার মতো কাউকে খুঁজছিলেন। অবশেষে ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ﵀-এর কাছে নিয়ে গেলে তিনি তা পড়ে শোনালেন। পাথরটিতে লেখা ছিল,

আদমসন্তান, তুমি যদি তোমার অবশিষ্ট জীবনের দিকে লক্ষ করে দেখতে, তাহলে দীর্ঘ জীবনের আশা ত্যাগ করতে। আমল বৃদ্ধিতে আগ্রহী হতে। জীবনের প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা কমিয়ে আনতে। আগামীকাল তুমি অপমানজনক অবস্থার সম্মুখীন হবে। অচিরেই তোমার অনুগত, শুভাকাঙ্ক্ষী, পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধব হারিয়ে যাবে। প্রিয় সন্তান দূরে সরে যাবে। জন্মদাতা পিতা ও আত্মীয়স্বজন তোমাকে প্রত্যাখ্যান করবে। তুমি না দুনিয়াতে আর ফিরে আসতে পারবে, না তোমার আমলের পরিমাণ কেউ বাড়িয়ে দিতে পারবে। অতএব দুঃখ ও অপমানের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসার আগেই বিচার-দিবসের জন্য আমল শুরু করো।

লেখাটি পড়ার পর খলীফা সুলাইমান বিন আবদুল মালিক কান্নায় ভেঙে পড়লেন।[১৯৭]

৮. মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন বুরজুলানী ﵀ বর্ণনা করেন, আবু মুহাম্মাদ সাইয়াত ﵀ বলেন, আমি আবুল আব্বাস ওয়ালিদ ﵀-এর কাছ থেকে শুনেছি যে, ইয়াযিদ বিন মুআবিয়াহর মৃত্যুর পর ৬৪ হিজরিতে কাবা ধসিয়ে দেওয়া হয়। তখন কাবার ধ্বংসস্তূপে একটি ইট পাওয়া যায়। তার গায়ে হিব্রু ভাষায় লেখা ছিল,

---

১৯৬. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/৬৮৬। বর্ণনা : ৮৮৮৬।

১৯৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ৪/৬৯। ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ﵀-এর বর্ণনায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মরণ-যন্ত্রণার ব্যাপারে সতর্ক থেকো। মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য আমল শুরু করো। কারণ, মৃত্যুর থাবা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় নেই। আর মৃত্যুর পর ফিরে আসারও কোনো সুযোগ নেই। মৃত্যুর ফিরিশতা আল্লাহর এমনই অনুগত যে, কখনো অবাধ্য হয় না।[১৯৮]

৯. মুগীরা সাওয়াফ ﵀ বলেন, আমি বাইতুল মুকাদ্দাসে একটি ইটের ওপর এই লেখা পড়েছি যে,

ভালোভাবে ভেবে দেখো, তোমার পূর্বে কত উম্মতকে মৃত্যুর ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে? সমস্ত প্রশংসা পবিত্র সেই সত্তার, যিনি মৃতকে জীবন দান করেন। সকল বস্তুর ওপর তিনি একক ক্ষমতার অধিকারী।[১৯৯]

১০. আবু আবদুর রহমান যাহিদ ﵀ বলেন, আমি বাইতুল মুকাদ্দাসে একটি লাঠিজাতীয় বস্তুতে নিচের লেখাটি পড়েছি,

এমন এক ঘরে তোমার জীবন কাটবে, তুমি চলে যাওয়ার পর তোমার প্রতি আস্থা রাখা লোকজনও যে ঘরের ব্যাপারে ভীত হয়ে উঠবে । আর তোমার অনুগত লোকজন অন্যের হয়ে যাবে।[২০০]

১১.আবদুল্লাহ বিন লাহীআহ ﵀ বলেন, আলেকজান্দ্রিয়া শহরের একজন অধিবাসী আমাকে বলেছেন যে, একবার নীলনদ থেকে একটি দামি শিলাপাথর উদ্ধার করা হয়। পাথরটিতে রোমান ভাষায় কিছু লেখা ছিল। এক ব্যক্তি এসে লেখাটি পড়ে কাঁদতে লাগল। লোকজন বলল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! এই লেখাটি আমাকে কাঁদিয়েছে। বলল, এখানে কী লেখা আছে? তিনি বললেন,

নেক আমল করে তা ভুলে যাও। তবে গুনাহ করলে তা মনে রেখো। যে ব্যক্তি তা করবে, সে হয়তো দীর্ঘ প্রশান্তির কোনো পথ খুঁজে পাবে।[২০১]

---

১৯৮. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/৫৮৮। বর্ণনা : ৮৮৯১।
১৯৯. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/৫৮৮। বর্ণনা : ৮৮৯২।
২০০. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/৫৮৮। বর্ণনা : ৮৮৯৩।
২০১. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/৫৮৮। বর্ণনা : ৮৮৯৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সমাধিস্তম্ভে উপদেশমূলক বাক্য লেখার অসিয়ত

১. সাওরাহ বিন কুদামা আসওয়ারী ﵀ বলেন, আমি বিখ্যাত আবিদ আবদুল আযীয বিন সালমান ﵀-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি উপকূলীয় এলাকায় রাস্তার পাশে অবস্থিত একটি কবর-ফলকে এই পঙ্‌ক্তিটি পড়েছি,

ألحقنا الموت بآبائنا *** وكل من عاش فيوما يموت

মৃত্যু আমাদের প্রাক্তনের সারিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে,

মনে রেখো, আজ যে বেঁচে আছে; একদিন তাকেও মরতে হবে।

আমি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কার কবর? তারা বলল, জনৈক বৃদ্ধের। তিনি ১২০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। শেষ সময়ে তিনি তার কবর-ফলকে এই কথাগুলো লিখে দেওয়ার অসিয়ত করেন।[২০২]

২. আবু খুযাইমাহ নামরী ﵀ বলেন, মুহাল্লাব বিন আবু সফরাহ ﵀ এর এক দাসী মৃত্যুর সময় তার কবরে এই কথাগুলো লেখার অসিয়ত করেন,

ألا أيها القبر الذي حل لحده *** قصيرة عمر حبذا أنت يا قبر

فخير لها ما الذي ساء موتها *** وخير لنا منها المثوبة والأجر

কবর! সেই ব্যক্তির জন্য কতই-না উত্তম হবে তুমি,

মৃত্যু যার দমবন্ধ জীবনের আগল খুলে দিয়েছে।

মৃত্যুর তিক্ত স্বাদ ভুলে তোমাকে স্বাগত জানাই হে কবর!

আমলের প্রতিদান লাভের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে এখানে।[২০৩]

৩. আবু আলী সুফী ﵀ বলেন, আমি হুসাইন বিন মাখলাদ বিন মাইমুন ﵀-এর কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, আমাদের একজন সাদা মনের প্রতিবেশী ছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি কবরে এই কথাগুলো লিখে দিতে বলে যান,

---

২০২. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/৫৬৯, ৫৭০। বর্ণনা : ৮৮৩৮।

২০৩. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/ ৫৭০। বর্ণনা : ৮৮৩৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই দুনিয়া এক পরীক্ষার জায়গা, আর আখিরাত হলো প্রতিদান লাভের স্থান। আল্লাহ তাআলা পরম করুণাময় এক প্রভু। হে পরম করুণাময়, আপনার সর্বহারা নিঃস্ব বান্দার প্রতি রহম করুন। আপনার রহমত বান্দাকে অন্যদের চেয়ে মহিমান্বিত করে তোলে। হে ওই সত্তা, যিনি আমার মা-বাবার চেয়েও বহুগুণ দয়ালু!

যে ব্যক্তি নিজের জন্য এই দুআ পাঠ করবে আর আমার জন্য দুআ করবে, তার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

তিনি আরও বলেন, আমি আরেক কবরে লেখা দেখলাম,

يَا مَنْ أَبْطَرَهُ الْغِنَى ••• وَأَسْكَرَتْهُ شَهْوَةُ الدُّنْيَا

اسْتَعِدُّوا لِلسَّفْرَةِ الْعُظْمَى ••• فَقَدْ دَنَا مَوْرِدُكُمْ عَلَى أَهْلِ الْبَلَاءِ

বিত্ত-বৈভবের নেশায় বুদ্ধি খুইয়ে বসা হে নির্বোধ!

সম্পদই যার একমাত্র নেশায় পরিণত হয়েছে,

এসব ছেড়ে দুর্গম এক যাত্রাপথের প্রস্তুতি নাও,

শীঘ্রই তোমার এই পথ শ্বাপদসংকুল উপত্যকায় গিয়ে থামবে।[২০৪]

৪. আবু জাকারিয়া জাশামী ﵀ বলেন, তুরস্কের আনতাকিয়া শহরে আযদী গোত্রের এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে তার কবরে এই বাক্যটি লিখে রাখার অসিয়ত করে যান,

যেদিন তুমি মহান আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াবে, সেদিন যেন তুমি বেশি বেশি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করতে পার। ইখলাসের সাথে এই কালিমা পাঠ করার দরুন আল্লাহ তাআলা হয়তো তোমার প্রতি রহম (দয়া ও ক্ষমার আচরণ) করবেন।[২০৫]

৫. আবু হাতিম হানজালী ﵀ বলেন, আমি ইরানের রাই শহরের একটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে এই লেখাটি দেখতে পাই,

---

২০৪. আল ইতিবার ওয়া সিলআতুল আরিফীন, ১/২৮০।

২০৫. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/৫৮০। বর্ণনা : ৮৮৬৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

عَبْدٌ مُذْنِبٌ وَرَبٌّ غَفُوْرٌ

বান্দা গুনাহগার। মহান প্রতিপালক ক্ষমাশীল।

ঘটনাটি আমি মুহাম্মাদ বিন আবদুল করীম ﵀-এর কাছে বর্ণনা করি। তিনি বললেন, কবরটি আমার ভাইয়ের। আমিই তার কবরে এই বাক্যটি লিখে দিয়েছি।[২০৬]

৬. মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুসা ইস্পাহানী ﵀ বলেন, আমাদের একজন সঙ্গী তার কাফনে এই কথা লিখে দিতে অসিয়ত করেন,

اَللّٰهُمَّ حَقِّقْ حُسْنَ ظَنِّي بِكَ

"হে আল্লাহ, আপনার প্রতি আমার সুধারণাকে বাস্তবে রূপ দান করুন।"[২০৭]

সমাধিস্তম্ভে খোদাই করা পঙ্‌ক্তিমালা

১. মালিক বিন দীনার ﵀ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, একবার সিরিয়া যাওয়ার পথে আমি একটি কবরের নামফলকে নিচের পঙ্‌ক্তিমালাটি পড়েছি,

يا أيها الركب سيروا إن مصيركم ••• أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا

حثوا المطايا وارخوا من أزمتها ••• قبل الممات وقضوا ما تقضونا

كنا أناسا كما كنتم فغيرنا دهر ••• وعن قليل كما صرنا تصيرونا

হে পথিক-দল, শীঘ্রই অন্তিম যাত্রা শুরু করো,

সময় দ্রুতই শেষ হয়ে আসছে, অচিরেই একদিন থামতে হবে তোমায়,

সে যাত্রার রসদ জোগাড়ে মনোযোগ দাও, এপারের বোঝা হ্রাস করে নাও।

শেষবারের মতো শুয়ে পড়ার আগেই যা করার করে নাও।

আমরা তোমাদেরই মতো ছিলাম, কিন্তু আজ-কালের গর্ভে বিস্মৃত হয়েছি।

শীঘ্রই, খুব শীঘ্রই তোমার সামনেও এই পরিণতি ঘনিয়ে আসছে।[২০৮]

---

২০৬. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪। কবর অধ্যায়। বর্ণনা নং ২৭১। সনদ সহিহ।

২০৭. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪। কবর অধ্যায়। বর্ণনা নং ২৭২।

২০৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ২/৩৮৩। মালিক বিন দীনার অধ্যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২. সাওরাহ বিন কুদামা আসওয়ারী ﵀ বলেন, আমি আবু মালিক যাইগাম রাসিবী ﵀-এর কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইরাকের উবুল্লা শহরে একটি কবর-ফলকে পেয়েছি,

أنا البعيد القريب الدار منظره *** بين الجنادل والأحجار مرموس

আমি পাথরকণার প্রান্তরে এমনি এক ঘর,

আমি ছোট পাথুরে ভূমিতে প্রোথিত এমন এক ঘর,

চোখের দেখায় যা খুবই কাছে, আদতে বহুদূর।[২০৯]

৩. আমর বিন সাইফ মক্কী ﵀ বলেন, একবার আমি তায়েফের উদ্দেশে বের হলাম। পথিমধ্যে আমার উটনী পথ হারিয়ে একটি জলাশয়ের কাছে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে লোকালয় হতে দূরে একটি নতুন কবর দেখতে পেলাম। জায়গাটিতে রাখাল কিংবা পথহারা মুসাফির ব্যতীত অন্য কারও তেমন আনাগোনা ছিল বলে মনে হয় না। কবরটির নামফলকে লেখা দেখলাম,

رحم الله من بكى لغريب وقد عفى

غبر القبر وجهه فمحى الحسن والصفا

তার প্রতি আল্লাহ তাআলা দয়া ও মেহেরবানি করুন,

যে এই অচেনা মরহুমের জন্য দু-ফোঁটা অশ্রু ঝরাবে।

কবর তার যাবতীয় সৌন্দর্য ও গুণাবলি নিশ্চিহ্ন করে

চিরচেনা চেহারাটুকু ধূলিমলিন করে দিয়েছে।

আল্লাহর শপথ! সেদিন তার জন্য কাঁদতে কাঁদতে আমি নোনা অশ্রুজলের স্বাদ গ্রহণ করেছি।[২১০]

৪. ইবরাহীম বিন ইয়াকুব ﵀ বর্ণনা করেন, ইয়াহইয়া বিন ইউনুস শিরাজী ﵀ বলেন, আমি শিরাজ শহরের একটি কবরে এই লেখাটি পড়েছি,

---

২০৯. আহওয়ালুল কুবুর, ১৪৭।

২১০. আল আহওয়াল (ইবনু রজব হাম্বলী), ১৪৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ذهب الأحبة بعد طول تودد *** ونأى المزار فأسلموك وأقشعوا

خذلوك أفقر ما تكون بغربة *** لم يؤنسوك وكربة لم يدفعوا

فقضى القضاء وصرت صاحب حفرة *** عند الأحبة أعضوا وتصدعوا

মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে ফিরে গেছে প্রিয়দের কাফেলা,

দূর হতে শুধু সালাম ও দুআ দিয়ে চলে যায় জিয়ারতে আসা স্বজন।

বিপদাপদে যে লোকগুলো মুখ ফিরিয়ে ভুলে যায়নি,

তারা কিনা আজ রেখে গেল কবরে, যেন একেবারেই অচেনা!

সময়ের হিসেব ফুরিয়ে আসতেই চিড় ধরে সব বাঁধনেই,

আত্মার আত্মীয়তা ছিন্ন করে প্রিয়জন শুয়ে আছে আঁধার কবরে। [২১১]

৫. বনু হাশীম গোত্রের আবু জাফর কুরাইশী ﵀ বলেন, জনৈক ব্যক্তি গানের সুরে হালকা চালে বসরার এক কবরস্থানের দিকে বেরিয়ে পড়ল। চলতে চলতে একটি কবরের লেখা পড়ে সে সব ভুলে গেল। সেখানে লেখা ছিল,

يا غافل القلب عن ذكر المنيات *** عن ما قليل ستثوي بين أموات

فاذكر محلك من قبل الحلول به *** وتب إلى الله من لهو ولذات

إن الحمام له وقت إلى أجل *** فاذكر مصائب أيام وساعات

لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها *** قد حان للموت يا ذا اللب أن يأتي

হে উদাসীন, মৃত্যুকে যে ভুলে বসে আছ,

অতি শীঘ্রই নিজেকে তুমি মৃতদের সারিতে দেখবে।

শেষের সে যাত্রা শুরুর আগেই ঠিকানাটুকু স্মরণ করো,

অতীতের ভুল-ভ্রান্তির জন্য তাওবার হাত তোলো।

বদ্ধ এ খাঁচায় সময় আগে থেকেই বেঁধে দেওয়া,

২১১. আহওয়ালুল কুবুর, ১৪৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অতএব শেষ-দিবসের আসন্ন বিভীষিকা স্মরণে রেখো।

জীবনের এ হেঁয়ালি নেশায় হারিয়ে যেয়ো না,

হে বুদ্ধিমান, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, দ্রুতপদে তা এগিয়ে আসছে।[২১২]

৬. ইবনু আবিদ দুনিয়া ﵀ বলেন, বনু হাশীমের মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম আবুল হাসান ﵀ বলেন যে, তিনি একটি কবরের প্রাচীরে এই লেখাটি পড়েছেন,

يَا أَيُّهَا الْوَاقِفُ بِالْقُبُورِ *** بَيْنَ أُنَاسٍ غُيَّبٍ حُضُورِ

قَدْ سَكَنُوا فِي خِرَبٍ مَهْجُورِ *** بَيْنَ الثَّرَى وَجَنْدَلِ الصُّخُورِ

لا تَكُ عَنْ حَظِّكَ فِي غُرُورِ

কবরবাসী! প্রতিনিয়ত সমাজ থেকে কত মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে,

ধূলিমলিন পাথুরে ধ্বংসস্তূপে তাদের সমাধি হয়েছে।

রোজ হাশরের প্রতীক্ষায় তাদের একাকী প্রহর কাটছে,

তুমি তাই ললাটের লিখনে পরিতাপ টেনে এনো না,

মনে রেখো, কবরই আমাদের শেষ ঠিকানা।[২১৩]

৭. মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন বুরজুলানী ﵀ বর্ণনা করেন, একটি কবরে আমি পড়েছি,

إن يكن مات صغيرا فلا شيء عن صغير

كان ريحاني فصار اليوم ريحان القبور

أي أغصان مليحات بديعات بنور

غرستها في بساتين البلى أيدي الدهور

শৈশবেই মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিলেও এখন আর সে শিশু নয়,

---

২১২. আহওয়ালুল কুবুর, ১৪৭।

২১৩. মাছীরুল গরামিস সাকিন, ৫১২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমার নয়নমণি ইতিমধ্যে জান্নাতের রাইহানা হয়ে ফুটেছে।

আগমনেই তার আলোয় চারদিক ঝলমল করে উঠেছিল,

আর আজ তাকে সময়ের কঠিন হাতে সঁপে দিয়ে গেলাম।[২১৪]

৮. আমর বিন যুবাইর সররাফ ﵀ বলেন, আমি সিরিয়ার মাহালিবাহ দুর্গের পাশে একটি শানবাঁধানো সমাধিস্তম্ভে নিচের পঙ্‌ক্তিটি লিখিত পেয়েছি,

من أبصر القبر فقد رأى عبرا

جنادلا يبكين عن أوجه نضرا

কবরের দিকে ফিরে তাকালেও শিক্ষণীয় কিছু খুঁজে পাবে,

পাথরের ভাষায় কত শত যৌবন অশ্রু ফেলে নীরবে।

তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! লেখাটি পড়ে আমি নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না।[২১৫]

৯. ইবনু আবিদ দুনিয়া ﵀ বলেন, আমার কিছু বন্ধুর কাছে শুনেছি, বসরার একটি কবরে তারা নিচের লেখাটি পড়েছেন,

لَئِنْ كُنْتَ لَهْوًا لِلْعُيُونِ وَقُرَّةً ... لَقَدْ صِرْتَ سُقْمًا لِلْقُلُوبِ الصَّحَائِحِ

وَهَوَّنَ وَجْدِي أَنَّ يَوْمَكَ مُدْرِكِي ... وَأَنِّي غَدًا مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الضَّرَائِحِ

মনের ডাকে সাড়া দিয়ে তুমি যদি মন্দ কিছু করে বসো,

তবে তুমি তোমার সুস্থ মানসিকতাটুকু হারিয়ে ফেলবে।

মানসম্মান ধুলোয় মিশিয়ে আজ তোমার এই পরিণতি,

অতি শীঘ্রই আমিও কবরের আঁধারে এসে ঠাঁই নেব।[২১৬]

২১৪. আল ইতিবারু ওয়া সিলআতুল আরিফীন, ১/২৮০।
২১৫. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/৫৭০। বর্ণনা : ৮৮৩৯।
২১৬. মাছীরুল গরামিস সাকিন, ৫১২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১০. ইবনু আবিদ দুনিয়া ﵀ বলেন, সুহাইব ﵀-এর এক ছেলের কাছ থেকে একদল আলিম বর্ণনা করেন, তার কাছে বসরার কিছু লোক বর্ণনা করেছেন যে, সালিহ মুররি ﵀ একটি পরিত্যক্ত প্রাসাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক প্রান্তে দুটি কবর দেখতে পেলেন। কবর দুটির পাশে একজন হাবশী ব্যক্তি বসা ছিল। তিনি বললেন, হে সালিহ, এই প্রাসাদের মালিক দুজনের অবস্থা দেখে আপনার শিক্ষা নেওয়া উচিত। একটি কবরে লেখা ছিল,

يَا أَيُّهَا الرَّكْبُ سِيرُوا الْيَوْمَ وَاعْتَبِرُوا *** فَعَنْ قَلِيلٍ تَكُونُوا مِثْلَنَا عِبَرَا

كُنَّا وَكَانَتْ لَنَا الدُّنْيَا بِلَذَّتِهَا *** فَمَا اعْتَبَرْنَا وَمَا كُنَّا لِنَزْدَجِرَا

حَتَّى رَمَانَا الرَّدَى مِنْهُ بِأَسْهُمِهِ *** فَلَمْ يُبْقِ لَنَا عَيْنًا وَلَا أَثَرَا

হে পথিক, সম্মুখে অগ্রসর হও, শিক্ষা গ্রহণ করো,

তোমরা তো আমাদের মতোই, খুব বেশি শিখতে চাও না।

একসময় যাবতীয় ভোগ-বিলাসিতা নিয়ে আমরাও এখানে ছিলাম,

একসময় আমরা এই দুনিয়াতে ছিলাম, যাবতীয় স্বাদ নিয়ে দুনিয়াও সাথে ছিল,

কিন্তু সে সময় কোনো শিক্ষাই আমরা আমলে নিইনি। নিজেদের নিয়ে ভাবিনি।

পরিশেষে আচমকা একদিন সব লুটে নিয়ে দুনিয়া আমাদের ছুড়ে ফেলেছে।

আজ তার কিছু স্মৃতি আর গুটিকয়েক সাক্ষী ছাড়া কিছুই নেই।[২১৭]

১১. ইসহাক বিন হাকিম ﵀ বলেন, জনৈক শাইখ আমার কাছে বর্ণনা করে বলেন,আমরা সিরিয়া যাওয়ার পথে একটি কবরস্থানের পাশে যাত্রাবিরতি করি। সেখানে একটি কবরের ফলকে এই লেখাটি দেখতে পাই,

أَيَضْمَنُ لِي فَتًى تَرْكَ الْمَعَاصِي *** وَأَرْهَنُهُ الْكَفَالَةَ بِالْخَلَاصِ

أَطَاعَ اللهَ قَوْمٌ فَاسْتَرَاحُوا *** وَلَمْ يَتَجَرَّعُوا غُصَصَ الْمَعَاصِي

ভরা যৌবনে গুনাহ ছাড়ার ওয়াদা করেছিলাম,

২১৭. মাছিরুল গরামিস সাকিন, ৫১৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আজ সে দায় হতে মুক্তির ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছি।

এক জামাত তো রবের আনুগত্যে শান্তির পথ বেছে নিয়েছে,

পাপাচারের বিষাক্ত পেয়ালায় যারা আদৌ ঠোঁট ছোঁইয়ায়নি।[২১৮]

১২. মুহাম্মাদ বিন আলী তঈল ﵀ বর্ণনা করেন, বসরাতে এক লোক আমাকে বলেন, আমি (বর্তমান ইরানের খুজিস্তানের প্রধান শহর) আহওয়াজে একটি কবরের ফলকে এই পঙ্‌ক্তিমালা পাঠ করেছি,

الْمَوْتُ أَخْرَجَنِي مِنْ دَارِ مَمْلَكَتِي *** فَالتُّرْبُ مُضْطَجَعِي مِنْ بَعْدِ تَتْرِيفِي

لِلّٰهِ عَبْدٌ رَأَى قَبْرِي فَأَحْزَنَهُ *** وَخَافَ مِنْ دَهْرِهِ رَيْبَ التَّصَارِيفِ

هَذَا مَصِيرُ ذَوِي الدُّنْيَا وَإِنْ جَمَعُوا *** فِيهَا وَغَرَّهُمْ طُولُ التَّسَاوِيفِ

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِنْ عَمْدِي وَمِنْ خَطَئِي *** وَأَسْأَلُ اللّٰهَ فَوْزِي يَوْمَ تَوْقِيفِي

আপন বাসস্থান হতে মৃত্যু আমাকে নিগৃহীত করে ছেড়েছে,

কবরের মাটিও নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ফন্দি এঁটেছে

শপথ প্রভুর! আমার কবর দেখতেই লোকজন আনমনা হয়ে পড়ে,

জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নানা শঙ্কা তাদের মনে দোল খায়।

আসলে পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষায় বাঁচা সকলের অবস্থাই এমন,

পুরো জীবন সীমাহীন দুর্ভাবনা তাড়িয়ে বেড়ায়।

রবের দরবারে তাই ক্ষমা চাই, যত ভুল ও ভ্রান্ত কামনার জন্য।

সেই সাথে রোজ হাশরে সৌভাগ্যের আশায় বুক বাঁধি।[২১৯]

১৩. মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন বুরজুলানী ﵀ বর্ণনা করেন, কোনো এক কবরস্থানে একটি কবরের ফলকে আমি এই লেখাটি পড়েছি,

---

২১৮. মাছীরুল গরামিস সাকিন, ৫০৮।

২১৯. মাছীরুল গরামিস সাকিন, ৫০৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَلَيْسَ لِلْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ *** فِطْرٌ وَلا أَضْحَى وَلا عَشْرُ

نَأَى عَنِ الأَهْلِ عَلَى قُرْبِهِ *** كَذَاكَ مَنْ مَسْكَنُهُ الْقَبْرُ

সমাহিত ব্যক্তির জন্য ফিতর বা আযহা বলে কোনো ঈদ নেই,

প্রিয়জন ছেড়ে দূরে কোথাও যেমন উপভোগ্য কিছু থাকে না,

কবরের জীবনও তেমনি উদাস, জৌলুসহীন।[২২০]

১৪. ইবনু আবিদ দুনিয়া ﵀ বলেন, আরেকটি কবরে লেখা ছিল,

عِشْتُ دَهْرًا فِي نَعِيمٍ *** وَسُرُورٍ وَاغْتِبَاطِ

ثُمَّ صَارَ الْقَبْرُ بَيْتِي *** وَثَرَى الأَرْضِ بِسَاطِي

কতকাল আমি বিত্ত-বৈভব আর প্রাচুর্যের মাঝে কাটিয়ে দিয়েছি,

শেষ পর্যন্ত কবরের ঘরে মাটির শয্যায় শায়িত হয়েছি।[২২১]

১৫. ইবনু আবিদ দুনিয়া ﵀ বলেন, এক কবরে আমি এই লেখাটি দেখেছি,

الْقَبْرُ بَيْتٌ سَوْفَ تَسْكُنُهُ *** مَاذَا عَمِلْتَ لِيَوْمِ الْقَبْرِ يَا سَاهِي

কবর, সে তো বেদনার ঠিকানা, অচিরেই আমরা যার বাসিন্দা হতে চলেছি,

হায় উদাসী মন! সেদিনের জন্য কী আমল করেছ তুমি?[২২২]

১৬. ইবনু আবিদ দুনিয়া ﵀ বলেন, এক কবরে আমি এই লেখাটি পড়েছি,

أنا في القبر وحيدا قد تبرأ الأهل مني

أسلموني بذنوبي خبت إن لم يعف عني

আঁধার কবরে একাকী পড়ে আছি, প্রিয়জন সেরে গেছে দাফনের দায়,

মহান রবের দয়া ও ক্ষমা চাই, মাথা পেতে নিয়েছি সব গুনাহের দায়।[২২৩]

---

২২০. মাছীরুল গরামিস সাকিন, ৫১০।

২২১. মাছীরুল গরামিস সাকিন, ৫১২।

২২২. মাছীরুল গরামিস সাকিন, ৫১৫।

২২৩. আহওয়ালুল কুবুর, ১৪৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৭. মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন বুরজুলানী ﵀ বর্ণনা করেন, কোনো এক নির্জন প্রান্তরে অবস্থিত একটি কবরে আমি লেখাটি পড়েছি,

قَبْرُ عَزِيزٍ عَلَيْنَا *** لَوْ أَنَّهُ كَانَ يُفْدَى

أَسْكَنْتُ قُرَّةَ عَيْنِي *** وَمُنْيَةَ النَّفْسِ لَحْدَا

مَا جَارَ خَلْقٌ عَلَيْنَا *** وَلَا الْقَضَاءُ تَعَدَّى

وَالصَّبْرُ أَحْسَنُ شَيْءٍ *** بِهِ الْفَتَى يَتَرَدَّى

সমাহিত প্রিয়তমের জন্য যদি নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারতাম,

তা হতো চোখের শীতলতা, বয়ে আনত চিত্তের তৃপ্তি।

আজ আর কেউ রইবে না পাশে, নিয়তির খাতায় ফিরবে না কেউ,

এ বেদনা সয়ে যাওয়া ছাড়া কিছুই করার নেই।[২২৪]

১৮. মুহাম্মাদ বিন উমর বিন ঈসা আম্বারী ﵀ বলেন, একবার আমি বসরার একটি কবরস্থানে ছিলাম। হঠাৎ আকাশে মেঘ ছেয়ে গেলে আমি একটি গম্বুজের নিচে আশ্রয় গ্রহণ করি। গম্বুজটি একটি কবরের ওপর নির্মিত ছিল। কবরটির ফলকে লেখা ছিল,

سَيُعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي وَتُنْسَى مَوَدَّتِي *** وَيَحْدُثُ بَعْدِي لِلْخَلِيلِ خَلِيلُ

إِذَا انْقَطَعَتْ يَوْمًا مِنَ الْعَيْشِ مُدَّتِي *** فَإِنَّ عَنَاءَ الْبَاكِيَاتِ قَلِيلُ

কিছুদিনের মধ্যেই স্মৃতির আড়াল হয়ে মুছে যাব সব মন থেকে,

হৃদয়ে হৃদয়ে আমার স্থান চলে যাবে অন্য কারও দখলে।

কবরের জীবনে এক-একটি দিন শেষ হতেই,

নোনা জলে স্মৃতি ধরে রাখা প্রিয়দের তালিকা ছোট হতে থাকে।[২২৫]

২২৪. মাছীরুল গরামিস সাকিন, ৫০৯।

২২৫. বিদায়া ওয়া নিহায়া, ১১/১২২। (দারু হাজার)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৯. উমর বিন আবদুল্লাহ ﵀ বলেন, জনৈক ব্যক্তি তাকে বলেন, আমি একটি গম্বুজবিশিষ্ট কবরে লিপিবদ্ধ এই পঙ্‌ক্তিটি পড়েছি,

يَا من يصير غَدا إِلَى دَار البلى *** وَيُفَارق الإخوان والخلانا

إِن الْأَمَاكِن فِي الْمعَاد عزيزة *** فاختر لنَفسك إِن عقلت مَكَانا

দিন ফুরোলেই স্বজনের মায়া ছেড়ে যে ব্যক্তি আঁধার কবরে চলে যাচ্ছে,

মনে রেখো, এ ঘর খুব প্রিয় কোনো জায়গা নয়।

তুমি যদি বুদ্ধিমান হও, তবে এ ঘরখানি এখনই সাজিয়ে নাও।[২২৬]

২০. আবু আলী নাযযার ﵀ বলেন, জনৈক ব্যক্তি নিচের লেখাটি খোদাই করে নিজের পরিবারের একজনের কবরে রেখে দেয়,

وَكَيْفَ بَقَائِي بَعْدَ إِلْفِي وَصَاحِبِي *** وَنَفْسِي قَدْ ذَابَتْ وَمَاتَ سُرُورُهَا

وَإِنِّي لآتٍ قَبْرَهُ فَمُسَلِّمٌ *** وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ حُفْرَةَ مَنْ يَزُورُهَا

প্রিয় বন্ধুর অকাল বিদায়ে আমি ভালো থাকি কীভাবে?

হৃদয়ের আবেগ বিগলিত হয়ে নেমে গেছে সুখের পারদ,

আমি তো নিত্যই জিয়ারতে আসি, কিন্তু বন্ধু নীরব থাকে,

হায়! তোমার তো সাক্ষাৎপ্রার্থীর সাথে সাক্ষাৎ কিংবা আলাপের উপায় নেই।[২২৭]

২১. আবু আলী নাযযার ﵀ বলেন, এক কবরের ফলকে খোদাই করে লেখা আছে,

يَا أَيُّهَا الْمَيِّتُ الْمُغَيَّبُ فِي الثَّرَى *** زُرْتَ الْقُبُورَ فَمَا تَحِسُّ وَلا تَرَى

لَمَّا نُقِلْتَ إِلَى الْمَقَابِرِ مَيِّتًا *** لَمْ يَبْقَ دَمْعٌ جَامِدٌ إِلا جَرَى

جَاوَرْتَ قَوْمًا لا تَوَاصُلَ بَيْنَهُمْ *** وَيَفُوتُ ضَيْفَهُمُ الْكَرَامَةُ وَالْقِرَى

---

২২৬. বুসতানুল ওয়াইজীন ওয়া রিয়াদুস সামিঈন, ১৬৬।

২২৭. মাছীরুল গরামিস সাকিন, ৫১৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কবরের আঁধারে আড়াল হওয়া মৃত ব্যক্তি!

নিয়মিত আমি তোমাদের জিয়ারতে আসি,

তুমি তার কিছুই দেখতে পাও না, বুঝতে পার না।

আমিও একদিন খাটলিতে চড়ে এখানে আসব,

সেদিন অশ্রু শুকিয়ে বিলাপ করার মতো কিছুই আর থাকবে না।

সেদিন এমন কিছু প্রতিবেশী হবে, যাদের সাথে সম্পর্কের পথ নেই।

উপায় নেই ডেকে এনে খানিকটা আপ্যায়নের।[২২৮]

২২. উমর বিন আবদুর রহমান ﵀ বর্ণনা করেন, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া সুকরী ﵀ বলেন, আমার কাছে এই খবর পৌঁছেছে যে, একটি কবরে শিয়র ঘেঁষে পাথরের নিচে এই লেখাটি পাওয়া গেছে,

وَغَافِلٍ أُوذِنَ بِالصَّوْتِ ••• لَمْ يَأْخُذِ الْعُدَّةَ لِلْفَوْتِ

إِنْ لَمْ تَزُلْ نِعْمَتُهُ قَبْلَهُ ••• زَالَ عَنِ النِّعْمَةِ بِالْمَوْتِ

মৃত্যুর ফরমান জারি হয়ে গেছে, আর সে কিনা এখনো উদাসীন!

হায়! আখিরাতের সামানা আদৌ তৈরি হয়নি।

এপার থেকে যা কিছু এখনো পাঠানো হয়নি,

মৃত্যুর আঘাতে সেসব নিঃশেষ হয়ে যাবে।[২২৯]

২৩. আমার পিতা মুহাম্মাদ বিন উবাইদ বিন সুফিয়ান ﵀ বর্ণনা করেন, সাকিফ গোত্রের জনৈক বৃদ্ধ বলেন, ইরাকের হীরা শহরের একটি কবরে নিচের পঙ্‌ক্তিমালা লেখা একটি পাথর পাওয়া যায়,

حَلَبْتُ الدَّهْرَ أَشْطُرَهُ سَعِيدًا ••• وَنِلْتُ مِنَ الْمُنَى فَوْقَ الْمَزِيدِ

وَكَافَحْتُ الأُمُورَ وَكَافَحَتْنِي ••• وَلَمْ أَخْضَعْ لِمُعْضَلَةٍ كَؤُودِ

২২৮. মাছীরুল গরামিস সাকিন, ৫১৪।

২২৯. মাছীরুল গরামিস সাকিন, ৫১৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وُلِدْتُ أَنَالُ فِي الشَّرَفِ الثُّرَيَّا *** وَلَكِنْ لا سَبِيلَ إِلَى الْخُلُودِ

অনন্ত অসীমের গভীর সাধনায় জীবন ব্যয় করেছি,

সুদূর বিস্তৃত কল্পনার জাল বিছিয়েছি,

সাফল্যের কঠিন চড়াই উতরাতে

সামর্থ্যের শেষ বিন্দু পর্যন্ত বিলিয়ে এসেছি।

সবশেষে কবরের আঁধার ঠিকানায় সমাহিত,

হাজার সাধনাতেও এখানে থাকার কোনো সুযোগ মিলেনি।[২৩০]

২৪. আবু বকর বিন মুহাম্মাদ হারীরী ﵀ বলেন, একটি কবরে লেখা ছিল,

يَا أَيُّهَا الْوَاقِفُ بِالْقَبْرِ عِشَاءً وَسَحَرْ *** إِنَّ فِي الْقَبْرِ عِظَامًا بَالِيَاتٍ وَعِبَرْ

দিনের আলোয় বা রাতের আঁধারে যে কবর জিয়ারত করে,

মনে রেখো, জীর্ণ হাড়ের স্তূপ এখানে চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে।[২৩১]

২৫. ইবনু আবিদ দুনিয়া ﵀ বলেন, সিরিয়ার ঈলা শহরের একটি কবরে আমি নিচের লেখাগুলো পড়েছি,

الْمَوْتُ بَحْرٌ غَالِبٌ مَوْجُهُ *** تَضِلُّ فِيهِ حِيلَةُ السَّابِحِ

يَا نَفْسُ إِنِّي قَائِلٌ فَاسْمَعِي *** مَقَالَةً مِنْ مُشْفِقٍ نَاصِحِ

مَا اسْتَصْحَبَ الإِنْسَانُ فِي قَبْرِهِ *** مِثْلَ التُّقَى وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ

মৃত্যু হলো উত্তাল সাগরের মতো, দক্ষ সাঁতারুও যেখানে হেরে যায়।

হে মন, ভারাক্রান্ত হয়ে কিছু নসিহত করছি, ভালো করে শুনে রাখো,

কবরের একাকী জীবনে খোদাভীতি আর

নেক আমলের চেয়ে ভালো কোনো বন্ধু হতে পারে না।[২৩২]

---

২৩০. মাছীরুল গরামিস সাকিন, ৫১৩; মুজামুল বুলদান, ২/৫২১।

২৩১. মাছীরুল গরামিস সাকিন, ৫১৩।

২৩২. মাছীরুল গরামিস সাকিন, ৫১৩। সনদ সহীহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২৬. আবদুল মালিক বিন হিশাম ﵀ বলেন, একটি কবরে নিচের পঙ্‌ক্তিটি পাওয়া গেছে,

اصْبِرْ لِدَهْرٍ نَالَ مِنْكَ فَهَكَذَا مَضَتِ الدُّهُورُ

فَرَحٌ وَحُزْنٌ مَرَّةً لا الْحُزْنُ دَامَ وَلا السُّرُورُ

সময়ের স্রোতে যা কিছু এসেছে, ধৈর্য সহকারে তা প্রতিহত করো,

সময়ের স্রোতেই আবার ভেসে যাবে সব,

এ জীবনে সুখ-দুখ কোনোটাই স্থায়ী নয়। [২৩৩]

২৭. সুওয়াইদ বিন আমর কালবী বলেন, জনৈক ব্যক্তির কবরে লিখিত রয়েছে,

بادر شبابك قبل وقت رحيله *** واعمل ليومك يا أخا الأشراف

সময় শেষ হয়ে আসার আগেই যৌবনের শক্তিকে কাজে লাগাও,

প্রিয় ভাই, এখন থেকেই আখিরাতের আমলে মন দাও। [২৩৪]

২৮. মাসারিহ নামক এলাকার মসজিদের ইমাম কুলাইব বিন ওয়াইল ﵀ বলেন, আমরা এই শতকের শুরুতে ভারতীয় উপমহাদেশের জিহাদে অংশগ্রহণ করেছি। সে সময় আতকাবাহ নামক স্থানে একটি গাছ দেখতে পাই, যাতে একটি লাল গোলাপ ফুটে ছিল। আর তাতে শ্বেত বর্ণে স্পষ্ট হরফে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ) লেখা ছিল।[২৩৫]

বিভিন্ন প্রাসাদ ও ভবনের গায়ে লিপিবদ্ধ উপদেশমালা

১. উমর বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ﵀ বলেন, উরওয়া বিন জুবাইর ﵀-এর প্রাসাদের পাশেই আকীক পাথরখচিত এক প্রাসাদের মূল ফটকে আমি এই লেখাটি পড়েছি,

২৩৩. শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী, ৯৬২৭।
২৩৪. আহওয়ালুল কুবুর, ১৪৭।
২৩৫. মুজামু ইবনিল মুকরি, ১৭০। বর্ণনা নং ৫০৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

كم قد توارث هذا القصر من ملك *** فمات والوارث الباقي على الإثر.

এই প্রাসাদ কত রাজা-বাদশাহের পৈত্রিক অধিকারে গিয়েছে,

একজনের মৃত্যুতে অন্যজন এসে উত্তরাধিকার প্রয়োগ করেছে।[২৩৬]

২. মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন উকবা বিন আবু সহবা ﷺ বলেন, আমি তরসুস শহরের বাবুল জিহাদ তোরণের পাশে একটি কবরে এই লেখাটি দেখতে পাই,

فارقت دنياي وصرت إلى ربي *** فيا رب فاغفر ما تقدم من ذنب

أمرني بأشياء وعن غيرها نهى *** فخالفته فيها فأصبحت في كرب

মোহময় জীবনের মায়া ছেড়ে রবের আশ্রয়ে চললাম,

হে আমার রব, যাবতীয় গুনাহের ফিরিস্তি ক্ষমা করে দিন।

আপনার কতশত ফরমান লঙ্ঘন করে

আজ এই যাতনার মুখে এসে পড়েছি।[২৩৭]

৪. ইবনু আবিদ দুনিয়া ﷺ বলেন, রবীআহ গোত্রের এক ব্যক্তির কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, আমাদের শত্রু দ্বীপের এক ব্যক্তি বলেছে, আসকার নগরীর এক প্রান্তে আমরা একটি পাথর পেলাম, তাতে রোমান ভাষায় কিছু লেখা ছিল। আমরা লেখাটি পড়তে পারে এমন এক ব্যক্তিকে খুঁজে বের করলাম। তিনি আমাদের তা পড়ে শোনালেন। সেখানে লেখা ছিল,

دمت على ما كان مني ندامة *** ومن يتبع ما تشتهي النفس يندم

ألم تعلموا إن الحساب أمامكم *** وإن وراءكم طالبا ليس يسأم

فخافوا لكي تأمنوا بعد موتكم *** وتلقون ربا عادلا ليس يظلم

فليس لمغرور بدنياه راحة *** سيندم إن زلت به النعل فاعلم.

---

২৩৬. আল ইতিবার ওয়াল আকাবুস সুকরি ওয়াল আহযান। বর্ণনা নং ৬০।

২৩৭. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪৫৭১। বর্ণনা : ৮৮৪৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সকল ভুল-ভ্রান্তির জন্য আমি লজ্জিত, অনুতপ্ত।
প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তিকে তো অপদস্থ হতেই হবে।
খেয়াল করেছ কি? হিসাব-নিকাশের দিন ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে,
আর জীবনের নানা আবেদনও পিছু নিয়েছে।
আল্লাহকে ভয় করো, পরকালে শান্তির দেখা পাবে।
এমন দয়ালু মালিকের সাক্ষাৎ পাবে, যিনি অবিচার করেন না।
দুনিয়ার ধোঁকায় পা বাড়ালে কোথাও আর শান্তি পাওয়া যাবে না।
দুনিয়াদার ব্যক্তি অচিরেই পাথুরে নির্জনতায় পর্যুদস্ত হতে যাচ্ছে।[২৩৮]

৫. ইবনু আবিদ দুনিয়া ﵀ বলেন, আমার কয়েকজন সাথির কাছে শুনেছি, তারা জনৈক আলিমের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নজদ এলাকার একটি গুহায় ইসলামের দুই হাজার বছর আগের একটি শিলালিপি পাই। তাতে কিছু পঙ্‌ক্তিমালা লেখা ছিল। আমি সেগুলোর পাঠোদ্ধার করেছি। সেখানে লেখা ছিল,

منع البقاء فلا بقاء عليكما *** ليل بكر سواده ونهاره
حزنا لم يريا معا في موطن *** وكلاهما تجري به المقدار
لو نال شيء يلبسان حلوقه *** وعاورته الريح والأمطار
ولقد رمقنا الليل أين أتى به *** والشمس فانحسرت بنا الأبصار
والله يقضي بين ذلك أمره *** فيكون فيه اليسر والإعسار
وبه فناء قبيلة ونماؤها *** وتوارد الأيام والأصدار.

জমিনের বুকে স্থায়ী বলে কিছু নেই,
রাতের আঁধার, দিনের কিরণ সব চক্রাকারে আসছে যাচ্ছে।
নিজ নিজ চক্রপথে রাত ও দিন কোনো কুক্ষণেও সংঘর্ষে গড়ায়নি।
দিন ও রাতের মাঝে যা কিছু দ্বিধা তৈরি হয়েছে,

২৩৮. তারীখু দিমাশক, ৬/৩৪৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সবই তার প্রবল বাতাস ঝড়ো বৃষ্টির আড়াল।
এখানে রাতের আঁধার নামতেই ছড়িয়ে পড়ে শীতল প্রশ্বাস,
দিনের আলো এসে কেড়ে নেয় পথিকের দৃষ্টি কিরণ।
এভাবেই নিপুণ চক্র তৈরি করে দিয়েছেন মহান রব,
এতে সরল সমীকরণ ও জটিল হিসেবের ধাঁধা লুকিয়ে রয়েছে।
লুকিয়ে আছে জাতি, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির উত্থানপতন রহস্য।
এভাবেই চক্রাকারে দিন, কাল ঘটনার আবর্তন চলছে।[২৩৯]

একটি পরিবারের তাওবা ও মৃত্যুর ঘটনা

সদাকাহ বিন মিরদাস ﵀ বলেন, ত্রিপোলি শহরের উপকণ্ঠে একটি উঁচু ভূমিতে আমি তিনটি কবর দেখতে পাই। যার প্রথমটির নামফলকে লেখা ছিল,

وَكَيْفَ يَلَذُّ الْعَيْشَ مِنْ هُوَ عَالِمٌ *** بِأَنَّ إِلَهَ الْخَلْقِ لا بُدَّ سَائِلُهُ؟
فَيَأْخُذُ مِنْهُ ظُلْمَهُ لِعِبَادِهِ *** وَيَجْزِيهِ بِالْخَيْرِ الَّذِي هُوَ فَاعِلُهُ

আল্লাহ তাআলার কাছে সকলকে জবাবদিহি করতে হবে,
তা জেনেও মানুষ কীভাবে আনন্দ-উল্লাস করে বেড়ায়?
অচিরেই তিনি তার বান্দাদের অপকর্মের হিসাব নেবেন,
তখন নেক আমলের জন্য প্রত্যেককে উপযুক্ত বিনিময় দান করবেন।

দ্বিতীয় কবরের নামফলকে লেখা ছিল,

وَكَيْفَ يَلَذُّ الْعَيْشَ مَنْ كَانَ مُوقِنًا *** بِأَنَّ الْمَنَايَا بَغْتَةً سَتُعَاجِلُهُ
فَتَسْلُبُهُ مُلْكًا عَظِيمًا وَنَخْوَةً *** وَتُسْكِنُهُ الْبَيْتَ الَّذِي هُوَ آهِلُهُ

মৃত্যুর নীল থাবা সুনিশ্চিত জেনেও

২৩৯. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/৫৮৭। বর্ণনা : ৮৮৮৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কীভাবে মানুষ তার জীবনকে উপভোগ করতে পারে!
খুব শীঘ্রই মৃত্যুর সর্বগ্রাসী আগ্রাসন
ভোগ-বিলাস আর প্রিয়জনের বাহু হতে তাকে ছিনিয়ে নেবে।

তৃতীয় কবরের নামফলকে খোদিত ছিল,

وَكَيْفَ يَلَذُّ الْعَيْشَ مَنْ هُوَ صَائِرٌ ••• إِلَى جَدَثٍ يُبْلِي الشَّبَابَ مَنَاهِلُهُ

وَيُذْهِبُ رَسْمَ الْوَجْهِ مِنْ بَعْدِ ضَوْئِهِ ••• وَيَبْلَى سَرِيعًا جِسْمُهُ وَمَفَاصِلُهُ

অনতিবিলম্বে যে ব্যক্তি সংকীর্ণ কবরের উদরে যেতে চলেছে,
সে কীভাবে এখনো আনন্দ-উল্লাসে মত্ত আছে?
কবরবাসীর প্রথম প্রহরেই তার ইতিহাস মিটে যাবে,
শরীর পচে-গলে ছিন্নভিন্ন হয়ে হারিয়ে যাবে!

কবর তিনটি অন্যান্য কবরের চেয়ে সামান্য উঁচু এবং আলাদা ধরনের ছিল। আমি পাশের গ্রামে গিয়ে এক বৃদ্ধকে বসে থাকতে দেখে বললাম, আপনাদের গ্রামে এসে খুব বিস্ময়কর একটি জিনিস লক্ষ করলাম। তিনি বললেন, এখানে বিস্ময়ের আবার কী দেখলেন? তখন বৃদ্ধকে কবরের ঘটনা খুলে বলে নিজের বিস্মিত হওয়ার কারণ উল্লেখ করলাম। সব শুনে তিনি বললেন, তারা তিন জন ছিল সহোদর ভাই। তাদের একজন ছিল আমীর। সম্রাটের সহযোগী। সে বিভিন্ন শহরে গভর্নর হিসেবে ও সেনাবাহিনীতে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছে। অন্যজন ছিলেন বড় মাপের একজন ব্যবসায়ী। আর তৃতীয় জন ছিলেন একজন আবিদ। তিনি আপন ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকতেন। একসময় তাদের আবিদ ভাইটির মৃত্যু ঘনিয়ে এল। খবর পেয়ে বাকি দুই ভাই ছুটে আসল। তাদের মধ্যে আমীর ভাইটি খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের পক্ষ হতে আমাদের শাসক হিসেবে নিযুক্ত ছিল। সে ছিল খুবই অত্যাচারী, শোষক এবং বিপথগামী। দুই ভাই অন্তিম শয়ানে থাকা ভাইকে বলল, তুমি কি কোনো অসিয়ত করবে? ভাই বললেন, না। আল্লাহর শপথ! আমার কোনো সম্পদ নেই যে, অসিয়ত করে যাব। আমার কোনো ঋণ নেই যে, তা আদায় করতে বলে যাব। দুনিয়াতে আমি এমন কিছু রেখে যাচ্ছি না, যা আমার আমলকে ছিনিয়ে নিতে পারে। এ কথা শুনে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খলীফার সহযোগী ভাইটি বলল, ভাই, বলো তুমি কী চাও? আমার সমস্ত সম্পদ তোমার জন্য হাজির। তুমি এই সম্পদের ব্যাপারে যা খুশি অসিয়ত করে যাও। যত খুশি ব্যয় করো। এ ব্যাপারে তুমি আমার কাছ থেকে যেকোনো প্রতিশ্রুতিও গ্রহণ করতে পার। শাসক ভাই নিজের কথা শেষ করতেই ব্যবসায়ী ভাইটি বলে উঠল, ভাই, তুমি তো আমার ব্যবসা আর সম্পদ সম্পর্কে জানো। তোমার হয়তো কখনো কোনো ভালো কাজে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে মন চেয়েছে, যা তুমি পারনি। আজ আমার সমস্ত সম্পদ তোমার জন্য হাজির। তুমি এখান থেকে যা ইচ্ছা গ্রহণ করো। তোমার জন্য সব উন্মুক্ত। এই কথা বলে তারা ভাইয়ের প্রতি ঝুঁকল। তখন মৃত্যুপথযাত্রী ভাই বললেন, তোমাদের সম্পদ আমার দরকার নেই। তবে আমি তোমাদের কাছে একটি প্রতিশ্রুতি চাই। তোমরা কিছুতেই তা ভঙ্গ করবে না। আমি যখন মৃত্যুবরণ করব। তোমরা আমাকে গোসল দেবে। কাফন পরাবে। এবং নির্দিষ্ট স্থানে দাফন করবে। অতঃপর আমার নামফলকে এই কথা লিখে দেবে,

وَكَيْفَ يَلَذُّ الْعَيْشَ مِنْ هُوَ عَالِمٌ *** بِأَنَّ إِلَهَ الْخَلْقِ لا بُدَّ سَائِلُهُ؟

فَيَأْخُذُ مِنْهُ ظُلْمَهُ لِعِبَادِهِ *** وَيَجْزِيهِ بِالْخَيْرِ الَّذِي هُوَ فَاعِلُهُ

আল্লাহ তাআলার কাছে সকলকে জবাবদিহি করতে হবে,

তা জেনেও মানুষ কীভাবে আনন্দ-উল্লাস করে বেড়ায়?

অচিরেই তিনি তার বান্দাদের অপকর্মের হিসাব নেবেন,

তখন নেক আমলের জন্য প্রত্যেককে উপযুক্ত বিনিময় দান করবেন।

আমার কাফন-দাফন সম্পন্ন করার পর প্রতিদিন তোমরা আমার কবর জিয়ারত করতে আসবে। এতে তোমরা নিজেদের জন্য উপদেশ খুঁজে পাবে। ভাইয়ের মৃত্যুর পর বাকি দুই ভাই তা-ই করতে লাগল। প্রশাসনে কর্মরত ভাইটি তার সাথে একদল সৈনিক নিয়ে ভাইয়ের কবরের পাশে আসত। সেখানে দাঁড়িয়ে তার জন্য কিছু পাঠ করে চোখের জলে বুক ভাসাত। তৃতীয় দিন যখন সে কবর জিয়ারত করতে গেল, ফিরে আসার মুহূর্তে কবরের ভেতর হতে বিকট আওয়াজ শুনতে পেল। বিকট আওয়াজে তার প্রাণপাখি উড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়িমরি করে ছুটে বাঁচল। রাতে কবরবাসী ভাইকে স্বপ্নে দেখল। জিজ্ঞাসা করল, ভাই, তোমার কবরে আজ বিকট আওয়াজ শুনেছি। তা কিসের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আওয়াজ ছিল? ভাই বলল, বিরাটকায় এক হাতুড়ি দ্বারা আঘাতের আওয়াজ। আমাকে এই বলে প্রহার করা হয়েছে যে, কত মানুষকে তুমি জুলুমের শিকার হতে দেখেছ; অথচ তাদের কোনো সাহায্য করোনি!

সকাল হতেই দ্বিতীয় ভাইটি বিমর্ষচিত্তে ব্যবসায়ী ভাই ও নিজের ঘনিষ্ঠ লোকজনকে ডেকে আনল। সবাই আসলে সে বলল, আমাদের ভাই মৃত্যুর পূর্বে তার নামফলকে যা লিখতে অসিয়ত করেছিল তার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে শিক্ষা দেওয়া। আমি ভালো করেই বুঝতে পেরেছি যে, চিরকাল আমি তোমাদের মাঝে থাকব না। এরপর সে প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব ছেড়ে ইবাদত-বন্দেগীতে মনোনিবেশ করল। খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানকে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি গ্রহণ ও পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে জানিয়ে পত্র পাঠাল। এর পরে সে কিছু আবিদের সাথে নির্জন পাহাড়ে আশ্রয় নিল। একসময় তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসল। সে সময় তার সাথে কয়েকজন রাখাল উপস্থিত ছিল।

ব্যবসায়ী ভাইয়ের কাছে সংবাদ পৌঁছলে সে মৃত্যুপথযাত্রী ভাইয়ের শয্যাপাশে ছুটে আসল। জিজ্ঞাসা করল, ভাই, তুমি কি কোনো অসিয়ত করবে? ভাই বলল, আমার কাছে কোনো সম্পদ নেই যে, অসিয়ত করে যাব। তবে তোমার কাছে আমার দাবি যে, মৃত্যুর পর আমার কবর উঁচু না করে সমান করে দেবে। আর আমাকে আমার ভাইয়ের পাশে দাফন করবে। দাফনের পর নামফলকে এই কথাগুলো লিখে দেবে,

وَكَيْفَ يَلَذُّ الْعَيْشَ مَنْ كَانَ مُوقِنًا ... بِأَنَّ الْمَنَايَا بَغْتَةً سَتُعَاجِلُهُ

فَتَسْلُبُهُ مُلْكًا عَظِيمًا وَنَخْوَةً ... وَتُسْكِنُهُ الْبَيْتَ الَّذِي هُوَ آهِلُهُ

মৃত্যুর নীল থাবা সুনিশ্চিত জেনেও

কীভাবে মানুষ তার জীবনকে উপভোগ করতে পারে!

খুব শীঘ্রই মৃত্যুর সর্বগ্রাসী আগ্রাসন

ভোগ-বিলাস আর প্রিয়জনের বাহু হতে তাকে ছিনিয়ে নেবে।

মৃত্যুপথযাত্রী ভাই আরও বলল, আমার কাফন-দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর তিন দিন তুমি আমার কবরের পাশে আমার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট রহমত ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাগফিরাতের দুআ করবে। ভাইয়ের মৃত্যুর পর ব্যবসায়ী ভাই তার সকল ইচ্ছা পূরণ করল। প্রথম দু-দিনের পর তৃতীয় দিনও সে ভাইয়ের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তার জন্য চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দুআ করল। জিয়ারত শেষে ফিরে আসবে এমন সময় কবরের ভেতর হতে বিকট এক আওয়াজ শুনতে পেল। আওয়াজ শুনে সে হকচকিয়ে উঠল। বিধ্বস্ত অবস্থায় সেখান থেকে ফিরে আসল। রাতে সে তার ভাইকে স্বপ্নে দেখল।

সে বলল, আমি ভাইকে দেখতেই নিজের ভয় পাওয়ার ঘটনা তুলে ধরে বললাম, ভাই, আমি তোমার কবর জিয়ারত করতে এসেছিলাম। ভাই বলল, হায়! ঘরোয়া দেখা-সাক্ষাতের পর আর যদি দেখা-সাক্ষাৎ করার কোনো সুযোগ থাকত! জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই, তোমার কী অবস্থা? বলল, তাওবার ফলে বেশ ভালো আছি। বললাম, আবিদ ভাইটি কেমন আছে? বলল, সে তো অগ্রগামী নেককার লোকজনের সাথে আছে। বললাম, এখন আমাদের কী হবে? বলল, দুনিয়ার জীবন থেকে পরকালের জন্য যে যা পাঠাবে, এখানে এসে ঠিক তা-ই পাবে। তোমার কাছে যা আছে, তা অন্যের হাতে যাওয়ার আগেই একে মূল্যায়ন করো।

সকাল হতে ব্যবসায়ী ভাইটি পার্থিব ভোগবিলাস ছেড়ে নির্জনতা বেছে নিল। সে নিজের ধন-সম্পদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তা চার ভাগে বণ্টন করে দিল। আর নিজেকে ইবাদত-বন্দেগীতে সঁপে দিল। তার একজন ছেলে ছিল। সুঠাম দেহের অধিকারী ও সুদর্শন যুবক। ছেলেটি সমস্ত আয়-ব্যয় ও ব্যবসার হিসাব বুঝে নিল। একদিন এই ভাইয়েরও মৃত্যু ঘনিয়ে আসল। মৃত্যুশয্যায় তার যুবক সন্তান বলল, বাবা, আপনি কি কোনো অসিয়ত করে যেতে চান? লোকটি বলল, বেটা, আল্লাহর শপথ! তোমার পিতার কাছে অসিয়ত করে যাওয়ার মতো কিছু নেই। তবে আমি তোমার কাছে এই দাবি জানাচ্ছি যে, আমার মৃত্যুর পর আমাকে তোমার দুই চাচার পাশে দাফন করবে; আর আমার নামফলকে এই পঙ্‌ক্তিমালা লিখে দেবে,

وَكَيْفَ يَلَذُّ الْعَيْشَ مَنْ هُوَ صَائِرٌ ••• إِلَى جَدَثٍ يُبْلِي الشَّبَابَ مَنَاهِلُهُ

وَيُذْهِبُ رَسْمَ الْوَجْهِ مِنْ بَعْدِ ضَوْئِهِ ••• وَيَبْلَى سَرِيعًا جِسْمُهُ وَمَفَاصِلُهُ

অনতিবিলম্বে যে ব্যক্তি সংকীর্ণ কবরের উদরে যেতে চলেছে,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সে কীভাবে এখনো আনন্দ-উল্লাসে মত্ত আছে?

কবরবাসের প্রথম প্রহরেই তার ইতিহাস মিটে যাবে,

শরীর পচে-গলে ছিন্নভিন্ন হয়ে হারিয়ে যাবে!

মৃত্যুপথযাত্রী পিতা আরও বলল, আমার কাফন-দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর তিনদিন তুমি আমার কবরের পাশে আমার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করবে। পিতার মৃত্যুর পর ছেলে তার সকল ইচ্ছা পূরণ করল। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের পর যথারীতি তৃতীয় দিনও সে পিতার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তার জন্য দুআ করল। জিয়ারত শেষে ফিরে আসতে উদ্যত হতেই কবরের ভেতর হতে একটি আওয়াজ শুনতে পেল। আওয়াজ শুনে সে ভয় পেয়ে গেল। বিষণ্ন মনে সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসল। রাতে সে তার পিতাকে স্বপ্নে দেখল।

স্বপ্নযোগে পিতা তার সন্তানকে বলল, বেটা, তুমি আমাদের কাছে খুব অল্প সময়ের জন্য এসেছ। আর এই জীবনেরও সমাপ্তি রয়েছে। মৃত্যু অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি নিকটবর্তী। অতএব আখেরি সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। দীর্ঘ সফরের জন্য তৈরি হও। এই অস্থায়ী নিবাস ছেড়ে চিরস্থায়ী নিবাসের রসদ মওজুদ করো। অকর্মণ্য লোকদের মতো ধোঁকায় পড়ে যেয়ো না। তাদের দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদের প্রতারিত করে চলেছে। আজকে তাদের আখিরাতের পাথেয় খুবই সামান্য। এই অসতর্কতা ও আলসেমি মৃত্যুর সময় চরম লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা তাদের জীবন দুনিয়ার পেছনে বরবাদ করায় কপাল চাপড়ে পরিতাপ করছে। অথচ মৃত্যু ঘনিয়ে এলে এই অপমান কোনো কাজে দেবে না। তাদের প্রাচুর্য তাদের যে মরীচিকায় ফেলে রেখেছে। কিয়ামতের কঠিন দিনে এই অপ্রাপ্তি ও পরিতাপ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আদায়ে মোটেও যথেষ্ট হবে না।

বেটা, তুমি এখনি প্রস্তুতি শুরু করো। নতুন করে শুরু করো। পূর্ণ শক্তিতে শুরু করো।

যে বৃদ্ধ আমাকে ঘটনা শুনিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি সেই যুবকের রাতে দেখা স্বপ্নের বাস্তবতা জানতে তার সাথে দেখা করতে গেলাম। সে আমাকে পুরো ঘটনা শোনাল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যুবক বলল, স্বপ্নে আমার পিতা আমাকে যা বলেছেন; বাস্তবতা বিন্দুমাত্র ভিন্ন কিছু নয়। আমি তো দেখছি মৃত্যু আমার সাথে ছায়ার মতো লেগে আছে। অতঃপর সেও ধন-সম্পদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। সব সদকা করে দিল। ঋণ পরিশোধ করল। অংশীদারদের হক আদায় করে দিল। যাবতীয় লেনদেন মিটিয়ে সকলকে সালাম জানিয়ে বিদায় দিল। তারাও তাকে বিদায় জানাল। সে একজন সদা সতর্ক ব্যক্তির মতোই নিজের দায়িত্ব সেরে নিল।

সে বলত, আমার পিতা বলেছেন, 'তুমি এখনি প্রস্তুতি শুরু করো। নতুন করে শুরু করো। পূর্ণ শক্তিতে শুরু করো।' হয়তো তিন বেলা পর আমি আর এখানে থাকব না। কিংবা তিন দিন, তিন মাস বা তিন বছর পর। তিন বছর তো অনেক বেশি হয়ে যাবে। আর আমি এতদিন এভাবে থাকতে চাই না।

বৃদ্ধ বলেন, এই ঘটনার তিন দিনের মাথায় যুবক তার পরিবার ও সন্তানাদিকে ডেকে জড়ো করল। সে তাদের সালাম জানিয়ে বিদায় নিল এবং কিবলামুখী হলো। এর পরে লম্বা হয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করল আর কালিমাতুশ শাহাদাত পাঠ করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল! আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করুন! তার মৃত্যুর পর বিভিন্ন শহর হতে লোকজন এসে তার কবর জিয়ারত করতে লাগল।[২৪০]

সালাফের দৃষ্টিতে পুনরুত্থান

১. ওয়ালিদ বিন মুসলিম ﵀ বর্ণনা করেন। আবদুর রহমান বিন ইয়াযিদ বিন জাবির ﵀ বলেন, জাহিলী যুগের ধ্যান-ধারণায় কট্টর বিশ্বাসী এক বৃদ্ধ এসে বলল, হে মুহাম্মাদ ﷺ, তোমার এমন তিনটি কথা আমি শুনেছি, যা কোনো বিবেকবান মানুষ মেনে নিতে পারে না।

আমি জানতে পারলাম, তুমি নাকি বলেছ :

১। আরবরা তাদের এবং পূর্বপুরুষের উপাস্যদের পরিত্যাগ করবে!

২। পারস্য-রাজ কিসরা ও রোম সম্রাট কাইসারের ধনভান্ডার তোমাদের হস্তগত হবে!

---

২৪০. তারীখু দিমাশক, ৭২/৫৫-৫৭, ২৪/৩৩ ও ২৪/৪৩; শরহুস সুদূর, ২৮৬-২৮৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩। আমাদের সকলের মৃত্যুর পর পুনরুত্থান হবে!

রাসুল ﷺ বললেন, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। আরবজাতি অতিসত্বর তাদের এবং তাদের পূর্বপুরুষদের উপাস্যগুলো পরিত্যাগ করবে। তারা কিসরা এবং কাইসারের ধনভান্ডার জয় করবে। এবং তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। আর নিঃসন্দেহে তোমাদের পুনরুত্থান ঘটানো হবে। আর শোনো, কিয়ামতের দিন আমি তোমার হাত ধরে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেব।

বৃদ্ধ বলল, মৃত্যুর ব্যাপারে তুমি আমাকে বিভ্রান্ত কোরো না। আর আমাকে ভুলেও যেয়ো না। রাসুল ﷺ বললেন, আমি তোমাকে বিভ্রান্ত করছি না আর ভুলেও যাব না।

বৃদ্ধ লোকটির জীবদ্দশাতেই রাসুল ﷺ-এর ওফাত হয়। একসময় রোম ও পারস্য মুসলমানদের পদানত হয়। রাসুল ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণীর এমন নিখুঁত বাস্তবতা দেখে একসময় বৃদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম-পরবর্তী জীবন খুবই উত্তম ছিল। উমর ﷺ বহুবার তার এই ঘটনা শুনেছেন। মসজিদে তার কাছ থেকেই শুনতেন। মাঝে মাঝে উমর ﷺ তার নিকট দাঁড়িয়ে বলতেন, আপনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। রাসুল ﷺ আপনার হাত ধরার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছেন। তিনি কেবল তাদের হাতই ধরবেন, যারা ইসলামের স্পর্শে সাফল্য ও সৌভাগ্যের ছোঁয়া পেয়ে ধন্য হয়েছেন।[২৪১]

২. আবদুল্লাহ বিন উমর ﷺ হতে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْشَةٌ فِي قُبُورِهِمْ، وَلَا مَنْشَرِهِمْ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَهُمْ يَنْفُضُونَ التُّرَابَ عَنْ رُءُوسِهِمْ، وَيَقُولُونَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠকারীদের কবরে কোনো দুশ্চিন্তা নেই। পুনরুত্থানের দিনও কোনো সমস্যা নেই। আমি তো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠকারীদের দেখতে পাচ্ছি যে তারা মাথা হতে মাটি ঝাড়ছে আর বলছে, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদের এই দুর্ভোগ হতে রেহাই দিয়েছেন।[২৪২]

---

২৪১. আল আহওয়াল, ৭১, বর্ণনা : ৮৯। সনদ মারফু।

২৪২. মুজামুল আওসাত লিত-তাবারানী, ৯/১৮১, হাদিস নং ৯৪৭৮; শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী, ১/২০২, হাদিস নং ৯৯। সনদ দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩. আম্মাজান উম্মু সালামাহ ﵂ বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُحْشَرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً كَمَا بَدَأُوْا. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَقُلْتُ : واسَوْأَتَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ يَنْظُرُ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ؟ فَقَالَ: يَشْغَلُ النَّاسَ. قُلْتُ : وَمَا يُشْغِلُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : نَشْرُ الصُّحُفِ، فِيهَا مَثَاقِيلُ الذَّرِّ، وَمَثَاقِيلُ الْخَرْدَلِ

আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মানুষের পুনরুত্থান হবে নগ্নপদে বিবস্ত্র অবস্থায়। যেভাবে সে জন্মগ্রহণ করেছে। (এ কথা শুনে) উম্মু সালামা ﵂ বিস্ময়ভরে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কি সেদিন একে অপরকে দেখতে পাব? তিনি বললেন, মানুষ সেদিন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে। বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, তারা কী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে? উত্তরে তিনি বললেন, আমলনামা নিয়ে। সেখানে বিন্দু ও ধূলিকণা পরিমাণ বিষয়ও উল্লেখ থাকবে।[২৪৩]

৪. আবু বকর আইয়াশ ﵀ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ﵄ বলেন, হাশরের দিন মানুষ কবর হতে বেরিয়ে তাদের রেখে যাওয়া ভূমির পরিবর্তে অন্য ভূমি দেখবে। নিজেদের চেনাজানা মানুষের বদলে অচেনা লোকজন দেখবে। বিষয়টির উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন,

فما الناس بالناس الذين عهدتهم *** ولا الدار بالدار التي كنت تعرف

এরা তো আর তারা নয়, যাদের তুমি জানতে
এ দুয়ারও সে দুয়ার নয়, যেথায় তুমি থাকতে।[২৪৪]

৫. মাইমুন বিন মুসা মারাঈ ﵀ বলেন, আমি হাসান বসরী ﵀-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾

২৪৩. মুজামুল আওসাত লিত তাবারানী, ৮৩৩। হাসান লিগাইরিহি। কাছাকাছি সহিহ বর্ণনা রয়েছে : সুনানু তিরমিযী, ৩৩৩২। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ﵄ হতে। সনদ হাসান সহিহ।

২৪৪. আল আহওয়াল, ১৭৬। বর্ণনা : ২১৭ আবু বকর বিন আইয়াশ ﵀ আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ﵄ এর সাক্ষাৎ লাভ করেননি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখনই তারা কবর হতে ছুটে আসবে তাদের রবের দিকে।[২৪৫]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, শিঙায় ফুঁ দেওয়ার আওয়াজ শুনতেই মানুষ মাথার মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে কবর হতে ছুটে বেড়িয়ে আসবে। এ সময় মুমিনগণ বলতে থাকবে, হে আল্লাহ, সমস্ত পবিত্রতা ও প্রশংসা একমাত্র আপনারই জন্য। আমরা তো যথাযথভাবে আপনার ইবাদত করতে পারিনি।[২৪৬]

৬. সাঈদ বিন আবদুল্লাহ জুহানী ﵀ বর্ণনা করেন, তাবেঈ ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ﵀ বলেন, মানুষ কবরের মাটিতে মিশে যাবে। প্রথমবার যখন শিঙ্গায় ফুৎকারের আওয়াজ শোনা যাবে তখন সমস্ত রূহ নিজ নিজ দেহে ফিরে আসবে এবং বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো জোড়া লাগবে। দ্বিতীয়বার ফুৎকার শোনার পর লোকজন নিজ নিজ পায়ে উঠে দাঁড়াবে এবং মাথা হতে মাটি ঝাড়বে।[২৪৭]

৭. সুলাইমান বিন তরখান ﵀ বলেন, আমি সাইয়ার শামী ﵀-কে বলতে শুনেছি যে, মানুষ যখন ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় কবর হতে বেরিয়ে আসবে তখন একজন ঘোষণাকারী (ফিরিশতা) ঘোষণা করবে,

﴿يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ﴾

হে আমার বান্দাগণ, আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিতও হবে না।[২৪৮]

এ ঘোষণা শুনে সবাই আশাবাদী হয়ে সেদিকে ছুটতে শুরু করবে। তখন বলা হবে,

﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾

(তোমরা) যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করেছিলে এবং অনুগত ছিলে।[২৪৯]

এ ঘোষণা শুনে মুসলমান ব্যতীত বাকি সকলে হতাশায় মুষড়ে পড়বে।[২৫০]

---

২৪৫. সুরা ইয়াসিন, (৩৬) : ৫১।
২৪৬. আল আহওয়াল, ৬৬, বর্ণনা : ৮৪।
২৪৭. বিদায়া ওয়া নিহায়া, ১৯/৩৪৫। (দারু হাজার)
২৪৮. সুরা যুখরুফ, (৪৩) : ৬৮
২৪৯. সুরা যুখরুফ (৪৩) : ৬৯
২৫০. তাফসীরুত তাবারী, ২০/৬৪১; সুরা যুখরুফ, (৪৩) : ৬৮ ও ৬৯ এর ব্যাখ্যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৮. নযর বিন আরবি ﵀ বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, মানুষ যখন কবর হতে পুনরুত্থিত হয়ে উঠে আসবে তখনো তাদের স্লোগান হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আর কবর থেকে উঠার পর ভালো ও মন্দ সকলের প্রথম বাক্য হবে, 'ইয়া রব, আমাদের প্রতি দয়া করুন।'[২৫১]

৯. ওয়ালিদ বিন আবু মারওয়ান ﵀ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ﵄ বলেছেন, মৃত ব্যক্তি তার কাফন-সহ পুনরুত্থিত হবে।[২৫২]

১১. ইবাদ বিন ওয়ালিদ কুরাইশী ﵀ বর্ণনা করেন। মুকাতিল বিন হাইয়ান ﵀ বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾

আর (সেদিন) জমিন তার বোঝা বের করে দেবে।[২৫৩]

এই আয়াতে জমিনের বোঝা বের করে দেওয়ার অর্থ হলো, ভূ-গর্ভ হতে মৃত লোকজন বেড়িয়ে আসবে আর ভূ-পৃষ্ঠে চলতে শুরু করবে।[২৫৪]

১২. রুস্তম বিন উসামা ﵀ বর্ণনা করেন। বিখ্যাত আবিদ ফযল বিন মুহমাল সাদী ﵀ বলেন, আমাদের সাথে মুজিব নামে মুত্তাকী ও আবিদ শ্রেণির এক লোকের উঠা-বসা ছিল। অন্যদের তুলনায় তিনি ছিলেন অনন্য সৌন্দর্যের অধিকারী। তার রাত কেটে যেত নামাযে দাঁড়িয়ে। আর দিনের বেলা রোজা রাখতে রাখতে তিনি হাড় জিরজিরে হয়ে পড়েন। এভাবেই ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত অবস্থায় একসময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুবরণ করেন। মুহাম্মাদ বিন নযর হারিসী ﵀ ছিলেন তার অন্যতম বন্ধু। তিনি অবশ্য মুজিবের আগেই ইনতিকাল করেন। মুজিবের ইনতিকালের পর আমি একদিন স্বপ্নযোগে মুহাম্মাদ বিন নযরের সাক্ষাৎ লাভ করি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার ভাই মুজিবের কী অবস্থা?

বলল, সে তার আমল অনুযায়ী ফল পেয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, তার সেই সুন্দর চেহারার এখন কী অবস্থা? বলল, আল্লাহ তাআলা তার চেহারা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছেন।

---

২৫১. বিদায়া ওয়া নিহায়া, ১১/৩৯১। (দারু হাজার)
২৫২. আন নিহায়াতু ফিল ফিতানি ওয়াল মালাহিম, ১/৩২২।
২৫৩. সূরা যিলযাল, (৯৯) : ২
২৫৪. আল আহওয়াল, ৬৫। বর্ণনা : ৮২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বললাম, তুমি না বললে সে তার আমল অনুযায়ী ফল লাভ করেছে, তাহলে আবার এমন হয় কী করে?

সে বলল, ভাই, তুমি কি জানো না? কবর মানবদেহকে গ্রাস করে নেয়! আর কিয়ামতের দিন আমলসমূহ পুনরুজ্জীবিত হয়! বললাম, হ্যাঁ, কবর তো দেহকে এমনভাবে গ্রাস করে যে তার কিছুই আর বাকি থাকে না। অতঃপর কিয়ামতের দিন সবাই পুনরুত্থিত হবে।

সে বলল, ঠিক বলেছ ভাই। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাআলা দেহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয় যে, তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। অতঃপর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে সেদিন চোখের পলক ফেলার চেয়ে দ্রুত সময়ে তিনি তাদের পুনরুত্থান ঘটাবেন।[২৫৫]

১৩. জাফর বিন সুলাইমান ﵀ বর্ণনা করেন। ইবরাহীম বিন ঈসা ইয়াশকারী ﵀ বলেন, আমাদের নিকট খবর পৌঁছেছে যে, মুমিন ব্যক্তি যখন কবর উঠে আসবে তখন দুজন ফিরিশতা তার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। একজনের হাতে রেশমি কাপড়ে জড়ানো বরফ ও সুগন্ধী থাকবে। অন্যজনের হাতে শরাব-ভর্তি জান্নাতি সোরাহি। প্রথমজন তাতে সুগন্ধী মিশিয়ে শরাবসহ তাকে পরিবেশন করতে বলবেন। দ্বিতীয়জন সেই পানীয় মুমিনের সম্মুখে পরিবেশন করবেন। মুমিন তা পান করবেন। এরপর জান্নাতে প্রবেশের আগে তার কোনো প্রকার তৃষ্ণা জাগবে না।[২৫৬]

১৪. আবুল আলিয়া ﵀ বলেন, মৃত ব্যক্তিকে তার কাফনসহ পুনরুত্থান করানো হবে।

সালিহ মুররি ﵀ বলেন, হাশরের দিন কবরবাসী ছিন্ন কাফন, জীর্ণ দেহ, বিবর্ণ চেহারা, উশকোখুশকো চুল, শ্রান্ত দেহে নিজ নিজ কবর হতে বেরিয়ে আসবে। ভয়ে-আতঙ্কে তাদের প্রাণ চলে যাওয়ার উপক্রম হয়ে যাবে। হাশরের ময়দানে বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না তার ঠিকানা কী হতে চলেছে? অতঃপর কারও ঠিকানা জান্নাত আর কারও ঠিকানা হবে জাহান্নাম। নেককার বান্দা আমলনামা পেয়ে উল্লাসে উঁচু স্বরে বলে উঠবে, হায়! জাহান্নাম কতই-না

---

২৫৫. আহওয়ালুল কুবুর, ১৪৫।

২৫৬. আন নিহায়াতু ফিল ফিতানি ওয়াল মালাহিম, ১/৩৪৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিকৃষ্ট ঠিকানা। হে আল্লাহ, আপনি যদি আপনার সুপ্রশস্ত রহমত দ্বারা আমাদের রক্ষা না করতেন, তাহলে তো আমাদের মারাত্মক গুনাহসমূহ আমাদের চুপসে দিত। আর আমাদের এমন-সব অপরাধ রয়েছে, যা আপনি ছাড়া আর কেউ ক্ষমা করতে পারে না।[২৫৭]

تَمَّتْ بِتَوْفِيْقِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ الْحَكِيْمِ الرَّحِيْمِ

২৫৭. বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৯/ ৩৮০। (দারু হিজর প্রকাশিত।)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানবজীবনে মৃত্যুকে অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। একজন মুমিন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এই বিশ্বাস লালন করে যে, মৃত্যুর পর আলমে বরযখ বা কবরজগৎ নামে একটি জগৎ রয়েছে। যেখানে তার তাওহীদ, রিসালাত ও দ্বীন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতেই তার কবরজগতের শান্তি কিংবা শাস্তির ফয়সালা হবে। হাশরের ময়দানে পুনরুত্থানের আগ পর্যন্ত কবরই তার ঠিকানা। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে কবর, কবরের বিভিন্ন অবস্থার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। সালাফগণ কবরের কথা মনে পড়লেই শিউরে উঠতেন। দিনমান কবরের প্রস্তুতিতে লেগে থাকতেন। মানুষকে কবরের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আখিরাতমুখী জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ করতেন। মৃত্যু, জানাযা ও কবর ইত্যাদির স্মরণ ও আলোচনা তাদের মধ্যে ভয়, আতঙ্ক, উদাসীনতা সৃষ্টি করত। দুনিয়াবিমুখ জীবনের প্রতি সাহস জোগাত।

বর্তমান চরম দুনিয়ামুখী জীবনের ব্যস্ততায় আমরা দ্বীনের অন্য অনেক বিষয়ের মতোই কবরের ব্যাপারেও খুব বেশি উদাসীন হয়ে পড়েছি। প্রতিদিন এত এত মৃত্যুর ঘটনা আমাদের খানিকটা ছুঁয়ে গেলেও অন্তরে তার প্রভাব খুবই ক্ষণস্থায়ী। এমন উদাসী অবেলায় মুখলিস সালাফের জবানে ও অভিজ্ঞতায় কবরের আলোচনা হয়তো আমাদের একটু নাড়া দেবে। জাগিয়ে তুলবে। গা-ঝাড়া দিয়ে আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণে রসদ জোগাবে। এই ভাবনা থেকেই সালাফের চোখে কবর বইটির সংকলন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com